দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

প্রথম ভাগ।

পৌরাণিক দৃশ্য

"মহাভারত-নাট্যকাব্য" প্রণেতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

২৩ নং বিডন্‌ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

"ইদ্যং সজ্যং ধনুঃ কৃত্বা সজ্জৈরেভিশ্চ সায়কৈঃ।
অতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা স লব্ধা মৎসুতামিতি ॥"

Calcutta:

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS.

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 24, Beadon Street. E. C.

1899.

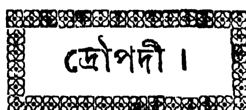
মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১ম ভাগের) চরিত্রবৃন্দ।

বক্তা	...	...	... ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন।
শ্রোতা	...	...	... পরীক্ষিতাত্মজ জন্মেজয়।

শ্রীকৃষ্ণ।	দ্রুপদ।	পুংমূক।
বলরাম।	ধৃষ্টদ্যুম্ন।	কৃষকগণ।
প্রদ্যুম্ন।	শিখণ্ডী।	জরাসন্ধ।
শাম্ব।	সত্যজিৎ।	দন্তবক্র।
সাত্যকি।	মন্ত্রিগণ।	শিশুপাল।
বেদব্যাস।	মহর্ষিগণ।	বিরাট।
ভীষ্ম।	সভাস্থগণ।	কীচক।
দুর্য্যোধন।	দ্রুপদরাজদূত।	সুশর্ম্মা।
দুঃশাসন।	নগরপাল।	শল্য।
শকুনি।	সভাপাল।	ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়।
কর্ণ।	ভেরীবাদক।	জনৈক ব্রাহ্মণ।
দ্রোণাচার্য্য।	বৈতালিকগণ।	ব্রাহ্মণগণ।
অশ্বত্থামা।	নটগণ।	কুম্ভকার।
কৃপাচার্য্য।	ভাটগণ।	দূত।
কৌরব প্রতিহারী।	যুবা।	ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডব

স্ত্রী-চরিত্র।

কুন্তী।		কেশিনী।
রাণী।		পুরনারীগণ।
সুহাসি।	 দ্রৌপদী।	কুট্টিনসী।
সুভাষী।		বৃদ্ধা।
মোহিনী।		স্ত্রীমূক।
দামিনী।		নটীগণ।
অন্যান্য সখীগণ।		

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজসভা)

দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মন্ত্রিগণ, সভাস্থগণ ও মহর্ষিগণ।

দ্রুপদ। শুন মন্ত্রি, শুন সভাজন!
হৃদয়ের মধুর বাসনা-প্রস্রবণ
এতদিন রুদ্ধ ছিল ভবিতব্য-বাঁধে।
আজি আশার তাড়নে,
মধুময়ী মায়ার ছলনে,
যেন কোন দেবতার অশ্রুত-আদেশে
স্বপ্নময় সেই প্রস্রবণ—
স্রোতোময়ী নদীরূপা হ'তেছে প্লাবিত।
যাজ-উপযাজ-সিদ্ধ-পূত-হোমগুণে
পাইয়াছি ধৃষ্টদ্যুম্নে কন্যা দ্রৌপদীরে!
তাঁহাদের কর্ম্মফলে
রাজলক্ষ্মী কুমারী আমার,
পূর্ণিমায় পরিণত লাবণ্য-প্রভায়।
করুণার প্রতিমূর্ত্তি বালা যাজ্ঞসেনী
উপযুক্ত সৎপাত্রে করিতে অর্পণ,
একান্তই করেছি মনন;
কিন্তু মন্ত্রি, মনুর বিধানে
স্বয়ম্বরে পাত্র নির্ব্বাচন,
ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন প্রথা।

সমাগত হে সাধু-সজ্জন!
এ বিষয়ে কিবা যুক্তিমত?

১ম ঋষি। মহারাজ!
যে উচ্চ-বাসনা তব সমুদিত প্রাণে,
তাহে আর আমরা কি দিব বিধি দান?
ভগবান-আশীষ প্রসাদে
সিদ্ধকাম তুমি নরনাথ!
বিশেষতঃ মহর্ষির বরে
কুলোজ্জ্বল পুত্রকন্যা করিয়াছ লাভ!
কমলার অংশোদ্ভবা কুমারী তোমার,
হেন অলৌকিক রূপরাশি
এ সংসারে একান্ত দুর্ল্লভ,
গুণে তিনি বালা-শিরোমণি!
যাহে কৃষ্ণা সৎপাত্রে হয়েন অর্পিতা,
এ প্রাণের একান্ত প্রার্থনা।

মন্ত্রী। শুভদিন শুভতিথি ক্রমে সমাগত;
নরনাথ! আজ্ঞা কর দাসে,
কুমারীর স্বয়ম্বর-সভা
কোন্ স্থানে তব মনোনীত?
স্বয়ম্বরে কোন্ পণে কৃষ্ণা সুকুমারী—
পতিগলে বরমাল্য দিবেন তুলিয়ে?

দ্রুপদ। শুন তবে মন্ত্রীবর, শুন সভাজন!
আজি প্রকাশিব সভাস্থলে
অন্তরের প্রবল বাসনা,
রুদ্ধস্রোতঃ খুলে দিব সহস্রধারায়!
মনে বড় সাধ হে ধীমন্!
দ্রৌপদীরে বীর-করে করি সমর্পণ।
গুণবতী কৃষ্ণা কন্যাধনে,

বীরপত্নী বীরমাতা দেখিব নয়নে।
কিন্তু হায়, বীরেন্দ্র-সমাজমাঝে
বীরপূজ্য কোন্ মহাজন ?
ছিল সাধ, কুন্তীসুত পাণ্ডুবংশধর
মহাধনুর্দ্ধর—
বীরেন্দ্র-কেশরী আহা ফাল্গুনীর করে
কৃষ্ণাধনে করিব অর্পণ!
হায় হায়, সে আশাকুসুম
মুকুলে শুকায়ে গেছে জন্মের মতন!
পড়েনা কি মনে মন্ত্রীবর!
আমার শৈশব শত্রু দ্রোণাচার্য্য সনে
প্রাণতম শিষ্য তাঁর বীর ধনঞ্জয়,
কি ভীষণ পুরুষত্ব বীরত্ব প্রভাবে—
পরাজিত ক'রেছিল মোরে ?
কি অদ্ভুত অলৌকিক অস্ত্রশিক্ষা তাঁর!
স্বচক্ষে দেখেছি হে সচিব।
অর্জ্জুনের করভ্রষ্ট শায়ক-বর্ষণে,
প্রচ্ছন্ন মার্ত্তণ্ড যেন পূর্ণরাহু-গ্রাসে!
সব্যসাচী দুইকরে হানে বজ্ররাশি ;
বাণের গর্জ্জনে—
ভ্রম হ'ল মহাসিন্ধু-গর্জ্জন তুফান!
ছত্রভঙ্গ ছত্রবতী-সেনা,
সেনাপতি বিকলাঙ্গ অতি,
জর জর প্রাণ্ আমার্ শরের ব্যথায়!
হায় হায়, সে হেন বীরেন্দ্র-বীরমণি—
হইয়াছে ভস্মীভূত জতুগৃহ-দাহে।
ভেবেছিনু সেই রণস্থলে,
কন্যা বিনিময়ে—

সেই ধন ফিরে পা'ব হারাধন প্রায়,
ঘুচাব দ্রোণের ভয়,
সেই তেজ হ'বে নির্ব্বাপিত—
বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমর-সাগরে!
হা অর্জ্জুন! হা পাণ্ডব বীরকুলোজ্জ্বল
আজ যদি তোমরা থাকিতে ধরামাঝে,
তা' হ'লে কি ছার স্বয়ম্বর আড়ম্বরে—
বীরত্ব পরীক্ষা করি সংশয়ের সনে
কৃষ্ণাধনে দিতাম বিলায়ে?

মন্ত্রী। শান্ত হ'ন পাঞ্চালাধিপতি!
বিগত অনুশোচনা নহে কার্য্যকরী।
বিলীন পাণ্ডব-রবি চির অস্তাচলে,
শত আবাহনে আর না পা'ব উত্তর।
দুরাচার জ্ঞাতিদ্বেষী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ!—

দ্রুপদ। ক্ষান্ত হও মন্ত্রীবর!
ও কথা তুলোনা আর।
সদাচার ভীষ্মের উদার-নীতিজ্ঞান,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার কাল জতুগৃহ!
হে সচিব! উত্তমের কথা
দূর হ'তে শুনিতে মধুর,—কিন্তু হায়,
সন্নিকটে বিপরীত হেরিবে প্রচুর!
ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাপ-প্রবণতা
কথায় কি হয় হে বর্ণিত?
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রিয়পুত্র মোর,
দ্রোণের প্রমুখ দুর্য্যোধনের ধৃষ্টতা—
অবশ্য করিবে নষ্ট রণক্ষেত্র মাঝে।
তাহে আর নাহি মম ভয়!
যা' হ'বার হ'বে, ভাবিলে কি হ'বে?

এ ভারতে দ্রৌপদীর বর
আছে স্থির বিধির বিধানে;
কিন্তু তার সবিশেষ বীরত্ব প্রভাব,
অবশ্য পরীক্ষা ল'ব বীরেন্দ্র-সমাজে!
তাই আমি মনে যাহা করিয়াছি স্থির,
অবধান হে সভাস্থগণ!
স্বয়ম্বর মহাসভাস্থলে,
বিজ্ঞানের চরম উন্নতি বলে,
মহাশূন্যে নীল নভোস্থলে—
কৃত্রিম আকাশ-যন্ত্র স্থাপিয়া কৌশলে,
তদুপরি মহালক্ষ্যরূপ
মীনচক্ষু হউক অর্পিত;
অতি দুরানম্য দৃঢ় মহাশরাসনে
যেই বীর অব্যর্থ সে শায়ক-সন্ধানে,
ব্যোমযন্ত্র-ক্ষুদ্রছিদ্র করি' অতিক্রম—
বিন্ধিতে সে মীনচক্ষু হইবে সক্ষম,
আমার স্নেহ-প্রতিমা দ্রৌপদী কুমারী,
সেই মহাবীর-গলে ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি'
বরমাল্য করিবে প্রদান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন! স্থির এই বাসনা আমার।

সকলে। সাধু সাধু সাধুবাঞ্ছা হে পঞ্চালরাজ!

ধৃষ্টদ্যুম্ন। পিতৃদেব!
অতি সার সদ্যুক্তি মনে আপনার,
এর চেয়ে আর কিবা আছে যুক্তিমত?
এইরূপ স্বয়ম্বর-প্রথা
এ সংসারে সম্পূর্ণ নূতন!
ভানুমতী-স্বয়ম্বরে শুনেছি শ্রবণে,
লক্ষ্যবিদ্ধ ছিল বটে বিধি;

কিন্তু যদি এ উপায় হয় নির্দ্ধারিত,
বিজ্ঞানের অতুল মহিমা
গাইবে উত্তরকালে ভারতীয় কবি!
আদর্শ-দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর—
জগতে হইবে রাষ্ট্র কবিতার হারে।
কিন্তু পিতা, আমার বাসনা;—
ছিদ্র-অতিক্রান্ত-মীনআঁখি
শুদ্ধচক্ষে হ'বেনা লক্ষিত;
তৎনিম্নে সভাস্থল মাঝে—
যন্ত্রছায়া নিরখিয়ে জলাধার-জলে,
মৎস্য-চক্ষু হইবে দর্শিত।

দ্রুপদ। সুন্দর প্রস্তাব বৎস!
বীরমান বীরকাম বীরত্বেই শোভে,
ক্ষাত্রধর্ম্মে এই ত' বিধান।
তবে মন্ত্রীবর!
মহাকার্য্য চতুর্দ্দিকে করহে ঘোষণা;
শিল্পীগণে স্থপতিনিকরে,
ভাস্করেব কারুকর্ম্মিদলে
প্রেরহ ত্বরায় রাজাদেশ!
নগরের প্রাগুত্তর প্রান্তর সীমায়,
পরিষ্কৃত সমতল দীর্ঘভূমিমাঝে,
প্রতিষ্ঠা করহ মন্ত্রি, স্বায়ম্বরী-সভা।
চতুর্দ্দিকে প্রাকার পরিখা সুবেষ্টিয়ে,
সুরক্ষিত করহ বিরাটসভাস্থল।
মধ্যে মধ্যে তোরণের দ্বারে—
স্থাপহ কদলীতরু,
পূর্ণকুম্ভ আম্রশাখাবলী;
অয়স্কান্ত নীলকান্ত মণি-মাণিক্যের হারে,

জ্বলে যেন স্তম্ভশ্রেণী কিরণ-প্রভায়।
মহা মহা সৌধাবলী সুধা ধবলিত
তুষার-জাল-জড়িত
অত্যুন্নত হিমাচল শিখরের মত,
শোভে যেন সভার চৌদিকে।
প্রাসাদের বিস্তৃত কুট্টিম-ভূমি
মণিময় শিলাপট্টে হ'ক্ প্রোদ্ভাসিত।
রমণীয় সৌধ-দ্বারশ্রেণী
বাতাতপে বিশুদ্ধ করিতে,
হয় যেন সুবিন্যস্ত সমসূত্রপাতে।
বিচিত্র সোপানমার্গ প্রস্তর আবৃত,
কারুকার্য্য নির্ম্মিত সুন্দর আস্তরণে,
হয় যেন শুদ্ধ বিস্তারিত।
অতি সুবাসিত বারি সমাজপ্রদেশে
সদা যেন পরিষিক্ত রহে।
মনোরম সভা স্থানে স্থানে,
দুগ্ধফেননিভ অতি মহার্হ শয়ন,
সন্নিবেশে করহ আদেশ মন্ত্রীবর!
পূর্ণরূপে দ্রৌপদীরে সন্দর্শন হেতু,
চৌদিকে পরার্দ্ধ-মঞ্চ করাও নির্ম্মাণ।
নানাবিধ বৈবাহিক শুভ-বাদ্যধ্বনি,
সদাই ধ্বনিত হ'ক পাঞ্চালনগরে।
কলাবিৎ কলকণ্ঠ গীতশাস্ত্রিগণে,
বৈবাহিক শুভগানে
মত্ত যেন রহে নিশীদিন।
সুনিপুন নর্ত্তকের শুভ অভিনয়ে,
নিমন্ত্রিত রাজন্যসমাজ
প্রাণে যেন হ'ন পুলকিত।

সুন্দরী নর্ত্তকীগণ জন-মনোহরা—
সভ্যজনোচিত বেশে,
সুবিমল হাসভাষে,
মনোলোভা ছটা বিস্তারিয়ে
অহোনিশি সুধাকণ্ঠে করুক ঝঙ্কার
অতীব বিশুদ্ধ তানমানে।
কি আর বলিব মন্ত্রীবর!
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা!
এর চেয়ে অপার সুখের সম্মিলন
হয় নাই জীবনে আমার কভু;—
বৈবাহিক কার্য্য-প্রণালীতে
কোন অংশে যেন মন্ত্রি, ন্যূন নাহি রহে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধিক কি কব,
আমার সৌভাগ্যগুণে, আমি হেনজন
পাঞ্চালেশ দ্রুপদের মন্ত্রণাপ্রদায়ি;—
পাইয়াছি প্রভূত ক্ষমতা
রাজেন্দ্রের মন্ত্রীর সমাজে।
কুমারীর শুভ স্বয়ম্বরে
অবশ্য খুলিবে প্রভু, এ প্রাণের দ্বার!
আমা হ'তে যতদূর কার্য্য সুসম্ভবে,—
মহারাজ! তাহে মোর র'বে অলসতা?
রাজবাক্য শিরোধার্য্য সর্ব্বদা আমার।

দ্রুপদ। ধৃষ্টদ্যুম্ন! তবে যাও ত্বরা অন্তঃপুরে,
মহিষীরে, আর আর পুরনারীগণে,
এ শুভ সংবাদ বৎস, করহ প্রচার।
বৈবাহিক মহোৎসবে রাজ-অন্তঃপুর
আনন্দ প্রবাহে বৎস, কর ভাসমান।
সুশীলা সঙ্গিনীগণ-সুপরিবেষ্টিতা

রাজকন্যা যাজ্ঞসেনী তোমার ভগ্নীরে
স্বয়ম্বর উপযোগী বিবিধ সদ্‌গুণে
আজি হ'তে কর বিভূষিতা;
স্বয়ম্বরা হ'বেন দ্রৌপদী,—
এ কথা বিশদভাবে বুঝাও তাঁহারে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শিরোধার্য্য পিতার আদেশ।

(ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রস্থান)

প্রণমি চরণে ঋষিগণ!
আশীর্ব্বাদ করুন অধীনে,
নির্ব্বিঘ্নে এ মহাশুভ কাজ
সুখে যেন হয় সম্পাদিত।
সার মাত্র দ্রৌপদী আমার এ সংসারে,
তার শুভ-স্বয়ম্বরে—
কোন বিধ বিঘ্ন যেন না করে অশুচি!

১ম ঋষি। মহারাজ!
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ না হয় নিস্ফল;
দেব দ্বিজে তুমি মতিমান,
মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরাজ তুমি,
দেবতা সন্তুষ্ট তব প্রতি;
তাই কহি নরপতি!
দ্রৌপদীর সুখ-স্বয়ম্বর
মহাসুখে নিরাপদে হ'বে নির্ব্বাহিত!
মন্ত্রীবরে যেরূপ প্রণালী সুনিয়ম,
মহাকার্য্য বিবরণ কহিলে আদেশ,
অতি যুক্তিসিদ্ধ, তাহা তোমাতেই সাজে।
ওহে মহারাজ যজ্ঞসেন!
যজ্ঞোদ্ভবা—অযোনী-সম্ভবা—

লক্ষ্মীস্বরূপিণী যাজ্ঞসেনী—
পুরুষপ্রধান—বীরোত্তম
ভুবনপাবন কোন—
সার্ব্বভৌম সম্রাটের করে,
অবশ্যই বরমাল্য করিবেন দান,
বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান,
ইথে আর নাহিক সংশয় নরনাথ!

দ্রুপদ। ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন!
বুঝিলাম সার,
আমার দ্রৌপদী কন্যাধন,
উপযুক্ত সৎপাত্রে হ'বেন অর্পিত,
এ অপেক্ষা আর নাহি আকাঙ্খা আমার!
তবে চল মন্ত্রীবর।
পূজ্যপাদ পুরোহিত-বাসে,
তাঁর পাশে যুক্তি করি লই গে' মন্ত্রণা।
ভারতের যাবতীয় রাজন্যসমাজে,
সমাদর-শুভ-নিমন্ত্রণ
পাঠাইতে হইবে অচিরে।
মন্ত্রী হে! অন্তরে ভেবে দেখ,
অনন্ত কার্য্যের ভার মস্তকে আমার,
আর কি সুস্থির হ'তে পারি?

(সমুদয় সভাস্থের সহিত গাত্রোত্থানান্তর)

মনে হ'লে স্বয়ম্বর শুভ আড়ম্বর,
সর্ব্ব অঙ্গ মহানন্দে হয় কণ্টকিত!
উৎসবের আনন্দ-সাগরে
ঝাঁপ দিনু, দেখো ভগবন্!
সমস্ত সংসার সনে

আনন্দের কূল যেন পাই!
মহর্ষির পাদপদ্মে করি প্রণিপাত।

মহর্ষিগণ। আশীর্ব্বাদ, লভ ত্বরা সুন্দর জামাতা!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যস্থ ক্ষুদ্রপথ)

কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব।

কুন্তী। প্রখর রৌদ্রের তাপ।
চলেনা চরণ আর বাপ্ যুধিষ্ঠির!
সবাই কাতর তোরা—
ক্রোশ ক্রোশ সুদুর্গম পথ অতিবাহে'
আরো প্রাণ দহে
হেরিলে ভীমের চন্দ্রানন।
আরক্তিম তপনের তাপে;
বিন্দু বিন্দু ক্ষুদ্র অম্বু হ'য়ে,
স্বেদবারি ঝরিছে কপোলে,
ঝড়াকারে বহিছে নিশ্বাস,
বাছার সোণার দেহ ভাসে ঘর্ম্মজলে।
আয় বাবা, বসি এই বিটপীর মূলে,
কিছুক্ষণ মোর কোলে শুয়ে—
তুই আগে সুস্থ কর্ দেহ।
ওরে, কি পাষাণী আমি!
এত বেলা হ'ল,

জল বিন্দু না পারিনু দিতে
তোদের পিপাসু মুখে—

(রোদন)

ভীম। কতবার করেছি বারণ—
এ সময়ে মোর প্রতি ক'রোনা দর্শন!
এই ক্ষুদ্র পথ চলি' আমি শ্রান্ত-দেহ!
এও কি মা চিন্তার বিষয়?
কতবার বলিতেছি এস সবে স্কন্ধদেশে,
তা'ত কেহ আসিবে না?
শুধু বল, চারিদিকে জনস্রোতঃ-ভয়!
একজন পাঁচজনে করিছে বহন,
এ সন্দেহে হয় যদি পাণ্ডব-প্রকাশ!
তবে মাগো, আমি আর কি করিতে পারি
যুক্তি করি' জ্যেষ্ঠ সনে যাহা হয় কর।
তবে ক্ষুধার যাতনা?
সে কথায় আমি নিরুত্তর।
যুধিষ্ঠির। নিরুত্তর আমিও রে ভাই!
তোমার সরল-ভাবে।
ভাই রে! এ ভবধাম মাঝে
এ দুঃখ কি রাখিবার আছে?
আজ তুমি প্রজানাথ রাজ্যেশ্বর হ'য়ে
প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত প্রকৃতির কোলে?
আজ তুমি অন্নের কাঙ্গাল?
অন্নাভাবে অনশন-অর্দ্ধাশন-ব্রত?
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ছার যুধিষ্ঠিরে!
কুন্তী। ও বাবা! ব'লোনা আর আমার সম্মুখে,
বজ্রাঘাত ক'রোনা রে বুকে।

ধিক্ শব্দ ক'রোনারে আর উচ্চারণ।
আমি অতি অভাগিনী! আমারি কপালে
তোরা আজ পথের ভিখারী।
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি কত মহাপাপ,
তারি ফলে আজ এ দুর্দ্দশা।
ক্রমাগত আসিতেছি ক্ষুদ্র বন্যপথে—
লোকালয় রাখি পৃষ্ঠদেশে;
স্নানাহ্নিক আত্মসেবা হল'না কাহার,
বল্ আর কতদূর—
পাঞ্চালনগর বাপ্ধন।

অর্জ্জুন। তত্ত্বদর্শী ভগবান পাণ্ডব-সহায়
পুরোহিত ধৌম্যের বচন অনুসারে,
বোধগম্য হইতেছে মম,
অদূর পাঞ্চালপুর।
ক্রমাগত আসিতেছি দক্ষিণ-প্রদেশে,
অবশ্য নিকটে পাব কোন লোকাশ্রয়।
হে আর্য্যা। নিবেদি' শ্রীচরণে,
বৃথা অনুশোচনায় আর কিবা ফল?
দুরদৃষ্টে করাঘাত করি,
বৃথা অভিভূত হ'য়ে কোন ফল নাই।
এস ভাই সহদেব!
কিছু ক্ষণ বসি' এই তরুবর-মূলে,
সেবা করি জননীরে—ক্লান্ত অগ্রজেরে।
লোকালয় যদ্যপি রে হয় সন্নিকট,
অবশ্য পথের সঙ্গী পাইব অচিরে।
শুনিযাছি পাঞ্চালের প্রজা
বড়ই অতিথি-প্রিয়;
তাহা যদি হয় মা জননি!

আজিকার সমস্ত যন্ত্রণা,
নিশ্চয় হইবে অবসান।

(সকলের তরুমূলে উপবেশন)

নকুল। স্থির কর্ণে শোন সহদেব।
শুনিতেছি যেন ধীর মিশ্রিত গুঞ্জন !
পূজ্য ফাল্গুনীর স্থির-ভবিষ্যৎ-বাণী,
হ'ল বুঝি অচিরে সফল।

সহদেব। আমি যাই চক্ষে দেখে আসি,
সন্দেহেতে কিবা প্রয়োজন ?
প্রকৃত সংবাদ এবে করি আনয়ন।

যুধিষ্ঠির। না না না না—
সমুৎসুক হইবার নাহি প্রয়োজন,
যেমন বসিয়া আছ থাক সেইরূপে।
এই পথ বিনা আর নাহি অন্য পথ ;
যদ্যপি পথিক হয়,
অবশ্য এ পথ দিয়ে করিবে গমন।
দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে,
অযাচিত প্রশ্ন কিম্বা তথ্য অন্বেষণ,
অধুনা পাণ্ডব-পক্ষে নহে শ্রেয়স্কর।

ভীম। চিন্তা নাহি তায় ;—
যেই কেন হোন্ না পথিক,
নির্ভীক অথবা অনির্ভীক ;
একবার চোখে নিরখিলে
বিধাতার অপরূপ এই সৃষ্টিগুলি,
বারেক কি না ল'বেন তথ্য অন্বেষণ ?

(কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণগণ। জয় জয় মহারাজ দ্রুপদের জয় !



১ম ব্রাহ্মণ। চল সবে সুব্রাহ্মণ গ্রামবাসিগণ !
কল্পতরু-ধর্ম্মরাজ দ্রুপদ-প্রাসাদে।
মুক্তহস্ত রাজার প্রসাদে,
ঘুচে যাবে অর্থ-কষ্ট দারিদ্র্য-যন্ত্রণা !
ভূরি ভূরি মণি রত্ন মহার্ঘ্য কাঞ্চন,
মাত্র "জয়" উচ্চারণে
অনায়াসে হ'বে করায়ত্ত,
নিমেষে পাইব সবে ধনীর সম্মান।
যথা আছ ভিক্ষুক কাঙ্গাল !
এস সবে অম্লানবদনে—
কল্পতরু-দ্রুপদের রাজ নিকেতনে।
যুধিষ্ঠির। বস সবে যে যেমন আছ,
আমি যাই, সংবর্দ্ধনা করি দ্বিজবরে।

(যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থানান্তর ব্রাহ্মণের প্রতি)

মহাশয়। করি নমস্কার,
কি হেতু এ লোক সমাগম ?
কোন্ পথে পথিক এ দেশবাসিগণ ?
দেখিতেছি আমি,
আবালবনিতাবৃদ্ধ সবে সমবেতে,
যেন কোন নিমন্ত্রণে হ'ন অনুস্থত !
১ম ব্রাহ্মণ। কে আপনি মহাভাগ ?
যুধিষ্ঠির। প্রত্যক্ষে ত' হয় অনুমিত,
এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ
অযাচিত প্রশ্ন করে বাসনার বশে ?
১ম ব্রাহ্মণ। মহাশয় ! কোথায় নিবাস ?
যুধিষ্ঠির। সন্ধ্যা যথা তথায় আবাস !
১ম ব্রাহ্মণ। ওহো ! ভস্মাবৃত জ্বলন্ত-পাবক,

ঘনাচ্ছন্ন যেন দিনদেব!
একি। কোন ছদ্মবেশী স্বর্গের দেবতা?
কি প্রতিভা—কি অমায়িকতা!
মহোদয়!
পরে দিব আপনার প্রশ্নের উত্তর;
কিন্তু মোর কৌতূহল জিজ্ঞাসা গভীর—
উন্মোচন করুন হে জন-মনোহর।
কে আপনি? কি হেতু এ বন্যপথিমাঝে?
হেরে তব অসামান্য অলৌকিক—
সুবিরাট রাজেন্দ্র-প্রতিম স্নিগ্ধদেহ,
দুই চক্ষে পলক যে পড়েনা আমার!
পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-মাখা
হেরি' তব জ্যোতির্ম্ময়-আঁখি,
কণ্টকিত শিহরিত আমি,—
যেন ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা-আধার!
পুনঃ ওকি! মোহনীয় মূর্ত্তি চতুষ্টয়—
উপবিষ্ট পান্থপ্রাণ পাদপের ছায়ে?
কেও নারী শ্বেতাম্বরা—
অদিতির প্রতিকৃতি দেবতা-প্রসূতি মত
স্থির দৃষ্টি ভরং প্রসন্নমুখ পানে?
কৃপা করি' দেহ হে প্রকৃত পরিচয়,
দুলিছে অন্তর অতি সংশয়-দোলায়।

যুধিষ্ঠির। হে ব্রাহ্মণ! একি ভাব এ দরিদ্র জনে?
অতি দীন পথের কাঙ্গাল আমি,
ভিক্ষা-অন্নে করি দিনপাত।
মোরা পঞ্চভাই, পূজ্যা জননীর সনে
আসিতেছি বহুদূর হ'তে!
ছিল দিন, গ্রাস আচ্ছাদন হেতু

কোন চিন্তা নাহি ছিল আমা সবাকার,
দুখে সুখে দিন কেটে যেত।
স্বীয় কর্ম্ম-দোষে
দারুণ দারিদ্র্য-কাল-গ্রাসে,
এবে মোরা হয়েছি পতিত।
দেশে আর ভিক্ষা নাহি মেলে,
দুখ-শেলে বিদ্ধ মর্ম্মস্থল!
বদান্য পাঞ্চালরাজ-দাক্ষিণ্য শুনিয়ে,
এ পথের হয়েছি পথিক।
পথিক্লেশে হয়ে জর্জ্জরিত,
তরুতলে করি শ্রান্তিদূর।
পিপাসিত প্রাণে তাই কহি হে ভূদেব!
মুক্তহস্ত কেন আজি ভূপ যজ্ঞসেন?

১ম ব্রাহ্মণ। শোন নাই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কথা?
এতক্ষণে এ শুভবারতা
দেশে দেশে ভেসে গেল আনন্দ-কল্লোলে!
ঘোষ-বাদ্যকরগণ ঘোষ-যন্ত্রযোগে
নগরের প্রতি পল্লীমাঝে
এইক্ষণে, এই মহামাঙ্গলিক কথা—
উচ্চরোলে করিল ঘোষণা;—
তাই শুনে নাগরিকগণে,
দলে দলে চলিতেছে মহা হৃষ্টমনে।
ভাল হ'ল, তোমরাও চল এই যোগে,
এ সুযোগে ঘুচে যাবে সমস্ত যন্ত্রণা।

অর্জ্জুন। ভাল, মহাশয়!
কুমারী কি এত রূপবতী?
এ সংসারে স্বয়ম্বর বিনা
মিলিবেনা তাঁর যোগ্যপতি?




১ম ব্রাহ্মণ। অপরূপ অলৌকিক হেন রূপরাশি—
চক্ষে আর কখন দেখনি!
হেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ
অনুপম এ জগতীতলে।
জগজ্জ্যোতি পূর্ণচন্দ্র নিস্কলঙ্ক ন'ন ;
কিন্তু মরি দ্রৌপদীর বদন চন্দ্রমা—
নিস্কলঙ্ক পূর্ণ ষোলকলা!
চক্ষু যার হেন চন্দ্র করেনি ঈক্ষণ,
বৃথা চক্ষু বৃথাই জনম তার।
বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির কৌশল,
করেছে পূর্ণত্ব লাভ কৃষ্ণার সৃজনে!
রাজকন্যা অযোনিসম্ভবা,
যজ্ঞসেন-যজ্ঞোদ্ভবা যজ্ঞবেদী মাঝে।
সেই অতুলনা ললনার কমগাত্র হ'তে,
নীলোৎপল ছুটিছে সৌরভ ক্রোশব্যাপী।
অনিন্দ্য-সুন্দর তাঁর যৌবন সম্পদ,
এ ব্রহ্মাণ্ড বিনিময়ে না হয় সুলভ।
কত শত যতব্রত পরম সুন্দর
মহারথ নৃপতি-নন্দন,
কন্যারত্ন লাভ হেতু
পরস্পর বিজিগীষু হ'য়ে
করিছেন আগমন উৎফুল্ল আশায়।
আমরা সে ভুবনমোহিনী অনুপমা
স্বয়ম্বরা দ্রৌপদীরে করি' দরশন,
প্রাণ মন চক্ষুদ্বয় করিব সার্থক!
নিরর্থক আর বসে কেন?
এসনা সকলে মিলে মাতি মহোৎসবে!
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সেই কন্যার বিবাহে,





আর কি এ দেশে দীন র'বে ?
ঘুচে যা'বে এ দেশের দারিদ্র্য-যন্ত্রণা !
তোমরাও দেবতুল্য অতুল্য লাবণ্যবান্,
তোমরাও নহ সাধারণ,
বীরোত্তম হেরি পরস্পরে।
শুনিয়াছি, সেই স্বয়ম্বর মহাসভাস্থলে,
আছে এক দুরানম্য দৃঢ়কায় ধনু !—
সে ধনুতে জ্যারোপণ করি'
পঞ্চবাণ করিয়া যোজনা,
যেই জন সচ্ছিদ্র সে ব্যোমযন্ত্র ছেদি'
মীনচক্ষু করিবে ভেদন,
তখনি দ্রৌপদীরত্ন পাবে সেই জন।
মহারাজ জাতি মান না করি বিচার,
প্রভূত ঐশ্বর্য্য সনে কৈবে কন্যাদান।
তাই বলি, ভগ্নোৎসাহ না হ'য়ে সুধীর !
যত্ন কর কন্যালাভ হেতু।
এই তব মহাভুজ—সমর-সাগর-সেতু—
মহা বলবান্ কান্তিমান্ হেরিলে অনুজবরে,
অন্তরে স্বতঃই জ্ঞান হয়,
দ্রৌপদী ইহাঁরি প্রণয়িনী ;
অবহেলে লক্ষ্যভেদ করি',
কৃষ্ণারত্ন যত্নে কণ্ঠে ধরি',
জগতের শীর্ষস্থানে কৈবে আরোহণ।
পুনঃ বলি, এস স্বয়ম্বরে,
তোমা হ'তে ব্রাহ্মণের মানরক্ষা হ'বে।
জয় জয় মহারাজ দ্রুপদের জয় !
জয় দেবী দ্রৌপদীর জয় !

(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)



যুধিষ্ঠির। শুনিলে ত' মা জননি, ব্রাহ্মণের কথা ?
অনাথ তোমার পুত্রগণ—
বিধির বিধান উপেক্ষিয়ে,
এত ভাগ্য, দ্রৌপদীরে পারে লভিবারে!
আবার পাণ্ডবগণ পূর্ণ-পরিচয়ে,
প্রকাশ্যেতে প্রকাশিতে পারে !
হা বাতুল ! মুষ্টিভিক্ষা মিলেনা যাহার,
তার পুনঃ রাজভোগ-আশা !

ভীম। যদি—সার্ব্বভৌম-সম্রাট ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির
স্বীয় বুদ্ধি-দোষে
বিভীষণ অগ্নিবাসে পারে পশিবারে,
পুনঃ নিজ বাহুবলে
অগ্নিদেবে করি পরাজিত—
দুরাত্মারে সমুচিত দিয়ে প্রতিফল,
অগ্নিক্ষেত্র হ'তে পে'তে পারে পরিত্রাণ ;
এ যদি সম্ভব, মানবের শক্তি-সিন্ধুনীরে
ডুবে যায় দু'টো রাক্ষসের মহাবল ;
যদি আজ অনাহারে মৃতপ্রায় হ'য়ে
"পথের কাঙ্গাল" ব'লে—রাজা যুধিষ্ঠির
ম্লানমুখে লোকালয়ে দিতে পারে পরিচয় ;
তবে সেই—
অনন্ত শক্তির খণি পাণ্ডুর সন্ততি,
বীরেন্দ্র পাণ্ডবগণ
অনায়াসে সমর-সাগর সুমন্থিয়ে—
পেতে পারে দ্রৌপদীরে চক্ষের নিমেষে !
দাদা, পাণ্ডবের এ দুর্দ্দশা ভোগ—
"বিধির বিধান" নয়, তোমারি বিধান !

যুধিষ্ঠির। প্রাণাধিক ! অতি সত্য তোমার বচন ;

আমি অতি হীন, অতি মূর্খ, অতীব অধম
নহে রাজপুত্র হইয়ে তোমরা
এত ক্লেশ কেন সহ্য কর ?
কার লাগি ভাইরে আমার ?
আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা ইষ্টদেবী
মহাপূজ্যা মা জননী—
রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে,
অন্নাভাবে কেনরে পথের কাঙ্গালিনী ?
সে কি মোর ভাগ্যফলে নয় ?
কিন্তু কি করিব ভাই !
ধর্ম্মের নিকটে—
অকপটে হইয়াছি আজন্ম-বিক্রীত।
ভাই রে ! কি করি বল্—
কিছুই উপায় নাই !
আমাদের সুখভোগ—
সেই জগদীশ হরি দীনের দয়াল
ইচ্ছাময়-ইচ্ছার অধীন !
তাঁর ইচ্ছা হ'লে,
অবশ্যই একদিন পা'ব সুখদিন !
হরি হরি ! দয়াময় ! দয়া কর দাসে!
অনাথ পাণ্ডবগণ জননীরে ল'য়ে
বড়ই বিপদে প'ড়েছে হে !
ঠাকুর ! বারেক চেয়ে দেখ,
কূল দাও অকূল পাথারে !

কুন্তী। হায় হায় ! বাপ্‌রে আমার !
এত কষ্ট ছিল কিরে এ পোড়াকপালে ?
হা পতিদেব ! হা রাজ-রাজেশ্বর !
ভবিষ্যতে এত দুখ আছে কিহে ব'লে,



স্ত্রী-পুত্রেরে পথে ফেলে—আগে চ'লে গেলে ?
কোথা আছ ? একবার চক্ষু চেয়ে দেখ,
পঞ্চপুত্র কোলে করি,
পথের কাঙ্গালী হ'য়ে পথে ব'সে কাঁদি !

ভীম। উত্তম, এ ভাল ;—
যন্ত্রণার অবসান-পন্থা দূরে ফেলে,
গলা ধরাধরি করি কাঁদাই উত্তম !
বলি, দাদা !
এ মোদের নূতন কি বল ?
পূর্ব্বস্মৃতি করি উদ্ভাবন,
অনর্গল অশ্রুজল দিয়ে
জ্বলন্ত এ চিতানল হ'বে নির্ব্বাপিত ?
এইরূপ পথে ব'সে আলস্য আবেশে
অরণ্যে রোদন করি' কি ফল বলনা ?
চল আগে নগরেতে,
নির্জ্জন নিভৃতে বাস নিরূপিয়ে—
জননীরে রাখি' সঙ্গোপনে,
স্বয়ম্বর-সভাস্থলে পশি',
দেখনা কি হয় দাদা পাণ্ডব কপালে !
সত্য সত্য অনাহারে আছি বলি'
নির্ব্বল কি ভাব দীন পদাশ্রিত ভীমে ?
অথবা দ্রোণের প্রাণ দেবেন্দ্র-প্রতিম
মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়
লক্ষ্যভেদে নহেন সক্ষম ?
যদি তব পদে থাকে মোর মতি,
জননীর শ্রীচরণ-ধূলি যদি পাই,
তবে আমি কাহারে ডরাই এ ত্রিলোকে ?
তাই বলি, অধোমুখে নাহি বোসে থেকে,



আশু এই মহাকষ্ট যাহে হয় দূর,
তার প্রতীকার করা সর্ব্বাগ্রে উচিত !

যুধিষ্ঠির। চল ভাই !—

(সকলের গাত্রোত্থান ; নকুল নেপথ্যাভিমুখে)

নকুল। দেখ দাদা, দেখ দূরে কেবা ওই জন
জ্যোতির্ম্ময় তেজঃপুঞ্জ কায় !
সুগম্ভীর অতি ধীর মন্থর-গমনে—
ভাবাবেশে আসেন এ দেশে ?

যুধিষ্ঠির। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন !
আহা, এত দয়া না থাকিবে যদি,
দয়াময় বোলে কেন তবে ডাকে লোকে ?

(বেদব্যাসের প্রবেশ)

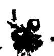
সকলে। সভক্তি বিনীতনতি ভগবান্ পদে !

বেদব্যাস। রাজ-রাজেশ্বর হও সবে !
ওমা কুন্তী দেবি !
রাজমাতা হ'য়ে মনসুখে
নিরুদ্বেগে বঞ্চ এ সংসার !

কুন্তী। ভগবন্ ! ও শ্রীমুখ হ'তে
অভাগিনী কুন্তীপ্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ
আর প্রভু, করোনা বর্ষণ !
এই বল, এই কর দেব !
পাঁচটি বাছারে রেখে,
যাহে তীব্র এ যন্ত্রণা হ'তে
ত্বরায় নিষ্কৃতি পাই ;
হরি হরি বোলে
প্রাণ যেন যায় অবহেলে !
দেখ প্রভু, নয়ন মেলিয়ে,

তোমার সে রাজ-রাজেশ্বর যুধিষ্ঠির
অনাথ এ ভাই ক'টি ল'য়ে,
পথের ভিখারী হ'য়ে পথে বোসে কাঁদে !

বেদব্যাস। স্থির হও মা জননি !
ওমা পুত্রবতি ! পুত্রপ্রাণা সতী-শিরোমণি !
ফেলোনা চক্ষের জল,
বৎসদের হ'বে অমঙ্গল !
আর কিছু দিন ওমা স্থির হ'য়ে থাক,
আসিছে সুখের দিন—
মা, তোমার রজনী বিগতপ্রায় !
কুগ্রহ আপন গৃহে করেছে গমন,
অচিরাৎ সমুদিবে সুখময় রবি
পাণ্ডবের হৃদয়-অম্বরে !
আমি সুনিশ্চয় সত্য-বাক্যে কহি,
আর অনাথের প্রায়
পথে পথে ফিরিতে হ'বেনা !
যেমতি গো রাজেন্দ্র-সম্মানে—
বিদায় লভিয়াছিলে প্রাসাদ হইতে
নগর বারণাবতে,
সেইরূপ পূর্ণমানে মাতঙ্গ-বিক্রমে,
সুবিরাট রাজেন্দ্র-সংক্ষুব্ধ—
ভয়ঙ্কর রণসিন্ধু করিয়া মন্থন,
জয়লব্ধ-রত্ন ল'য়ে ফিরিবে নগরে !
সেই হেতু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বিধি !
আমি ইহা প্রত্যক্ষ নেহারি যোগবলে ।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বীর লক্ষ্যভেদ করি',
পরাজিয়ে রাজন্ত-সমাজ,
রাজলক্ষ্মী দ্রৌপদীরে বরিবে অর্জ্জুন !



সুধাই এখন, বল দেখি মা জননি!
অপার এ দুঃখ-পারাবার,
পুরুষত্ব-বলে—
না করিলে ক্লেশে সন্তরণ,
হেন সুখময় কূল পে'তে কি কখন ?
দারুণ সংসার-চক্র সুখ দুখময়,
দুখ পরে সুবিমল সুখ—
এইরূপ ভ্রাম্যমান ভবের বিধান ;
তা'ত সবে জ্ঞানে মনে আছ মা বিদিত
বৃথা আর কালক্ষেপ নাহি করি' পথে,
চল সবে নগরেতে যাই,—
তথায় প্রচ্ছন্ন বেশে—
নগরের শেষে,
এক শ্রমজীবী কুম্ভকার-বাসে,
নিবাস কর গে ছদ্মভাবে।
আগামী ষোড়শ দিনে—
রাজকন্যা দ্রৌপদীর হ'বে স্বয়ম্বর।
শুদ্ধ সেই দিনে—
স্বয়ম্বর-সভার মাঝারে—এই বেশে
তোমরা পশিবে সবে ব্রাহ্মণ-সমাজে।
মধ্যে এই কয়দিন, নাগরিক-গৃহে—
ভিক্ষা করি, করিবে দিবসপাত।
দ্রুপদের অতিথিশালায়
প্রতিদিন যাতায়াত নাহি প্রয়োজন।
বৎস যুধিষ্ঠির!
এ আদেশ বিধিমতে করিও পালন,
অবশ্য ব্যাসের বাণী হইবে সফল!

যুধিষ্ঠির। শিরোধার্য্য মহর্ষি আদেশ!



বেদব্যাস। ওই শুন দূর-কোলাহল,—
আর এই স্থানে থাকা নহেক বিধেয়!
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

সখীগণের গীত।

পিলু-মুলতানী———ভর্‌তঙ্গ্‌।

সকলে প্রফুল অমল কমল-কোমল,
খেলিছে বিমল হাসি,
লহরে লহরে থরে থরে থরে
ঝরিছে সুধার রাশি।
১ম সখী। কুসুমে গঠিতা কুসুমে ভূষিতা
কুসুমের রাণী হাসে,
২য় সখী। কোথা তুমি অলি? 'সুধা দাও' বলি'
এসনা কুসুম-পাশে?
৩য় সখী। নবীনা-তরণী নবীন-তুফানে
হের হেথা ভেসে যায়,
৪র্থ সখী। নবীন কাণ্ডারি! ক'রোনাক দেরি,
ধর হে ধর হে তায়।
সকলে। প্রদোষ-কুমুদ আছে পথ চেয়ে.
কোথায় আছ হে শশি!
কোথা রসময়! হ'য়েছে সময়,
হও হে উদিত আসি।

সুহাসি। ওলো, আমাদের কনে কোথায় গেল ?

সুভাষী। ঐ দ্যাখ্ না জলে !

মোহিনী। হ্যাঁলা, কনে কি কখন থাকে জলে ?

সুভাষী। কোন কনে জলে—কোন্ কনে স্থলে !

দামিনী। ওর মানে কি ?

সুভাষী। মানে ? বুঝে দ্যাখ্ আপনার মনে ?

দামিনী। পোড়াকপাল তোমার বচনে ! বলি হ্যাঁলা সুভাষী ! তুই কবার কনে হ'য়েছিলি ?—

মোহিনী। কবারই বা স্থলে ছিলি—কবারই বা জলে ছিলি ?

সুভাষী। কবার্ জানিস্ ? যখন রাজকন্যার কোথাও সম্বন্ধের কথা হ'য়েছিল, তখন ছিলেম স্থলে ; আর এখন হ'বেন স্বয়ম্বরা, তখনি পড়েছি জলে ?

সুহাসি। কেন ? এর আবার মানামানের কথাটা কি ? দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হ'বেন বোলে কত দেশের রাজপুত্র আস্‌বেন, মনের মতন যাঁরে দেখ্‌বেন—তাঁর গলায় মালা দেবেন ? তাতে স্থলে জলের কথাটা কি হ'ল ?

সুভাষী। আ—আমার পোড়াকপাল ! তুই বুঝি এই মানে বুঝে ব'সে আছিস্ ? রাজকন্যা মনের মতন পুরুষ দেখ্‌লেই অমনি মালা বদল ক'রে কোনে হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী যাবেন ? ওলো, সুহাসি। তা হ'লে ত আগাগোড়াই স্থলের কথা ছিল ! এ যে বিশ-বাঁও জল ! গভীর জল ! জোয়ার ভাঁটাও খেলেনা, তলাও মেলেনা ! কেবল হাস্‌তেই শিখেছ, তলিয়ে ত মানে বোঝনা ? এই শোন ;—মহারাজা এই পণ ক'রেছেন, আকাশের মধ্যখানে একটা যন্তর অমনি আপ্‌না আপ্‌নি ঝুল্‌বে—

সুহাসি। আচ্ছা ভাই, আপ্‌না আপ্‌নি কেমন ক'রে ঝুল্‌বে ?

সুভাষী। ওলো সুহাসি ! এ যার তার কর্ম্ম নয়, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা না কি বিজ্ঞান না ফিজ্ঞানের কৌশলে সূর্য্যের আকর্ষণে সেই যন্তরটা আপ্‌না আপ্‌নি ঝুলিয়ে রাখ্‌বে।




সুহাসি। আচ্ছা ভাই, কথার উপর আর একটা কথা কই, রাগ করিস্‌নি। দিনের বেলায় না হয় সেই যন্ত্রর আপ্‌না আপ্‌নি ঝুল্‌বে, রাত্তিরে ত আর সূর্য্যের আকর্ষণ থাক্‌বে না?

মোহিনী। রাত্তিরে বুঝি নামিয়ে রাখ্‌বে?

সুভাষী। আ মরে যাই—মরে যাই! মোহিনীর কি বুদ্ধিখানি, যেন নির্ব্বুদ্ধির খণি! মন্ত্রী যদি কখন তোরে বিয়ে করেন, তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, রাজ্যে আসুমর বাড়বাড়ন্ত। ওলো, শোন্ শোন্! সূর্য্যের কি আর রাত্তির দিন আছে? ওঁর সমান টান্ নাকি পদ্মিনীটির উপরেও যেম্‌নি, পৃথিবীটির উপরেও তেম্‌নি। তারপর যা বলি শোন্;—সেই যন্ত্রের ঠিক্ মধ্যিখানে একটি ক্ষুদ্দুর ছিদ্দির থাক্‌বে; তারি ঠিক্ ওপরে একটা মাছের চোখ প্যাট্ প্যাট্ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে; তারি নিচে সভার মাঝখানে অর্থাৎ যেখানে সেই যন্ত্রের ছায়া পড়্‌বে, একটা মস্ত জলের থালা থাক্‌বে। যে কেউ সেই ছায়া দেখে এক সঙ্গে পাঁচটা বাণ ধনুতে যোজনা ক'রে সেই মাছের চোখ বিঁধ্‌তে পার্‌বে, মহারাজা তাকেই রাজকন্যা দান কর্‌বেন। বুঝ্‌লি হাবি বুঝ্‌লি?

সুহাসি। আচ্ছা সই, যদি কোন ইতর লোকেই লক্ষ্যটা বিঁধে ফেলে, তবেই ত সর্ব্বনাশ? মহারাজ ত পণ ওল্‌টাতে পার্‌বেন না, তা হ'লে আমাদের সখীর দশা কি হ'বে?

সুভাষী। এখন স্থলে জলের মানে বুঝ্‌তে পাল্লি?

মোহিনী। তাই ত ভাই কি হবে?

সুভাষী। ওলো, আর ব'সে ভাব্‌লে কি হ'বে? এটা ত ছেলেখেলা নয়; যে সে ইতর লোক কি সেই অদ্ভুত লক্ষ্য বিঁধ্‌তে পারে? এ সব বীরের কাজ। মহারাজ ত তাই চান্, দ্রৌপদী যাতে বীরপত্নী হ'ন, তারি ত এই আয়োজন! এখন এমন ক'রে ব'সে বাজে কথা কইলে কি হ'বে? রাজকুমারীকে ডেকে নিয়ে আয়। একটু আমোদ করা যাক্, তাঁরও মনটা ভাল থাকে।



দামিনী। আর ডাক্‌তে যেতে হ'বেনা, ঐ শোন বাজনা বেজে উঠেছে! অন্যান্য সখীরা রাজকুমারীকে নিয়ে আস্‌ছে।

(অন্যান্য সখীগণ পরিবৃতা দ্রৌপদীর প্রবেশ ;
সখীগণের গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ——————দাদ্‌রা।

তারে ভালবাসি ভালবাসি!
দেখা হ'লে রাখি বুকে পরকাশি' মৃদুহাসি।
সে ত কয়না কথা চায়না ফিরে,
তবে—ভাসি কেন আঁখিনীরে?
সাধে বাদ আপ্‌নি সেধে,—
শুধু—আব্‌ছায়া মত এসে ধীরে গেল ফিরে,
তারে বুকে রাখি—ভালবাসি!

সুভাষী। রাজকুমারি! প্রাণসখি! এমন মহানন্দের কালে তোমার মুখ-কমল মলিন কেন ভাই?

দ্রৌপদীর গীত।

কৌষিকী-কানেড়া——————আড়াঠেকা।

জানিনা কাহার হ'ব সই,
হৃদয়ে প্রতিমা গড়ি কল্পনার ভাবে রই!
ভাবীপতি ভাবনার,
বল সখি, হয় কার?
কাহারে পূজিয়ে প্রাণে ধরা দিয়ে ধরা লই?




কি হ'বে কি জানি বল,
সদা প্রাণ সচঞ্চল;
কি নামে বিকাব শেষে? এ বেদন কারে কই,
যে ল'বে তাহারি হ'ব?—দাসী কিম্বা মনোময়ী!

সখীগণের গীত।

কাফি——দাদ্‌রা।

এ জগৎ সদাই মিলন্‌ময়,
যেমন্‌ দেবের তেম্‌নি দেবী হয়।
তোমার মত তুমি পাবে, মনের মত মিলে যাবে,
হৃদয় মাঝে প্রেমে বসাবে,—
তখন মনে ক'রো দুখীর কথা,—
প্রাণের সনে প্রাণই কথা কয়!

সুভাষী। প্রিয়সখি! অকূল সমুদ্র, যত ভাব্‌বে, ততই তলিয়ে যাবে! ভাব্‌লে কি হ'বে? ভগবান্‌ অবশ্যই সুখের দিন দেবেন। আজ সকালে রাণীমা আমাকে আদেশ কর্‌লেন, কুমারী যেন কোনরূপ দুর্ভাবনা না ভাবেন; কেবল সুখের কথায়, সুখের চিন্তায় যেন দিন কেটে যায়। ভয় কি? দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে এই রাজপুরী আলো ক'রেছ; আবার তাঁদেরই আশীর্ব্বাদে কোন ভুবনমোহন রাজ-রাজেশ্বর তোমার প্রিয়তম বর হ'বেন। সিংহিনীর মান শৃগাল কি বুঝ্‌বে? তুমি অবশ্যই দেখ্‌বে রাজকুমারি, সেই অগণিত লোকপালের মধ্যেই কোন সিংহ-বিক্রম বীরশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্য বিদ্ধ ক'রে তোমাকে মহারাণী বোলে আদর ক'রে গ্রহণ কর্‌বেন!

(সহসা দ্রৌপদী চমকিত হওন)

এ কি এ কি ! রাজকুমারি ! হঠাৎ এমন ক'রে চোম্‌কে উঠ্‌লেন্ কেন ?

দ্রৌপদী। কি বলিব লো প্রাণ-স্বজনি !
কালি নিশীশেষে—
দেখিয়াছি অতি কুস্বপন !

সকলে। এঁ্যা, স্বপ্ন দেখেছ ? কি স্বপ্ন দেখেছ রাজবালে ?

দ্রৌপদী। সইরে ! সে ভয়ানক কথা !
আমার মনের ব্যথা মনেতেই থাক্,
সে কথা আমারি বুকে থাক্ চাপা থাক্ !

সুভাষী। এ কি সর্ব্বনেশে কথা সই ? তোমার মনের ব্যথা তোমাতেই থাক্‌বে ? আমরা তার ভাগ পাবনা ? আমাদের তোমার ব্যথার ভাগী কর্‌বেনা ? বল ভাই, আমাদের অনুগ্রহ ক'রে বল। স্বপ্ন দেখেছ,—এই কথা ! তা কি কখন সত্য হয় রাজনন্দিনি ? বল, এই পদাশ্রিতা দাসীদের বল,—নিশ্চয় সমস্ত ভার কমে যাবে।

সুহাসি। বল রাজনন্দিনি ! বল, আমাদের এমন ক'রে দগ্ধে মেরনা ! আমরা বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছি !

দ্রৌপদী। শুন তবে সখি !
দুরন্ত সে স্বপনের খেলা !
আজি রজনীর শেষে
নিদ্রাবশে আছি লো বিবশা,
স্বপ্নাবশে দেখিলাম অদ্ভুত ঘটনা !
অতি ঘোর স্বয়ম্বর-সভা !
অগণিত রাজমুখ চৌদিকে বিরাজে,
ঘোরতর বাদ্যধ্বনি ঘোর কোলাহল !
আমি তোমাদের মাঝে
সভাস্থলে আছি সমাসীনা,—
দেখিলাম রাজন্য-সমাজ

লক্ষ্য বিদ্ধে হইল অক্ষম !
ওহো, তারপর সেই সিংহকায় —
সকলে। তারপর তারপর !—
দ্রৌপদী। তারপর এক অতি তেজঃপুঞ্জশালী
সিংহসম বিরাট পুরুষ—ভিখারি কাঙ্গাল বেশে
অবহেলে লক্ষ্য বিদ্ধ করিল নিমেষে !
তারপর এক লম্ফে আসি'—
আমারে হৃদয়ে তুলি
ছিন্ন ভিন্ন করি সেই স্বয়ম্বর-সভা,
কত দূর দেশান্তরে ল'য়ে গেল মোরে !
তারা সখি, শত শত ভাই !
তার মাঝে পাঁচজনে আসি'
বলে মোরে করিল আশ্রিতা,
পাঁচজনে উপভোগ্যা করিল আমারে !
তারপর ? ওহো সই স্মরিলে সে কথা —
সকলে। বল বল হ'য়োনা নীরব !
দ্রৌপদী। অতঃপর শোন সখি !
অবশিষ্ট যারা ছিল,
তার মাঝে প্রধান যে জন,
আমা' প্রতি আরম্ভিল মহা অত্যাচার !
একদিন মহাক্রোধে অধীর হইয়ে
ছলে বলে কৌশলে ভুলায়ে স্বামিগণে—
দাসী পণে কিনিল আমারে !
বহু লোক—বহু জনমাঝে,
সবলে প্রহার করি,
মোর কেশপাশ ধরি—
উলঙ্গ করিতে মোরে
হুহুঙ্কারে ক্ষোটীবাস কৈল আকর্ষণ !

সিংহসম পঞ্চস্বামী মম,
অকস্মাৎ যেন, মন্ত্র বলে
দুর্ব্বল শৃগাল হ'য়ে
স্বচ্ছন্দে দেখিল বসি মোর অপমান!
হাহাকারে করিনু ক্রন্দন,
আঁখি-জলে বুক ভেসে গেল,
কিন্তু, কেহই এলনা মোরে করিতে রক্ষণ!
প্রাণ যায়—নাহিক উপায়—
দুর্জ্জন উলঙ্গ করে, হেনকালে সই,
যেন নীল-কমলে গঠিত,
চারু-আঁখি,—অপরূপ ঘনশ্যাম কায়—
ভুবন-মোহন—এক অতি সুন্দর পুরুষ,
কোথা হ'তে
আমার প্রাণের মাঝে আসি,
"ভয় নাই—
ভয় নাই" বলি,
দিল মোরে কত শত সুচিকণ বাস!
কোন মতে লজ্জা রক্ষা হইল আমার!

সকলে। উঃ কি ভয়ঙ্কর কথা!
তারপর তারপর সখি?

দ্রৌপদী। তারপর বিপক্ষ সে শত শত জন,
আমাদের ধনরত্ন বস্ত্র অলঙ্কার
সবলে কাড়িয়া ল'য়ে,
দেশ হ'তে বনবাসে দিল দূর ক'রে!
এক বস্ত্রে ভিখারিণী হ'য়ে
ভিখারি সে পঞ্চস্বামী সনে
বনে বনে আরম্ভিনু করিতে ভ্রমণ!
এইরূপে অনিদ্রায় অনাহারে—

কত দিন কত যুগ যেন,
অশ্রুর প্লাবনে ভাসি' কষ্টে কেটে গেল!
তারপর সব কথা হয়না স্মরণ,
কতই আবর্ত্তময় কতই জটীল
যেন ক্ষীণ মনে হয়,—
বিশ্ব যেন রক্তে ভরা রক্তের সাগর!
কত শত নরমুণ্ড—রক্তাক্ত কবন্ধ সনে
ভাসমান মোরা যেন শোণিত-প্লাবনে!
সে যে কি ভীষণ প্রাণান্তিক ঘটা,—
কি যে ঘোর যুদ্ধের হল্‌হলা!
কথায় কি প্রকাশিব সই?
রক্তস্রোতে হাবু ডুবু খাই,
প্রাণ করে হাঁপাই হাঁপাই,—
তারপর অকস্মাৎ স্বামিগণ সনে
যেন ডুবে গে'নু রক্তসিন্ধু তলে!
চৌদিকে রক্তের ছড়াছড়ি,—
গড়াগড়ি খাই রক্ত খেয়ে!
অকস্মাৎ দেখিলাম চেয়ে,
পঞ্চপুত্র যেন মোর ছিল কোলে শুয়ে,
আচম্বিতে হ'ল মুণ্ডহীন!
যেন এক দুরন্ত পিশাচ এসে—
পাঁচ কোপে—পাঁচটি ছেলের গলা কেটে,
উধাও হইয়ে উড়ে গেল,—
অজ্ঞান মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িনু ভূতলে!
তারপর জ্ঞান হ'য়ে দেখি,
রণ-সিন্ধু থম্ থম্ গম্ভীর স্থির,
নাহি আর রণ-কোলাহল,
যেন প্রলয়ের পরে—

নবীন জেগেছে ধরা!
শুধু আমি স্বামিগণ সনে
কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে আছি!
আর সবে শব হ'য়ে নিস্পন্দ শরীরে
চারিদিকে যেন প'ড়ে আছে!
তাহাদের ঘেরিয়া লো কাতারে কাতারে,
অশ্রু-পরিপ্লুতা—
কাতরা বিধবা কত ঘোর হাহাকারে
পরস্পর প্রিয়পতি পাশে
আছাড়ি পড়িল শুয়ে বক্ষে কর হানি!
তারপর মোর পতিগণ
কিছুদিন মোরে ল'য়ে করিল বিশ্রাম!
সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ—
কিছুমাত্র বুঝিতে না পারি!
অতঃপর শোন সখি;—
কি জানি কেন রে—
স্বামী ল'য়ে উঠিতেছি শৈল-শিরোদেশে,
অকস্মাৎ একটা বিকট কালরূপ—
কালমুখ করিয়ে ব্যাদান
ধাইল আমার পানে!
"রক্ষ রক্ষ" প্রাণনাথ বলি'
যেমনি দৌড়িনু বেগে
হঠাৎ হইল মোর চরণ স্খলিত!
মহাশূন্য হ'তে
পড়ি আমি পাতালের তলে,—
আচম্বিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল!
বল সখি কি করি উপায়!
আমার স্বপ্নের সেই কাতর চীৎকার

এখনো পশিছে কাণে—
এখনো জাগিছে প্রাণে দৃশ্য সমুদয়।

সুভাষী। কি ভয়ঙ্কর! কি সর্ব্বনেশে স্বপ্ন! শুভ বিবাহের সময়ে এত বড় অমঙ্গলের ভাব মনে আনাও যে বড় কুলক্ষণ সখি?

সুহাসি। তাই ত! কি হ'বে সখি? মহারাণীকে এ কথা ত জানান উচিত?

সুভাষী। বাপ্ রে! এ কথা আবার তাঁর কাণে তোলে? একে ত এ বিবাহের কি ফল দাঁড়াবে, তাই ভেবেই অস্থির! কে লক্ষ্য বিদ্ধ কর্‌বে—কেমন জামাই হ'বেন, এই ভেবে তাঁর প্রাণে এক তিলও সুখ নাই। তার উপর এ কথা শুন্‌লে কি রক্ষে আছে? যা আমরা জান্‌লেম, এ কথা—এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কাহিনী যা আমরা জান্‌লেম;—আর কেউ মুখেও এ'ন্‌ না—ঘুণাক্ষরে কারোর কাছে প্রকাশ ক'রনা।

দামিনী। প্রাণসখি! শান্ত হও,—মঙ্গলের দিনে চোখের জল ফেলোনা। স্বপ্নের কথা সত্য হয়? ভয় কি? সর্ব্বভয়হারিণী বিপদ-নাশিনী ভবানী আছেন। এত দিন ভগবান্ পশুপতির পূজা করে এলে,—তাঁর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই মনের মত পতি পাবে।

মোহিনী। তা বই কি? সর্ব্বমঙ্গলা নিশ্চয় তোমার মঙ্গল কর্‌বেন। এস, সকলে মনে প্রাণে তাঁরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভবানীর মন্দিরে গিয়ে ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা করি।

গীত।

দেশী-টোড়ি———মধ্যমান।

কূল দেমা কুল-কুণ্ডলিনি!
পাথারে পড়িয়ে ডাকে কাতরা নন্দিনী।
সংশয়ে আকুল প্রাণ,
কর মাগো পরিত্রাণ,
দ্রৌপদীরে পতি দেমা পশুপতি-রাণি;—
দেমা দে সুখের দিন দীন-নিস্তারিণি!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনাপুর—রাজোদ্যান)

শকুনি।

শকুনি। মিট্ মিট্ মিট্!
খুব বেশী চেঁচিয়ে চাবে না.—
অড্ চোখে,—কিম্বা এই চাওয়া-বোঝা ক'রে—
চাবে শুধু মিট্ মিট্ মিট্!
তবে এক কথা, যদি পদ্ম-আঁখি হয়,—
এই ধর, আমার মতন—
যদি লম্বা টানা—আকর্ণ-বিস্তৃত হয়,—
সব চক্ষু তথাপিও করোনা মেলন।
হাতে রেখে—একদিক টেনে—
ধীরে ধীরে—অপাঙ্গের ভঙ্গী ক'রে, চাবে!
বস্! সব কাজ ঘরে বোসে পাবে!
এ বিষয়ে, আমাদের চেয়ে
নারীর চাওয়াটা বড় ভাল!
ওরা কি চায়না? চায়, ধীরে—কোণ টেনে!
বস্—বস্!
ওই এক চাহনীর টানে
টেনে আনে বসুন্ধরা খানা।

কোণে বসে রাজ্য জয় করে!
এই দেখনা, আমার দুর্য্যোধন
এত বড় চোখে চেয়েছিল,—
তাতে কোন্ কাজ পেয়েছিল রে পাগল?
যেমন আমার মত—মোর শিক্ষা মত
চাওয়া-বোঝা ক'রে বাপু, অপাঙ্গে চাহিলে,
অমনি ত সব কাজ হাতে ব'সে পেলে!
বলি, ওই এক চাহনীর গুণে
গেল ত বারণাবতে সমাতৃ পাণ্ডব?
মোলো ত আগুনে পুড়ে?
ওই দেখ, অমনি প্রাণটা দ'মে গেছে!
আ মোলো! আবার একি জ্বালা?
যখনি তাদের সেই পোড়ার ব্যাপার
মনে পড়ে,
আমার প্রাণটা পোড়ে কেন?
দাঁড়াও—দাঁড়াও—গুণে দেখি!
হাঁ হাঁ বাবা,—
আমার মতন জ্যোতির্ব্বিদ্
নাস্তি—নাস্তি—আর নাই এ ভারত মাঝে!
খড়ি পেতে গুণে দেখি বাবা!

(খড়ির দ্বারা অঙ্কিত করিয়া গণনা করণ)

এই যে এই যে হাঁ হাঁ পশ্চিমের ঘরে—
সব ক'টা জড় হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!
ওই যে ওই যে পুরোচন—
গৃহদ্বারে অগ্নি দিয়ে গেল!
উঃ—দেখ দেখি অগ্নির কি তেজ!
বারুদের ঘর কিনা!

দাউ দপ্—দাউ দপ্—ধূ ধূ জ্ব'লে গেল।
অগ্নিশিখা উঠে জ্ব'লে জ্ব'লে!
হাহাকার ক'রে পাণ্ডবেরা পুড়ে মরে,
কট্ কট্ ফেটে গেল ভীমের মাথাটা,—
উলটি পড়িল কুন্তী'পরে।
যুধিষ্ঠির হাঁক পাঁক অর্জ্জুনের সনে;
পাষণ্ড নকুল সহদেব—
উভরায় ছোটে উভরোলে,
দুম্ ক'রে পড়িল জ্বলন্ত ভূমিতলে!
দেখেছ কি মজা!
ভীমটে গড়িয়ে পোড়ে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
ভীমটে গড়িয়ে পোড়ে!
দূর্ তোর হতভাগা মূর্খ পুরোচন!
বেশ দিলি, অগ্নি বেশ দিলি,
এক লম্ফে পলাইতে হয়?
তা না হ'য়ে—একি তোর সাধ?
পাণ্ডব কেমনে পুড়ে মরে—
ওখানে দাঁড়িয়ে দেখে?
হুস্ ক'রে—একটা হল্কা এসে
একেবারে ভস্ম ক'রে গেল!—
চীৎকার ক'রে মূর্খ হ'ল চীৎপাত,
এক দণ্ডে হইল নিপাত।
পুরোচন পুড়ে ম'রে স্বর্গে চ'লে গেছে!
তার আর নাহিক সন্দেহ;—
কারণ, সে কুরুদের কর্ম্মে প্রাণ দে'ছে।
আর পাণ্ডবেরা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
সব ব্যাটা ভূত হ'য়ে আছে!

যুধিষ্ঠির ব্রহ্মদৈত্য হ'য়ে—
বারণাবতের সেই
একটা প্রকাণ্ড তাল গাছে
পা ঝুলিয়ে বোসে আছে!
ভীমটে পিশাচ হ'য়ে ভাগাড়ে ভাগাড়ে
পেট ল'য়ে ত্রিশূল্যেতে মরে ঘূরে ঘূরে!
অর্জ্জুনটা বেলগাছে থাকে!
আর সে নকুল সহদেব?
সে দুটো, ক'টার পিছে কবন্ধ হইয়ে
অন্ধকারে—অন্ধকারে—থাকে ঝুম হ'য়ে!
এ ক'টারে নাহি ভয় আর,—
ভয় সেই কুন্তীটারে!
সে বেটী প্রেতিনী হ'য়ে
নিশ্চয় এ রাজপুরে ঘোরে!
ওখানে দাঁড়িয়ে কেরে? আ মোলো নড়েনা
কথা ক'না? কে তুই ওখানে?
ধপ্ ধপে সাদা বাস পরা—ও বাপ্ রে!
প্রহরী প্রহরী! আরে কে আছিস্ হেথা!
তবু ও নড়েনা?
সাদা—সাদা—আগাগোড়া সাদা!
ও বাবারে! কত বড় হ'ল?
আকাশে সটান্ ওর মাথা ঠেকে গেল!
নিশ্চয় সে কুন্তী বেটী প্রেতিনী হইয়ে
হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! ওরে দুঃশাসন!
আমি যে পেত্নীর হাতে মারা যাই বাবা?
ওরে আয়—ওরে আয়!
এখনো আসিলে রক্ষা হয়!

পেত্নীটা এগিয়ে আসে হাঁউ—মাঁউ—খাঁউ !!
পেত্নীটা এগিয়ে আসে হাঁউ—মাঁউ—খাঁউ !!!

(বেগে দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। মাতুল ! মাতুল ! একি !
কি কারণ ভয়াকুল কম্পিত শরীর ?

শকুনি। ও বাবারে—ও বাবারে,—
আবার মাতুল বোলে আসে !
আমি নই—আমি নই—
রক্ষা কর—দোহাই দোহাই !

দুর্য্যোধন। মাতুল—মাতুল !

শকুনি। কে তোর মাতুল ? আমি তোর ছেলে,
তোর ভাই আমার মাতুল।
দোহাই—দোহাই পেত্নী দেবি !
আমারে খেয়োনা—
টপ্ ক'রে মুখেতে ফেলোনা !

দুর্য্যোধন। একি সখা ! এ যে দেখি উন্মাদ-লক্ষণ !
অকস্মাৎ মাতুল উন্মাদ ?
সখা—সখা ! তুমি ডাক দেখি ?

কর্ণ। মাতুল ! মাতুল !
অকস্মাৎ একি তব ভাব বিপর্য্যয় ?
চেয়ে দেখ, এসেছেন মহারাজ নিজে ?

শকুনি। এঁ্যা এঁ্যা কি হ'বে কি হ'বে ?
একাই তোমারে রক্ষা নাই,
আবার এসেছ বাছা, ছেলে সঙ্গে ক'রে ?
এই কি উচিত ধর্ম্ম বাবা ?
আমি কি তোমার কিছু করেছি অহিত ?
তাই মোরে পেত্নী হ'য়ে

ভূতেরে লেলিয়ে দাও বাছা ?
আজ মোরে ছেড়ে দাও,
কাল সেই তালতলে গিয়ে
জোড়া জোড়া ম'ষ দিয়ে
পূজা দে'ব ষোড়শোপচারে।

কর্ণ। ওহো, এতক্ষণে বুঝিয়াছি মহারাজ!
মাতুল আমার
ভেবে ভেবে পাণ্ডবের হীন-ভবিষ্যৎ,
বিকৃত-মস্তিষ্ক আজি!
বাক্যেই প্রমাণ তার,—
এস সখা, একবাক্যে করি সম্বোধন।

সকলে। মাতুল—মাতুল!
চেয়ে দেখ সম্মুখে ফিরিয়ে,
এত ভীত ছার মৃত-পাণ্ডবের ভয়ে ?

শকুনি। রাম—রাম—রাম—রাম!!
ঝাঁকে ঝাঁকে ছেঁকে এসে ধরে!
দোহাই তোমার পেত্নী মাসি!
তুমি একা যা কর—তা কর।
ও গুলোরে লেলিয়ে দিওনা!
ভীমটে জীবন্ত-ভূত ছিল—
এখন সে মরে মহাভূত!
ওর দয়া ভাগাড়েও নাই।
কটা ম'ষ—কটা হাতী দিলে দয়া হয়,
এখনি সংগ্রহ করি মাসি,—
ছেলেপুলে সঙ্গে ক'রে পেট ভরে খেও!

দুঃশাসন। কি আপদ! একেবারে বেঁহুস অজ্ঞান ?
মামা, মামা!
একেবারে ক্ষেপে গেলে ?

ছি ছি ছি ছি ! কোথা ভূত—কোথায় প্রেতিনী ?
ফিরে দেখ—চক্ষু চেয়ে দেখ,
আমি তব দুঃশাসন—প্রিয় ভাগিনেয়,
প্রিয়তম সখা অঙ্গরাজ,
আর স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত !!

শকুনি। এঁ্যা—এঁ্যা—সত্য সত্য তুমি দুঃশাসন ?
না না—এটাও ভূতের মায়া !
ভাল, আগে অঙ্গুলিটা কামড়াও দেখি ?

(দুঃশাসন অঙ্গুলি দংশন করণ)

এঁ্যা—এঁ্যা—বটেই ত—বটেই ত !
ভো নারকীদেব !!
দূর্ তোর পোড়া মন !
হায় তোর ভস্মের কপাল !
বাবা—বাবা ? দুর্য্যোধন বাবা ?
ও আমার মুখেতে আগুন—
ও আমার মুখেতে আগুন,
একেবারে চক্ষু দুটো গেছে ?
বাবা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ?
আমি মরি ছার বৃথা প্রেতিনীর ভয়ে ?
বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক বাবা !

দুর্য্যোধন। হ'য়েছে কি ?
অকস্মাৎ কি কারণ মনের বিকার ?
কুন্তী—কুন্তী—ভীম—ভীম—
এ সকল কথা কেন মুখে ?

শকুনি। বলি বাবা, বলি বাবা, কথাটা কি জান ?
প্রদোষ-ভ্রমণে আজ রাজোদ্যানে এসে,
বারণাবতের সেই পোড়ার ব্যাপার

অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল!
ভাবিলাম, তোমরা হেথায় কেহ নাই,
দেখিনা কেমন ক'রে জননীর সনে
পাপাত্মা পাণ্ডবগণ মরেছে পুড়িয়ে!
তাই বাবা, খড়ি পাতি—গণনা ক'রিতেছিনু,
হঠাৎ মনেতে যেন এল,
ওই দূরে ধপ্‌ধপে সাদা-বাস পরা
কুন্তী যেন পেত্নীরূপে রয়েছে দাঁড়িয়ে!
এই কথা, নচেৎ কিছুই নয়;
তবু বাবা, কিঞ্চিৎ অন্তরে—
ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছিল—
ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছিল!
তা বাবা, হ'তেই পারে,
তা বাবা, হ'তেই পারে।
বয়স ত ক্রমেই এগিয়ে এল—
নিত্যই এমন ঘটে থাকে,
কে কোথা সংবাদ বল রাখে?

কর্ণ। তবু মামা, তোমার মতন কেহ নয়।
কে এত ভূতের ভয়ে হ'য়েছে উন্মাদ?
এত ভয়? একেবারে বেঁহুস অজ্ঞান?

শকুনি। তা বটে—তা বটে বাবা!
যাক্—যাক্—ও সকল কথা ছেড়ে দাও!
এখন এদিকে এস দেখি,
জ্যোতিষের চিত্র অঙ্কণের
কিরূপ পারদর্শিতা মামার তোমার?

কর্ণ। একি কাণ্ড! মহারাজ!
মাতুলের জ্যোতিষ গভীর গবেষণা—
অত্যদ্ভুত চিত্রাঙ্কণ—কর নিরীক্ষণ!



দুর্য্যোধন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—অতি চমৎকার!
কুরু-পাণ্ডব ঘটিত এই বিগ্রহ-ব্যাখ্যান,
ব্যাখ্যা করি দাও বুঝাইয়ে!
হে মাতুল!
অতুল কৌশলে তব পুড়েছে পাণ্ডব;
আবার তুমিই নিজে সে পাপ চিত্রণ
চিত্রিত ক'রেছ মরি বিচিত্র লেখনে।
তুমি নিজে বোঝাইলে যত ভাল হ'বে,—
আমাদের শুদ্ধ চক্ষে তত কি শোভিবে?

শকুনি। এই দেখ,—পুরোচন-কৃত—
বারণাবতের সেই শয়ন-ভবন।
পশ্চিমের ঘরে
এই দেখ ঘুমায় সকলে;—
নির্ভাবনা,—কোন চিন্তা নাই!
তোমাদের খুল্লতাতপত্নী কুন্তী দেবী—
ঘুমা'ন অম্লান মনে;—
ওই দেখ পুরোচন উঁকি দিয়ে দেখে!
দেখ দেখ ধীরে ধীরে আসার চলন,
আগেতে ভীমের পানে চাহে আড়্ চোখে!
বস্—বস্—নিঃসন্দেহ!
পুনঃ হের, জ্বলন্ত মশাল করে—
রৌদ্রমূর্ত্তি কালরূপধারী পুরোচন
গৃহদ্বারে লাগাল আগুন!
ধূ ধূ ধূ ধূ গৃহ জ্বলে গেল!
আবার এ ঘরে চেয়ে দেখ,
ভীমটে কেমন পোড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে!
ওই দেখ যুধিষ্ঠির ছোটে চতুর্দ্দিকে,—
জ্বলন্ত প্রস্তর খণ্ড পড়িল মস্তকে,




পপাত ধরণীতলে ;—
ওই দেখ দেখিতে দেখিতে
সব ক'টা ছাই হ'য়ে গেল !
কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়,
পুরোচন(ও) সেই সঙ্গে জ্বলে পুড়ে মোলো !
যবনের বুদ্ধি কিনা, কত ভাল হ'বে ?
ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে ?
দেখিতে দেখিতে—অট্টালিকা হৈল প্রজ্জলিত,
পালাবার পথ নাহি পেলে,
কাজেই তোমার কার্য্যে পুড়ে প্রাণ দিলে ?

দুর্য্যোধন। যাক্, সে কথায় নাহি প্রয়োজন,—
উপায় কি বল তার ?
যেমন আমার কর্ম্মে জীবন সঁপেছে,
আমার(ও) কর্ত্তব্য আমি ক'রেছি পালন,
তাহার সংসার ভার ক'রেছি গ্রহণ।

কর্ণ। কিন্তু সখা, মাতুলের চিত্র বলিহারী !
যেই কার্য্য পরিষ্কার মসৃণ প্রস্তরে
সুদুষ্কর কার্য্য-কুশলীর,
সে কার্য্য, অপরিষ্কার—
এ হেন কঙ্করাবৃত ভূমির উপরি
এমন সুন্দর চিত্রাঙ্কণ, বাস্তবিক
মাতুলের বিশেষ বিদ্যার পরিচয় !

শকুনি। হ'বেনা কেনরে বাবা, এ কেমন মাটী ?

কর্ণ। কেন, মাটীর আবার কিবা গুণ ?

শকুনি। কি বলে পাগল ছেলে ?
শুধু কি আমার গুণে এ চিত্রের শোভা ?
এতেও মাটীর গুণ বেশী চাই বাবা !

কর্ণ। ভাল ক'রে বুঝাইয়ে বল ?

শকুনি। এটা হয় পাণ্ডব-পোড়া-মাটী!

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

(উচ্চহাস্য ; প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। জয় হ'ক্ রাজ-রাজেশ্বর!
ছত্রবতী-নগরাধিপতি
মহামতি রাজা যজ্ঞসেন
প্রেরেছেন বার্ত্তাবহ ভবৎসকাশে।
অপেক্ষায় থাকিতে না চা'ন,
বলেন, বিশেষ প্রয়োজন।
কি আদেশ হ'বে এ কিঙ্করে?

দুর্য্যোধন। ল'য়ে এস সমাদরে পাঞ্চালেশ-দূতে,
রাজোদ্যানে অভিযোগ শুনিব তাহার,
যেবা হয় করিব বিচার।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান ও রাজদূতকে লইয়া প্রতিহারীর পুনঃপ্রবেশ)

রাজদূত। বন্দি' পাদপদ্ম কুরুরাজ!

দুর্য্যোধন। কি সংবাদ দূতবর?
প্রিয়বর পাঞ্চালেশ মহাত্মা দ্রুপদ,
সর্ব্বাঙ্গীন আছেন কুশলে?
বিরাজে ত পূর্ণ শান্তি রাজত্বে তাঁহার?
কুমার কুমারী তাঁর কুলের উজ্জ্বল
কুশলে আছেত বার্ত্তাবহ?
অহোরহ কুশল কামনা
করেন ত কুরুকুলে নৃপ যজ্ঞসেন?

রাজদূত। সস্তি—সস্তি—সমস্তই শুভ।
মহারাজ! শত ধন্যবাদ,
পাঞ্চালের সংবাদ গ্রহণে।

অধুনা যে অভিনব মঙ্গল-বারতা
ক'রেছি বহন রাজ-রাজেন্দ্র সমীপে,
গ্রহণ করুন মহাত্মন!
ছত্রবতী-অধিপতি মহামতি ভূপ,
একমাত্র প্রাণাধিকা দ্রৌপদী বালার
করিবেন শুভ-স্বয়ম্বরা,
লক্ষ্যবিদ্ধ পণ সুগ্রহণে।
আসমুদ্র-কর-গ্রাহী তুমি কুরুরাজ,
অধীনস্থ কুরুসখা—
কুরুগুরুগণ সনে,
স্বয়ম্বর সভা উজলিতে
যেতে হ'বে বৈবাহিক শুভ নিমন্ত্রণে;
এই হেতু প্রভু মম দ্রুপদ-নৃপতি
প্রেরেছেন আমন্ত্রণ লিপি।

(পত্র প্রদান)

দুর্য্যোধন। অতি প্রীত হৈনু আমি পাঞ্চালেশ প্রতি।
বৈবাহিক শুভ নিমন্ত্রণ
করিনু গ্রহণ দূতবর!
তব প্রভু অভিপ্রায় মত
সমস্তই কার্য্য হ'বে।
প্রতিহারী, ল'য়ে যাও পাঞ্চালের দূতে,
পানাহারে বিধিমতে করিবে যতন,
প্রদান' আরাম তাঁরে প্রশান্ত বিশ্রামে।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা রাজ-রাজেশ্বর!

(প্রতিহারীর সহিত রাজদূতের প্রস্থান)

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

আসমুদ্র-কর-গ্রাহী—আসমুদ্র-কর-গ্রাহী !
ও বাবাজী—ও বাবাজী !
শুনিলে ত কি বলিল পাঞ্চালের দূত ?
বলিবেনা ? অবশ্য বলিবে !
শতবার লক্ষ্যবার অবশ্য বলিবে !

দুঃশাসন। মাতুল আমার
এই ছোট কথা শুনে হেসেই আকুল ?
আসমুদ্র-কর-গ্রাহী—
এ কথা কি অধিক-রঞ্জিত ?
হস্তিনা-ঈশ্বর রাজ-রাজেশ্বর দুর্য্যোধনে
বলিলে জগদীশ্বর, অতি-উক্তি নয় !

শকুনি। আরে বাবা, আরে বাবা, তা আমি জানিনা ?
এ কথাটা কে বলিত চাঁদ !
আমারি কৌশল বলে
যদি না সে ক'টা পাপী পুড়িত অনলে ?

দুর্য্যোধন। যে সংবাদ প্রকৃতই স্নেহরসময়
আনন্দ মাখান—প্রাণময়,
তাহারে পশ্চাতে ফেলে
কি এক মিছার তর্কে মত্ত দুঃশাসন ?
স্বয়ম্বরে যেতে হ'বে ;
কহ অঙ্গরাজ !
কি ভাবে—কি বেশে যাওয়া আমার উচিত ?

কর্ণ। যেমন যে বেশে আছ ?
তুমি যাবে স্বয়ম্বরে,
সাজসজ্জা তোমার কি ইথে প্রয়োজন ?

শকুনি। মিছে নয়, যা বলেছ বাবা !
রাজ-রাজ-রাজ-রাজেশ্বর,
সম্রাট—সার্ব্বভৌমিক,

আসমুদ্র-কর-গ্রাহী একচ্ছত্রী তুমি,
তোমার আবার বেশ ভূষা ?
মিছে নয়, যা ব'লেছ বাবা !

দুর্য্যোধন। না না, তবু স্বয়ম্বর সম্বন্ধীয় কথা,
মনোহর বেশ ভূষা অতি প্রয়োজন !
যদিও আমার নাম(ই) উজ্জ্বল ভূষণ,
তথাপিও দ্রৌপদীরে নিয়ে নাকি কথা !

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
না বাপু, হাসালে তুমি।
চক্রবর্ত্তী সম্রাট থাকিতে স্বয়ম্বরে,
দ্রৌপদীরে বর খুঁজে নিতে হ'বে নাকি ?
যেমন তোমায়ে কৃষ্ণা দেখিবে সভায়,
ধেয়ে এসে মালা তুলে দেবে !—

কর্ণ। না মাতুল ! এ সেরূপ স্বয়ম্বর নয়,
এতে কিছু বীরত্বের আছে পরিচয়।
এও সেই মহারাজ্ঞী—ভানুমতী-স্বয়ম্বর প্রায়।
লক্ষ্য-বিদ্ধ-পণ
বিস্মরণ হ'লে কি মাতুল ?

শকুনি। শোন্‌রে ও বাপু দুঃশাসন !
একবার কর্ণের কথাটা কাণে শোন !
বাপু হে ! এটা কি বড় কথা ?
বীর বীর অতিবীর জগদেক-বীর
মহারাজ-অধিরাজ তোমার অগ্রজ
লক্ষ্যবিদ্ধে নহেন সক্ষম ?
হুঁঃ মরে যাই—বালাই গলায় বেঁধে !
বলি বাপু অঙ্গরাজ !
সে ব্যাপার দ্রুপদ কি সব ভুলে গেল ?
তখন ত তোমরা বালক ;

সেই যবে দ্রোণের দক্ষিণা শোধ দিলে—
দ্রুপদেরে হাতে পায়ে বেঁধে দ্রোণপদে ?
সে কথা কি অকস্মাৎ ভুলে গেল নাকি ?
লজ্জা নাই তার ? এখন আবার—
লক্ষ্যবিদ্ধ-পণে মেয়ে দেবে ?
দুর্য্যোধন ! চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক;
সেধে এসে পায়ে ধ'রে মেয়ে দিয়ে যাবে !
কেন ? কিসের তাহার স্পর্দ্ধা এত ?
হাঁ—রেখে দাও—রেখে দাও !—

দুঃশাসন। যা ব'লেছ মামা !
একবার দ্রুপদের স্পর্দ্ধা তেজ দেখ।
সত্যই ত ! ঠিক কথা তোমার মাতুল !
কৃতাঞ্জলিপুটে
পিতৃদেব-পাদপদ্মে করি প্রণিপাত,
সসম্ভ্রমে আপনি দ্রুপদ
দাদার বিবাহ হেতু সম্বন্ধ আনিবে,
তা না হ'য়ে স্বয়ম্বর—লক্ষ্যবিদ্ধ-পণ—
এ সকল চতুরতা কেন ?
সেই হ'বে—
মহারাজ দুর্য্যোধনে সেই কন্যা দিবে,
তথাপিও—হুঁঃ !—

কর্ণ। না হে দুঃশাসন !
ইহার ভিতর কিছু অর্থকষ্ট আছে,
যাজ-উপযাজ-মন্ত্রগুণে
পেয়েছে না দ্রোণান্তক ধৃষ্টদ্যুম্ন সুতে ?—
তাই তার এত দর্প এত অহঙ্কার !
ভাল ভাল—দেখা যাবে—
যদি কভু রণক্ষেত্র মাঝে

সে অধম পিতাপুত্রে এই হাতে পাই,
কর্ণ হ'তে সমুচিত সংশিক্ষা পাবে,
কুরুগুরু দ্রোণাচার্য্য কাছে,
আর বৃথা কষ্ট করি' যাইতে হ'বেনা ?

দুর্য্যোধন। যাক্—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন ;
নিমন্ত্রণ ক'রেছি গ্রহণ,
অবশ্যই স্বয়ম্বরে যেতে হ'বে মোরে।
মহাদর্পে বাহুবলে স্বয়ম্বর হ'তে
কুললক্ষ্মী আনয়ন,
এ কুলের বৈবাহিক প্রধান নিয়ম ;
তারপর আমার এ দ্বিতীয়-বিবাহ!
মনে পড়ে অঙ্গরাজ !
প্রাগ্‌দেশে প্রেয়সীর স্বয়ম্বর কথা ?
এও সেই মীনচক্ষু-বিদ্ধন ব্যাপার।
জরাসন্ধ নির্ব্বোধ পামর,
ভানুমতী-রূপ দেখে মোহান্ধ হইয়ে
সে সভায় হ'য়েছিল কিবা হাস্যাস্পদ ?
মহাকষ্টে ধনুহুলে গুণ দিল বলি',
নবোঢ়ার অর্দ্ধভাগ চেয়েছিল পাপী,
তেমনি উচিত শাস্তি পাইল তোমার কাছে !
তাই বলি, সে কথা ত জানেন দ্রুপদ ?
তবে পুনঃ হেন পণ কেন ?

দুঃশাসন। তাইত আমিও বলি দাদা ?
জেনে শুনে দ্রুপদের একি ব্যবহার !
অধুনা ভারতবর্ষে জানে সব রাজা,—
যেথানেই স্বয়ম্বর লক্ষ্যবিদ্ধ-পণ,
নরবর দুর্য্যোধন সেথানেই বর ;
কারণ, বীরেন্দ্র কর্ণ বান্ধব তোমার।

তবে তাও পুনঃ বলি,
এও তব বিবাহের মাত্র বারান্তর ;—
সোজাসুজী চুপি চুপি কভু হ'তে পারে ?
মহারাজ দুর্য্যোধন-উদ্বাহ ব্যাপারে—
একটা বিরাট কাণ্ড হ'বেনা ভারতে ?
ঘোর ঘনঘটা ছটা
ঘনীভূত হ'বেনা চৌদিকে বারবার ?

শকুনি। তা বটে ত—তা বটে ত!
জন্মে যার জয় জয়কার!
ভূমিকম্প—জলকম্প—সূর্য্যকম্প হ'ল,
আর হৃদ্‌কম্প ? সে ত ঘরে ঘরে!
উঃ—কার জন্মে হয় হেন বাপু ?
বলি, বুঝিলে ত রাজসখা!
বাবাজী আমার যবে লভেন জনম,
ভূমিষ্ট মাত্রেই—
বজ্রনাদে রাসভ-চীৎকার ক'রেছিল,
রাসভ-চীৎকার ক'রেছিল !!
তা'তে, স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে উঠেছিল!
তার শুভ বিবাহেতে
একটা প্রলয় কাণ্ডাকাণ্ড না ঘটিলে—
সে বিবাহ—বিবাহই নয়!

দুর্য্যোধন। যাক্—যাক্—শুন বলি সখা!
যদি কোনরূপে—ধর, দৈব-দুর্ব্বিপাকে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় পঞ্চবাণ—মোর হাতে,
তবে তার প্রতীকার কি হ'বে পশ্চাতে ?

কর্ণ। এই কথা ? এতে আর কি ভাবনা সখা ?
যদি কোনরূপে
অকস্মাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় হে তোমার,



আমি আছি পশ্চাতে তখনি।
অমনি করিব পণ সেই লক্ষ্যস্থলে,
মীনচক্ষু বিদ্ধ করি' দ্রৌপদী রতনে
তুলে দিব মহারাজ দুর্য্যোধন-করে।
ভানুমতী-স্বয়ম্বর কথা
ভুলে গেলে মিত্রবর ?
ভাল, এবারেও—
যদি আমি পরাঙ্মুখ হই ;
বীরকুল-শিরোমণি মাতুলের সনে
আছে তব শত সহোদর,
ভীষ্ম দ্রোণ কথা ছেড়ে দাও।
এ বিপুল কুরুপক্ষে ভাই,
যেইজন লক্ষ্যবিদ্ধে হ'বেন সক্ষম,
তখনি তোমারি প্রাপ্য তাহা ;
সুনিশ্চয় কহি আমি দ্রৌপদী তোমারি !

শকুনি। না না না না—
অত দূর যেতে হ'বে কেন ?
শোন বলি, কারো কষ্ট করিতে হ'বেনা ;
আমি একা সেই মাছ ধ'রে—
প্যাঁট্ ক'রে তার চোখ বিঁধে,
বউমারে জয় ক'রে
দিব তোরই করে বাবা, দিব তোরই করে !
তুমি বাবা, বর হ'য়ে—
বরের পোষাক পরে,
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ মাঝে,
চুপ ক'রে গম্ভীর মুখেতে ব'সে থেকো,
সব আমি ক'রে কর্ম্মে দেব।
হুঁঃ—আমার কৌশলজাল তারা ত জানেনা,

তাই এই করিয়াছে ছার আড়ম্বর !
সে মাছ আমারি জালে আগে পড়ে যাবে,
সে কথা কথাই নয়—যাক্ ছেড়ে দাও ।
এখন যে এক কাজ অন্যায় হ'তেছে ?
আমার বেহাই-বাড়ী,
তোমার শ্বশুর-বাড়ী হ'তে লোক এল,
তার সমাদর করা আগেত উচিত ?

সকলে । হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—উচিত—উচিত !!

কর্ণ । চল চল তাই করা যাক্ !—

শকুনি । দুর্য্যোধন বাবা ! তুমি কিছুই ভেবনা !
এমন ঘুরিয়ে জাল ফেলিব সেখানে,
বাড়ী শুদ্ধ সব প'ড়ে যাবে ।
ঝাড়াই বাছাই ক'রে তুমি নেবে দ্রৌপদীরে,
আর আমি ? এত কষ্ট করিলাম বাবা,
তোমার শাশুড়ীটিকে দিও মোর পাতে,
বড় উপাদেয় বাবা, বড় উপাদেয় !

(উচ্চহাস্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



(রাজ-কক্ষ)

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। দিনে দিনে দিন কেটে যায়—
নির্লেপ বাসনা কাম শূন্য অভিপ্রায়ে!
কি মমতা মায়াময়—
বিদ্বেষ কাঠিন্য পূর্ণ এ ছার সংসারে!
আসে, ভাসে, খেলা করে, পুনঃ ডুবে যায়।
কতক্ষণ তরে আশা? কতটুকু খেলা?
এ খেলায় প্রেম-প্রীতি কোথা?
যাহে—এত ব্যথা এতই বেদনা,
বুকে ক'রে তাই নিতে যাই?
আত্মত্যাগ বিশ্বত্যাগ ক'রে—
অন্তরের অন্তস্তরে লুকাইতে চাই!
ভাবি, যাবেনা—যাবার নয়!
একে একে জগতের সব চ'লে যাবে,
প্রলয়েতে হ'বে একাকার,—
কিন্তু আমি র'ব?
অক্ষয়—অবিনশ্বর—পূর্ণ সত্য সম!
এ সংসার-রণস্থল অতীব ভীষণ!
কোটী কোটী অক্ষৌহিনী সেনানীর মাঝে
কণা হ'য়ে রণস্থলে রণোল্লাসে আছি!
সর্ব্বদাই দেখিতেছি,
দলে দলে মৃত্যুরে করিছে আলিঙ্গন,

চৌদিকে মৃত্যুর কালছায়া!
এত দেখে তবুও ত শিহরে না প্রাণ?
মনে স্থির ভাবি,
ওরা সবে মৃত্যুর অধীন,
মরিতেই আসে রণস্থলে!
আমার পাশের সৈন্য হইল পতিত;
কিন্তু মোর ওই এক কথা,—
ও যাক্, যেতেই এসেছিল!
আমি চিরদিন র'ব, মৃত্যু মোর নাই!
হরি হরি! কবে জ্ঞান হবে জ্ঞানময়?

(পরিক্রমণ)

হায় হায়,
অকালে পাণ্ডব-রবি গেল অস্তাচলে,
ভগবতী কুন্তী দেবী সনে।
উঃ কি বিশ্বাসঘাতকতা!
আহা, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,
অধর্ম্মের কূট-কুমন্ত্রণা
তুমি কি বুঝিবে বৎস, সরল অন্তরে?
অহো, আগে যদি জানিতাম আমি
বারণাবতের কথা—ঘোর মিথ্যাময়
শকুনির ছলনায় ঢাকা,
তা হ'লে কি নির্ব্বিরোধ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে
মুক্তকণ্ঠে দিতাম বিদায়?
কি হ'ল—কি হ'ল! হায় হায়!
জেনে শুনে গজমতি-মালা
ফেলে দিনু চিতার অনলে?
জ্ঞাতিহত্যা? নরহত্যা? নারীহত্যা-পাপে—
জেনে শুনে কৈনু সহায়তা?

ধিক্ ধিক্ ধিক্‌রে আমায়!
জ্বল জ্বল অনুতাপানল!
সন্তাপিত এ পাপ অন্তরে—
নির্ব্বাপিত হইওনা আর এ জীবনে!
দানব পিশাচ—
ভীষ্ম যে মানুষ ব'লে দিবে পরিচয়!
হা পিতৃদেব!
অকৃতি এ দুরাত্মা সন্তানে
কেন দিলে ইচ্ছামৃত্যু বর?
বিনা শরশয্যা মাঝে মৃত্যু ত হ'বেনা?
কোথা রণ—কোথা শরশয্যা—কোথা আমি!
ওহো,
বহুদিন বহুদিন—থাকিতে হইবে,
বহুজ্বালা সহিতে হইবে!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। মঙ্গল হউক মহাত্মন্!
ভীষ্ম। আহা, দেখ দ্রোণাচার্য্য!
সুকুমারমতি সরল বালকগুলি,
আহা যবে সুধামাখা হাসে—
সুধামাখা আধ আধ ভাবে
আসিত আমার বুকে ধেয়ে,
কি বোলে তা জান?
পিতা বোলে—মধুমাখা-বোল পিতা বোলে।
আমার সংসার নাই—দারা পুত্র নাই,
জানিনা অপত্য-স্নেহ;—
কিন্তু তপোধন!
সে সময় সহস্র ধারায়

প্রাণের পবিত্র পুত্রস্নেহ—
উথলিত এ দগ্ধ অন্তরে!
একে একে পাঁচটিরে বুকে তুলি'
সহস্র চুম্বনে—
পরিতৃপ্ত হ'ত না হৃদয়!
যুধিষ্ঠিরে আগে যদি করিতাম কোলে,
ভীমার্জ্জুন অভিমানে সারা হ'য়ে যেত,
ফুলে ফুলে করিত ক্রন্দন!
অশ্বিনীকুমার চেয়ে
রূপস নকুল সহদেব,
দুই স্কন্ধে দু'জনে বসিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া— করতালি দিয়া
হাস্যের লহর তুলি'
গগণের পূর্ণচন্দ্র ধরিতে ধাইত!
আহা, আজ কত কথা উঠিতেছে মনে!
আচার্য্য হে! সে সুখের দিন—
চলে গেছে জন্মের মতন!

দ্রোণাচার্য্য। ভবাদৃশ মহাজ্ঞানী জন
কেন আজি চিন্তাক্লিষ্ট বিচঞ্চল মন?
ভাবিলে কি হ'বে আর?
নিজ কর্ম্ম ভুলে,
অগাধ জলধী-তলে—
আমরাই ফেলে দে'ছি অমূল্য রতনে!
এ অপেক্ষা আছে কিবা আর মনস্তাপ,
প্রাণের অর্জ্জুন সনে পাণ্ডুসুতগণে
অন্তিমের চিতানলে দিয়াছি বিদায়,
আমরা ত বসি দেব, সে রাজসভায়?
এখন আমি কি করি বল মহাত্মন্!

দুর্য্যোধন শতজালে জড়ায়েছে মোরে,
ভক্তি অর্থে কিনেছে আমায়,
বলিদান দেছে প্রাণ মম আত্ম'পরে!
আমি তার জীবনে মরণে
অগ্রগামী দেহরক্ষী প্রায়।
দুর্য্যোধন-অর্থে অন্নে প্রাচীন শরীর—
সুখে দুখে কোন মতে রক্ষা পায় প্রভু!
ভীষ্মদেব!
বল বল আমি কোথা যাব?
পিতা-পুত্রে হ'তেছি পালিত;
এই কৃতজ্ঞতা-পাশ—
আমি অন্নদাস হ'য়ে
কেমনে কি ব'লে দেব, ছিঁড়ি অবহেলে?

ভীষ্ম। ওই ত বিশেষ কথা,
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!
কিন্তু তপোধন!
শক্তি নাই আর,—
হৃদয়ের বল হারাইলে,
বাহুবল চ'লে যায় মনুষ্যত্ব সনে!
এখন সংবাদ কিবা?
চিরতরে পাণ্ডবের তিরোধান হেতু,
দুর্য্যোধন আদি শতভ্রাতা
কর্ণ ও শকুনি সনে
শান্ত হ'য়ে শান্তি ল'য়ে আছে ত সংসারে?
সমাতৃক পাণ্ডবেরে গৃহদগ্ধ করি'
কণ্টক সমূলে দূর করি'
রাজ-রাজেশ্বর হ'য়ে বসি' সিংহাসনে,
সবিশেষ প্রীতিলাভ করেত বাছনি?

দ্রোণাচার্য্য। নিরখিলে দুর্য্যোধন হর্ষোৎফুল্ল মুখ,
অনুমান তাই বটে।

ভীষ্ম। ভাল ভাল, তা হ'লেই হ'ল!
এখন এ কুরুকুল থাকিলে কুশলে,
ভীষ্মের যথেষ্ট সুখ তাই।
ওকি! কে আসে অদূরে?
কৃপাচার্য্য? আসুন আসুন দ্বিজোত্তম!

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কি সংবাদ আচার্য্য-প্রবর?

কৃপাচার্য্য। যে কুলে গাঙ্গের মহামনা
কুলরক্ষী, কুলোজ্জ্বল-কুলের শেখর,
সে কুলের কুশলতা বিধাতৃ-বিধান!
বিশেষতঃ—
দুর্য্যোধন-পালিত এ বিপুল সংসার—
সদাই কল্যাণময়, ক্লেশ লেশ নাই!
অধুনা হে কুরু-পিতামহ!
আছে এক উত্তম সংবাদ;—
এইমাত্র শুনিলাম দুঃশাসন-মুখে,
পাঞ্চালেশ দ্রোণ-সখা দ্রুপদ ভূপতি,
যজ্ঞোদ্ভবা দ্রৌপদী কন্যার
স্বয়ম্বরে পাত্রসাৎ করিয়া মনন,
প্রেরেছেন দূতবর দুর্য্যোধন কাছে—
স্বয়ম্বর-আমন্ত্রণ হেতু।
ছলনার সেতু আহা মহাত্মা শকুনি,
আনন্দেতে লুটপুটি খায় ভূমিতলে!
হেতু তার কি জানেন দেব?
দুর্য্যোধন?—

(অকস্মাৎ দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ! পাদপদ্মে করি প্রণিপাত।

ভীষ্ম। এস ভাই,
আমার প্রাণের ইচ্ছা হউক পূরণ।

দুর্য্যোধন। শুনেছেন আজিকার শুভ সমাচার?

ভীষ্ম। কোন্ বিষয়ক?

দুর্য্যোধন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কথা!
পাঞ্চালেশ প্রেরেছেন আমন্ত্রণ লিপি;
আপনার সনে—
কুরুপক্ষ ধনুর্দ্ধরগণে,
উপস্থিত হইবারে স্বয়ম্বর স্থলে।
এই তাঁর পণ;—
গগণ মাঝারে অবস্থিত—
সচ্ছিদ্র যন্ত্রের'পরি,
নির্দ্ধারিত মীন-আঁখি,
পঞ্চবাণ করিয়া যোজনা
যেই জন বিন্ধিবারে হইবে সক্ষম,
কৃষ্ণারত্ন পা'বে অবহেলে।
স্বয়ম্বর উপযোগী সজ্জা আড়ম্বরে
আমরাও হ'য়েছি সজ্জিত।
জনক জননী পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা,
এসেছি বিদায় ল'য়ে।
অশ্বারোহী পদাতিক আদি
বীরবৃন্দ বাহিনী আমার—
সুসজ্জিত, উল্লাসে উন্মত্ত রাজপথে।
অতএব আপনিও দ্রোণাচার্য্য সনে
সত্বর উঠুন রথে দেব!

ভীষ্ম। এ প্রাচীন কালে,
আর ভাই স্বায়ম্বর-সাজ সাজিবারে
প্রবৃত্তি বাসনা নাহি।
ঈশ্বর-প্রসাদে
শাস্ত্রবিৎ ধুরন্ধর তুমি;
উপযুক্ত গুণাকর সজ্জন সমূহে
সদা তুমি পরিবৃত;
সদলে গমন কর
পাঞ্চালের স্বয়ম্বর স্থলে।
আশীর্ব্বাদ করি,
সিদ্ধকাম হইবে তথায়।
দুর্য্যোধন। সে কি কথা পিতামহ?
অহোরহ শুভাকাঙ্খী আপনি আমার
আপনার পৃষ্ঠ-পোষকতা
মহামূল্য জ্ঞান করি আমি আজীবন।
বিশেষতঃ—
আপনি ত জানেন সর্ব্বতোভাবে,
স্বয়ম্বর সভাস্থল—অবশিষ্ট ফল
চিরকাল রণস্থলে হয় পরিণত?
জিগীষু বিবদমান—ভূপতি দ্রৌপদী-কাম—
লক্ষ্যবিদ্ধে হইলে অক্ষম,
শেষ ফল কি হয় অচিরে,—
একবার স্থির চিত্তে করুন বিচার?
সে সময় আপনার তথা উপস্থিতি—
কুরুপক্ষে—কিরূপ কল্যাণকর,
মুখে আর কি জানাব কুলগুরু?
কর্ণ। এ বিষয়ে আমি একমত
মহারথ মহারাজ দুর্য্যোধন মস্তে।

শকুনি। আমারো অমত নাই!
তবে কি জান বাপাজী!
বেশী কিছু প্রয়োজন নাই।
ওঁ হ'তে যে খুব বেশী কাজ পাওয়া যাবে,—
বিশেষতঃ স্বয়ম্বরে,
তা বড় হয়না মনে!
মাছ ধরা কথা বৈত নয়,—
তা—তা—ধ'রে দেওয়া যাবে।
তবে ওঁর সঙ্গে থাকা ভাল!
সঙ্গে থাকা ভাল!

ভীষ্ম। তা বটে ত—তা বটে ত।
বুদ্ধিমান বীর্য্যবান—
শকুনি মাতুল যার,
তার আর কি ভয় সংসারে?
তবে আর কথা কি তোমার দুর্য্যোধন?
মাতুল তোমার সঙ্গে সাথী!
ভয় কি তোমার ইথে?
কারু আর নাহি প্রয়োজন,
ওঁর সঙ্গে তুমি একা যাও!
তা হ'লেই রাজা যজ্ঞসেন,
আরাধনা করি অর্দ্ধ রাজত্বের সনে—
তোমারেই রাজকন্যা করিবেন দান!

শকুনি। তা এখন—আপনার মুখে
এ কথাটা শোভে ভাল বটে!
কারণ, বয়স বেশী!
আর—সহজ কথায় উপহাস?
তা—তা—আপনারি সাজে!
কারণ বয়স বেশী! তা'তে পিতামহ!

তবে—কি জানেন ?
ঘরে বোসে পৌত্রবধূ নিয়ে খেলা করা—
এ বয়সে তাই ভাল সাজে।
যুদ্ধ ক'রে নাতিবধূ আনা—
বিশেষতঃ স্বয়ম্বর হ'তে,
তা বড় ভীষ্মের হাতে হয়না সুবিধা !
কাজ কি এমন গোলমালে ?
। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ সত্য নাকি ?
স্বয়ম্বরে ভীষ্মের এ প্রথম গমন—
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ সত্য না কি ?
ভাল—ভাল !
এ কথা নূতন বটে পশিল শ্রবণে !
দেখ বাপু, সুবল-নন্দন !
আমার স্বভাব নয় আত্মশ্লাঘা করা,
তবে নাকি বৃদ্ধ ব'লে কৈলে উপহাস,
কাজেই বলিতে হ'ল !—
দেখ বাপু, এই কুরুকুলে
যতগুলি কুল রক্ষা করা হ'য়েছিল,
সব(ই) এই ভীষ্ম হ'তে।
ঘোর ঘনঘটা অপরূপ—
কাশীরাজ স্বয়ম্বর-সভাস্থল হ'তে,
অগণ্য রাজন্যবর্গ পূর্ণ বিদ্যমানে—
আমি একা, এই বৃদ্ধ শান্তনুনন্দন,
কেবল একটি ভাবে তিনটি কন্যারে
এই দু'টি বাহুর সহায়ে—
এনেছিনু এই কুলে কুললক্ষ্মী করি !
তারপর কুন্তী মাদ্রী রাজকন্যা দু'টি
আমিই আনিয়াছিনু—

স্বর্গগত প্রিয় বৎস পাণ্ডুর কারণে!
অধিক কি বলিব শকুনি,
আমি যাঁর একমাত্র প্রাণের সন্তান,
সেই মহাত্মা দেবেন্দ্রপূজ্য শান্তনু সম্রাট্—
বুঝেছ? আমার পিতা তিনি!
আমি পুত্র হ'য়ে
তাঁহারো বিবাহ দিয়াছিনু!
তবে তোমার ভগিনী—সুবলনন্দিনী
রাজলক্ষ্মী গান্ধারী মাতারে
আমি বটে আনি নাই স্বয়ম্বর হ'তে;
তুমি পিতৃআজ্ঞা মতে আপনি আসিয়ে
প্রাণাধিক ধৃতরাষ্ট্র করে
করিয়াছ ভগ্নীদান!
এ বিষয়ে আমা হ'তে কৃতিত্ব তোমার,
এ আমি স্বীকার করি! আর সেই হেতু
আজ তুমি দুর্য্যোধন-মাতুল হইয়ে
আমার প্রণম্য হ'য়ে আছ।

দুর্য্যোধন। আঃ—চুপ কর মামা!
অপরাধ করুন মার্জ্জনা পিতামহ।
আপনার বীরত্বের খ্যাতি
নিরন্তর ভাতে এ ভারতে;
কৌশলী মাতুল মম জানেন সকলি।
আপনারে উত্তেজিত করিতে কৌশলে,
ব্যঙ্গ-ভাষ করিলা প্রয়োগ।
আপনি যথায় মহাত্মন্!
তথায় কি ঘটে গোলযোগ?
আপনি সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষক,
পৃষ্ঠরে পোষক—

অদ্বিতীয় অতুল-সহায়!
শ্রীচরণে ধরি,
ক্ষমা কর পদাশ্রিত দীন দুর্য্যোধনে!

শকুনি। (জনান্তিকে)
দেখ দেখ, ও বাবাজী দুঃশাসন!
দুর্য্যোধন-আচরণ দেখ একবার!
সাধে বলি,
ওই বুড়ো পাণ্ডব পাণ্ডব ক'রে মরে!
পায়ে পড়ে, তবু বুড়ো চ'খে নাহি দেখে।

দুঃশাসন। ওই ত উঁহার দোষ!

ভীষ্ম। এস ভাই, বুকে এস,
বুকের রতন তুমি নয়নের তারা।
তুমি মোর রাজ-রাজেশ্বর,
আমি প্রতিপাল্য প্রজা তব,
আজ্ঞাকারী সদাই তোমার।
সুখে দুখে সম্পদে বিপদে,
একমাত্র অর্দ্ধভাগী আমিই তোমার,
তব কার্য্যে প্রাণ বিকায়েছি।
শ্রীহরি স্মরণ করি,
চল সবে স্বয়ম্বরে যাই!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(নগরপ্রান্ত—কুটীর)

কুন্তী ও কুম্ভিনসী।

কুম্ভিনসী। ওগো বাছা, এমন ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে ক'দিন আর সংসার চালাবে? নিজে ত ভিক্ষায় যাওনা, তা না যাও নেই নেই,—অমন সোণারচাঁদ পাঁচ পাঁচটি ছেলে তোমার; পাঁচমুঠো ক'রে এক একজনে আন্‌লে তোমার অন্ন খায় কে বাছা?

কুন্তী। কি ক'র্‌ব মা? ছেলেরা ত আমার বাধ্য নয়? এক সঙ্গে কেউ ভিক্ষায় যেতে চায় না। বড় ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে বলে, "মা, হবিষান্ন, এক বেলা আহার; এক জনে এক গৃহস্থের ভিক্ষা আন্‌লেই আমাদের ক'জনের বেশ পেট ভ'রে যায়; দিন কেটে গেলেই হ'ল,—সঞ্চয় কত্তে ত হ'বেনা?" কি করি বল বাছা, বড়টি যা পায়, তাই নিয়ে আসে। তবে মেজোছেলেটি কিছু আহারপ্রিয়! ওকে অর্দ্ধেক ভাগ দিয়ে, বাকী আমরা ক'জনে ত্ব'মুটো গালে দিয়ে কোনরূপে দিন-পাত করি!

কুম্ভিনসী। তা বেশ ত! মেজোছেলেটি যেমন আহারপ্রিয়, তেমনি ত বলবান। ও একাই মনে ক'ল্লে রাজ্যময় ঘুরে স্তূপাকার ভিক্ষা আন্‌তে পারে; তা ও ছেলেটি ত দেখ্‌ছি ঘর থেকে নড়েনা, রাত্তির দিন শুয়ে থাকে! রাগ ক'রোনা বাছা, আমার আশ্রয়ে এসে প'ড়েছ, ভালবাসি ব'লেই বল্‌ছি, অমন যুবা বেটা-ছেলের এত আলিস্যি ভাল দেখায় না বাপু!

কুন্তী। কি কর্‌ব মা? গোড়ায় ত বলেছি, বাধ্য নয়! ওদের স্বভাবই ঐ রকম। ঘর থেকে নড়্‌তে চায়না।

কুম্ভিনসী। কষ্টও সেই জন্যে পাচ্চে! এই যে রাজার মেয়ে স্বয়ম্বরা হ'বেন, আজ ষোল দিন ধ'রে কি কাণ্ডই না নগরে হ'চ্ছে! আমোদ রাখ্‌বার আর জায়গা নেই। একটি দিনের জন্যেও কি রাজ-বাড়ীতে যেতে নেই? তিনি কল্পতরু, তাঁর অবারিত-দ্বার। ভিকিরী কাঙ্গাল আর দেশে নেই। দু'হাতে ব'য়ে আন্‌তে পাচ্ছেনা—এত জিনিষ পত্র! যে যা চাচ্চে—তাই পাচ্চে! তা হ'ক্‌না, পাঁচ ভাই সেখানে গিয়ে যদি একবার হাত পাতে, তা হ'লে যে চিরজীবনে আর ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়না! এই যে যা হ'ক আমাদের হাঁড়ীর ব্যবসাটি! এতকাল কষ্টে স্বষ্টে দুটো পেট চালিয়ে এলুম। এই দেখ্‌ছনা,—কোন ভাবনাই আর থাক্‌বে না! আমার কর্ত্তাটি মাটীর বাসন কোসন অসুমর যোগাচ্ছেন—তবু পেরে উঠ্‌ছেন্‌না, এক গুণের জায়গায় দশ গুণ দর বাড়াচ্ছেন; কত রাস্তার ইতর লোককে ধ'রে কাজ হাঁসিল ক'চ্ছেন। তোমার ছেলেগুলি ঘরে ব'সে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাক্‌বে? বেশ ত! গতর আছে, স্বচ্ছন্দে কর্ম্মশালায় গিয়ে মাটীর কাজ ক'ল্লেও ত ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়না?

কুন্তী। তাই ত বাছা, ভাল কথাই ত বল্‌ছ বাছা! কিন্তু ছেলেরা আমার যেমন অবাধ্য, তেম্‌নি কুঁড়ে! আমার পাঁচটি পাঁচ রকমের, ওদের ঘুমই কাল হ'য়েছে,—খাট্‌তে চায় না! বড়টি আমার বড় শান্ত, কথাও খুব শোনে; কিন্তু হ'লে কি হ'বে? রাত্তির দিন বাছা আমার পূজো আর পড়া নিয়েই থাকে। মেজোটি যেমন একগুঁয়ে—তেম্‌নি মোটাবুদ্ধি! ওকে কোথায় পাঠাতেই আমার ভয় করে। মিছি মিছি ঝগ্‌ড়া ক'রে আগে মেরে বসে! সেজোটি আমার না মানুষ—না পাগল! ও রাত দিন ঘরের কোণে ব'সে কি মাথামুণ্ডু ভাবে ঐ জানে,

সাত চড়ে কথাটি নেই, তার ওপর লেখা পড়াও—কিছু শেখেনি ; কি বল্‌তে কি বল্‌বে—বুঝতেই পাচ্ছ ? কোলের ছেলে দু'টি আঁচলে আঁচলেই ফেরে, ওদের কোথা পাঠাতেই আমার ভরসা হয় না ! নিতান্ত শিশুবুদ্ধি, নগরের পথ ঘাট চেনে না—কোথায় হারিয়ে যাবে মা ? আমার অদৃষ্ট যেমন, তেম্‌নি ত হ'বে ? তাই মা, এই কাছাকাছি কোন গৃহস্থের বাড়ী থেকে ঐ বড় ছেলেটিই যা দু'মুটো পায়, এনে দেয় ; তাই পাকসাক ক'রে বাছাদের ধ'রে দিই !

কুন্তিনসী। তা হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে ঘর ? প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাওনা—কেবল চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদ ! আজ তোমাকে বল্‌তেই হ'বে বাছা ! বলনা ? দুঃখী কাঙ্গালী ব'লে কি পরিচয় দিতে নেই গা ?

কুন্তী। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর মা ? পরিচয়ের কথা হ'ত, অবিশ্যি বড় মুখ ক'রে পরিচয় দিতেম ? আমরা বড় দুঃখী, বড় কাঙ্গালী !

কুন্তিনসী। আহা, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি ! তবু ত এক জায়গায় ঘর বেঁধে ছিলে, এক জায়গায় থেকে ত এই ক'টিকে মানুষ ক'রেছ ?

কুন্তী। তা কি তুমি চিন্‌বে মা ? সে দেশের নাম বারণাবত !

কুন্তিনসী। ওমা ! বারণাবতের কথা শুনিনি ? সেই যেখানে পাণ্ডবরা বেড়াতে এসে পুড়ে ম'লো ত ?

কুন্তী। হ্যাঁ মা হ্যাঁ, এই পোড়াকপালীর ঘর সেইখানেই ছিল ! তাঁদের বাড়ী ঘর দোর পোড়াতেই ত আমারও কপাল পুড়্‌ল ?

কুন্তিনসী। কেমন ক'রে মা কেমন ক'রে ?

কুন্তী। আর বাছা, কি বল্‌ব, তাঁদের বাড়ীর পেছনেই আমার ঘর ছিল। যে রাত্রে সেই রাজবাড়ীতে আগুন লাগে, সেই আগুনের হল্‌কায় আমার কুঁড়ে ঘর বৈত নয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলে গেল ! তবে তাঁরা সব পুড়ে ম'লেন, আমি কোন উপায়ে ছেলে ক'টিকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌লেম ;

তাইতেই প্রাণে প্রাণে বাঁচলেম বটে, কিন্তু পথের কাঙ্গাল হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়লেম, দয়া ক'রে ঠাঁই দিয়েছ বাছা! তোমার গুণ কি জন্মেও—ভুলতে পারব মা?

কুম্ভিনসী। তা হ্যাঁগা, পাণ্ডবদের কি রাজমাতা কুন্তীকে দেখেছ?

কুন্তী। ওমা, কুন্তীদেবীকে দেখেছি বৈ কি? আহা, অমন মানুষ কি হয়? এ হতভাগিনীকে বড় ভালবাসতেন! তবে রাজাদের ভাল ক'রে দেখিনি! হ্যা, দেখ মা, তুমি যদি একটি কাজ কর, আজ রাজকন্যার স্বয়ম্বর। তোমার কর্ত্তা যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার এ পাগল কটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান,—তা হ'লে বাছাদের স্বয়ম্বর দেখাও হ'বে, আর তাঁর কৃপায় যথেষ্ট ভিক্ষাও মিলবে। মা, অনেক উপকার ক'রেছ, যদি এ উপকারটিও কর।

কুম্ভিনসী। ওমা, এ আবার কথাটি কি? তিনি ত আর একটু পরেই রাজবাড়ীতে যাবেন, তা বেশ ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন? তবে ছেলেগুলিকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া ভাল, তা এখনি তাঁকে ডেকে আনৃচি। ওমা, ভাল কথা মনে পড়েছে, এই ক'দিন এসেছ, গোলমালে তোমার নামটি জিজ্ঞাসা ক'ত্তে ভুলে গে'ছি, তোমার কি বোলে ডাকৃব বাছা?

কুন্তী। আমার নাম? আমার আবার নাম কি মা? তবে লোকে আমাকে "কঙ্কণের মা" বোলে ডাকে, আমার বড় ছেলের নাম কঙ্কণ।

কুম্ভিনসী। আচ্ছা, তুমি ব'স, আমি কর্ত্তাকে এখানেই ডেকে আনৃছি।

(কুম্ভিনসীর প্রস্থান)

কুন্তী। (ধীরস্বরে)
যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। মা!

। বাবা, খুব সাবধান! যেমন তোমরা যে নামে যে চরিত্রে আছ, ঠিক্ যেন সেই ভাবই দেখান হয়। আজ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের শেষদিন; কুম্ভকারের সঙ্গে পাঁচ ভায়ে মিলে আজই তথায় যাত্রা কর, অবশ্যই প্রচুর ভিক্ষা মিল্‌বে। দুর্য্যোধনাদি কুরুর দল সকলেই তথায় উপস্থিত থাক্‌বেন, ভীমার্জ্জুনকে খুব সাবধান! এখন ঘরে যাও। কুম্ভকার এখানে আস্‌ছেন, ডাক্‌লেই আস্‌বে, ঠিক্ ঠিক্ ভাব প্রকাশ ক'র।

যুধিষ্ঠির। যথা আজ্ঞা মা জননি!

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান এবং কুম্ভিনসীর সহিত কুম্ভকারের প্রবেশ)

কুম্ভিনসী। আহা, বেশ মানুষটি! এত কষ্টে পড়েছে, তবু—মুখখানিতে হাসি যেন ঢল ঢল ক'চ্ছে! ওগো, কঙ্কণের মা! এই কর্ত্তা এসেছেন। অমন ক'রে ঘোম্‌টা দিয়ে থাক্‌লে এখন কাজ পাবেনা। বলনা, তোমার কি কি বল্‌বার আছে বলনা?

কুন্তী। আমি আর কি জানি মা? দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছ,—তাইতেই কৃতকৃতার্থ হ'য়ে আছি।

কুম্ভিনসী। আহা না না, সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিনা। তোমার ছেলে-গুলিকে স্বয়ম্বর দেখাবার কথা বল্‌ছিলে না? তা, এই কর্ত্তা এসেছেন, বলনা?

কুন্তী। বাবা, আমার ছেলেগুলি মানুষ নয়, ওদের সেই কোলাহলের মধ্যে পাঠাতে আমার ভরসা হয় না। তুমি যদি কৃপা ক'রে রাজবাড়ীতে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও,—আর যদি কিছু পাইয়ে দাও, তা হ'লে এ কাঙ্গালদের বিশেষ উপকার করা হয়।

কুম্ভকার। তা বেশ ত, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, তার আর কথাটা কি? তোমাদের এ সামান্য উপকারটি আর আমা হ'তে হবেনা? তাদের ডাক, বেশ ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যাব এখন।

কুন্তী। চিরজীবী হও বাবা, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর। কঙ্কণ! কঙ্কণ!

ভাইগুলিদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস ত বাবা? কুম্ভকার মশাই ডাক্‌ছেন।

(ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ)

এই বাবা আমার পাগল ছেলেগুলি!

কুম্ভকার। তোমাদের নামগুলি কি?

কঙ্কণ। আজ্ঞে আমার নাম কঙ্কণাচার্য্য, আমার পিতার নাম পাণ্ডুরাম সার্ব্বভৌম, পিতামহের নাম বিচিত্ররাম বিদ্যালঙ্কার, প্রপিতামহের নাম শান্তরাম ন্যায়চঞ্চু, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম—

কুম্ভকার। না বাপু, আমি তোমার বংশাবলীর পরিচয় চাচ্ছিনা। তোমার আর তোমার এই ভাইগুলির নাম কি?

কঙ্কণ। বিলক্ষণ মশাই! আগে বংশাবলীর পরিচয় দিয়ে তবে অন্য কথা, কেননা শাস্ত্রে বল্‌ছে—

বিজ্ঞায় নামাপ্যপি যঃ পিতৃণাং
ন বক্তি বিজ্ঞঃ খলু জীবলোকে।
তস্যোদরাভ্যন্তরবাতমন্নং
ভবেন্ন জীর্ণং পরিপাকদোষাৎ॥

অর্থাৎ—যে বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজ পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম জানিয়াও লোক সমাজে প্রকাশ না করেন, নামগুলি উদরাভ্যন্তরে থাকায় পরিপাক দোষ জন্মাইয়া ভুক্তান্ন জীর্ণ হইতে দেয় না, বস্তুতঃ—সে গ্রহিণী রোগে পঞ্চত্ব পায়—কিনা ম'রে যায়।

কুম্ভকার। রেখে দাও তোমার শাস্ত্র! সোজাসুজী নামের কথা হ'চ্ছে, এতে শাস্ত্র এসে পড়ে কেন? তোমার এই ভাইগুলির নাম কি?

কঙ্কণ। ও, আমার এই সহোদরগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন? তা অধুনা আমার অনুজ সম্প্রদায় ভবৎসকাশে বিদ্যমান,—পারস্পরিক ধারাবাহিক নামাবলী পরস্পরের মুখেই শ্রুত হউন, কেননা শ্রুতি বল্‌ছেন—

বৃহদারণ্যার্চ্চিকে পংক্তিশ্ছন্দটা একবার শুনুন;—

যেষামাখ্যা হো স্বৈঃ স্বৈ মুখৈ র্বিজ্ঞাপ্যন্তে
শ্রূয়ন্তে চ শ্রোতৃভি র্যোম্।

অর্থাৎ—নাম জিজ্ঞাসু মহাত্মাগণ স্ব স্ব মুখ হইতে নাম শ্রুত হইবেন এবং বক্তৃগণও স্ব স্ব মুখে স্ব স্ব নাম প্রকাশ করিবেন।

কুম্ভকার। ও বাবা, এ যে অতি-বড়-পণ্ডিত দেখ্‌তে পাই! কথায় কথায় শাস্ত্র! ও বাপু, তোমার নিজের মুখ থেকেই শুনি, তোমার নাম কি?

লম্বোদর। এ্যা—নাম? না-না-না-না—আ-আ—ম? ভু—লে-ভু-ভু ভুলে—গে-গে-গে—এছি!

কুম্ভকার। এ্যাঁ, নাম ভুলে গে'ছি কিহে? ও বাবা, এ আবার কি? এ্যাঁ! এ যে বড়র চেয়ে পণ্ডিত দেখ্‌তে পাই! তোমার নাম কি? তোমাকে কি বোলে লোকে ডাকে?

লম্বোদর। ভে-ভে-ভে—বে—ব-অ-অল্‌ছি!

কুম্ভকার। এ্যাঁ, তাই বল, ভেবেই বল!

কঙ্কণ। আজ্ঞে, যে কোন বিষয় হোক, গবেষণা না ক'রে, ভাবার্থ অথবা ফলিতার্থ, কি যৌগিক—কি লৌকিক—কিম্বা যোগরূঢ়, বিদ্বান্ সমাজে নির্ণয় করা ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অতিমাত্রই ব্যভিচার করা হয়। আপনি অধরোষ্ঠ উদ্দীপন ক'রে কি ভাব্‌ছেন? আমার কথা বুঝতে পাচ্ছেন না? এঃ আপনি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ দেখ্‌ছি,—কেননা—উত্তরগীতা বল্‌ছেন :—

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী,
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য,
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎসঃ॥

অর্থাৎ—যেরূপ চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ চন্দনের ভার মাত্র জানে—চন্দনের গন্ধমাত্রই জানেনা; সেইরূপ বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রের সার গ্রহণ না করায় কেবলমাত্র পরিশ্রমই সার হয়।

কুম্ভকার। বটে? তা ত জানতেম না? বলি ওঁর নাম উনি নিজেই ভুলে গেছেন, তুমি বেদান্ত থেকে বলবে নাকি? আমি গর্দ্দভ হই আর যা হই!

কঙ্কণ। আজ্ঞে, বেদান্ত থেকেও বলতে পারি—উপনিষদ্ থেকেও বলতে পারি! কিঞ্চিৎ গবেষণা ক'রে দেখলেই, সংহিতা থেকেও বলা বড় বিচিত্র নয়। তবে বেদান্তই কি বলছেন শুনুন—

নচিন্তয়িত্বা নো বিদ্বান্, স্ফুটং কিঞ্চিৎ প্রকাশয়েৎ।
শুভংলগ্নাদিকং বীক্ষ্য, স্বমন্তব্যং সমর্থয়েৎ ॥

অর্থাৎ—বিদ্বান ব্যক্তি বিশেষরূপে চিন্তা না করিয়া কিছুই স্পষ্ট প্রকাশ করিবে না; পরে শুভলগ্নাদি বিবেচনা করিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

কুম্ভকার। আচ্ছা বাপু, এখন ব'সে ব'সে গবেষণা কর। বলি হ্যাঁগো—ব্রাহ্মণকন্যে, তোমার বড়ছেলেটির দেখছি ত বেজায় বিদ্যার দৌড়! এত শ্লোক জানে, রাজার সভায় গিয়ে দুটো বল্লে যে দুঃখ ঘুচে যায়।

কঙ্কণ। আজ্ঞে দুঃখ ঘুচে যায়, আবার দুঃখ এসেও পড়ে! কেননা, শাস্ত্র বলছেন,—বিশেষ রূপ ক্ষণ পল দেখে রাজদর্শন আবশ্যক। অদ্য উত্তম তিথি, রাজদর্শন বিশেষ ইষ্টসিদ্ধি-ফলপ্রদ! এক্ষণে আমরা সকলেই রাজদর্শন-ফলাকাঙ্খী!

রাজানং দৈবতং বেশ্যাং, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিপস্তথা।
শুভযোগে সমাগম্য, সম্ভাষেত যথাবিধি ॥

অর্থাৎ—রাজা, দেবতা, বেশ্যা, শ্রীক্ষেত্র এবং পুরুষোত্তমে শুভযোগে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিবে।

কুম্ভকার। আমিও কোন্ আফলাকাঙ্খী আছি? তবে নামগুলো জানতে পাল্লেম না; তোমাদের জিজ্ঞাসা কল্লে ত এখনি নাম কাটা-কাটি আরম্ভ কর্ব্বে। তোমাদের গর্ভধারিণীর মুখেই না হয় শ্রুত হইনা?

কুন্তী। বাবা, আমার অদৃষ্ট দেখলে ত? এমন বিদ্বান পণ্ডিত হ'য়ে

বাবা, আমার কাজের বার হ'য়ে গেছেন! বড়টির নাম ত শুনলেন; মেজোটির নাম লম্বোদর, সেজোটির নাম কুম্ভজঠর, আর ছোট ছেলে ছুটির নাম অসিত আর দেবল।

কুম্ভকার। আচ্ছা বেশ বেশ,—তোমরা রাজসভায় যাবার মত এখন প্রস্তুত হ'য়ে এস।

যুধিষ্ঠির। অবশ্য অবশ্য! রাজদর্শনের জন্য উপযুক্ত বেশ ভূষা প্রজার একটা অবশ্য কর্ত্তব্যের ভিতর। কেননা শাস্ত্রে বল্‌ছে,—

(পাণ্ডবগণের প্রস্থান)

কুম্ভকার। আর শাস্ত্রে কাজ নাই, অমনি অমনি এস। জ্ঞানও আছে, পাণ্ডিত্যও আছে; তবে বেশী কথা ক'য়ে ফেলে ঐ দোষ। রাজসভায় বিশেষ সম্মান লাভের সম্ভাবনা, তবে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি কিছু পাইয়ে দিতে পারি। রাজধানীতে ত মহাসমারোহ,—তাই দেখাতে দেখাতেই তোমার ছেলেগুলিকে ল'য়ে যাই!

কুন্তী। বাবা, তোমার গুণ আমি আজীবন ভুল্‌তে পার্ব্ব না। পাগল ক'টিকে হাতে হাতে স'পে দিলেম; দেখো বাবা, আবার যেন ফিরে পাই!

কুম্ভকার। তা, ভয় নেই; তবে তোমার লম্বোদরটি না কোন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসেন।

(সকলের প্রস্থান)



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রাজধানীর সমারোহ দৃশ্য)

বৈতালিকগণের প্রবেশ। অদূরে ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের সহিত কুম্ভকার। বৈতালিকগণের গীত।

হাম্বীর——ঝাঁপতাল।

জয় জয় দ্রুপদ মহারাজ!
অনুপম কীরতি-ভাতি—ভাতে রাজ-সমাজ!
দোর্দণ্ড প্রতাপে, ছত্রবর্তী কাঁপে,
তাপে পলায় পাপ—অন্ধকার মাঝ!
ছত্রপতি ভো রাজাধিরাজ!
জয় জয় রাজকুমারি! জ্যোৎস্না রূপ তোমারি,
বলিহারী মনোহারী বাখানিতে নারি;—
স্বয়ম্বর মহাসভা, রাজে হৃদয়-লোভা,
চলরে নগরবাসি! নিরখি সে শোভা,—
উল্লাসে মাতি এস না করিয়ে কালব্যাজ!

জয় জয় মহারাজ দ্রুপদের জয়,—
জয় জয় সুকুমারী দ্রৌপদীর জয়!—

(প্রস্থান)

কুম্ভকার। কঙ্কণাচার্য্য মশাই! বৈতালিকগণ মহারাজার জয়গান, কুমারীর শুভগান গেয়ে রাজসভায় গেলেন, মশাই, কেমন গান শুনলেন? কেমন লম্বোদর মশাই,—কেমন?

লম্বোদর। কে-কে-কে—কেমন আ—র কি ? অ-অ-অ-অমন টে-টে-টে-টের শো-ও-ওনা আছে !

কুম্ভকার। তা-তা-তা বই কি ? যাক্,—ঐ ওদিকে এক কাণ্ড হ'চ্ছে, যুবা বৃদ্ধায় কেমন রহস্যাভিনয় চলুন শোনা যাক্‌গে !—

যুবা এবং বৃদ্ধার কলহাভিনয়।

বৃদ্ধা। চেপে রাখ্ দন্ত কটা—যণ্ডব্যাটা স্কন্ধকাটা ভূত !
আমার সঙ্গে লাগ্‌লে দেব লেলিয়ে যমের দূত !
এখন সরে পড়্—সরে পড়্—সরে পড়্ পাপ !

যুবা। যা যা—হাউলে মাগী গতরখাগী লক্ষ্মীছাড়ী বুড়ী !
উটকপালী ফোগ্‌লাদাঁতী শুক্‌তালের ঝুড়ী !
তুই শুয়ে পড়্—শুয়ে পড়্—শুয়ে পড়্ কাপ্ ।

বৃদ্ধা। আগে মর্ দেখ্‌বি তবে হাড়্‌হাবাতে ! আমারে দিস্ গালী ?
এখনি বুক উঁচিয়ে মস্ত নাত্তি না মারে কোন্ শালী !
শীগ্‌গীর স'রে যা—স'রে যা—স'রে যা হোথা !

যুবা। আহা কি বুকের ছাঁদা ব্যাঙের ছাতা পাখীর খাঁচা তোর,
ওই উঁচিয়ে মার্‌বি নাত্তি (মরে যাই) হ'য়েই আছি ভোর !
স'রে আয়না দেখি—আয়না দেখি—হাতেই কাটি মাথা !

বৃদ্ধা। তোর্ কি রূপের বাহার্ প্যাংনা গয়ার্ মুখের কিবা ছিরি !
হাত মলী নলী পা সরু সরু করিস্ আবার জারী !
আমার চেয়ে দ্যাখ্—চেয়ে দ্যাখ্—চেয়ে দ্যাখ্ ছাঁদ্ !

যুবা। মরেই আছি ! বুঝ্‌লে প্যাঁচী ? বাঁচ্‌লে বাঁচি আমি,
আমিই গয়ায় পিণ্ডি দেব ! কোন্ গাছে থাক্‌বে তুমি ?
আমার চাঁদী—আমার চাঁদী—আমার পুন্নিমের রাঙ্গা চাঁদ !

বৃদ্ধা। ওরে ও হতচ্ছাড়া বদন্‌পোড়া গোবরঝোড়া বাঁদর !
আমার সনে বাদ-কলহ ! প্রাণে নাই তোর ডর্ ?
টের্‌টা রাজার্ কাছে—রাজার্ কাছে—রাজার্ কাছে পা'বি !

যুবা। সত্যি নাকি প্যাঁচানাকী মড়াখাকী মাগী !

রাজার্ কাছে তুই বলে দে আমায় কর্‌বি দাগী ?
উঃ জোর কত— জোর কত—জোর কত তোর্ হাবি !

বৃদ্ধা। এই ঘাড়টা ধোরে যেমন ক'রে হরিণ নে'যায় বাঘ্ !
আয়না ব্যাটা পাতড়া চাটা পাইনা যে তোর্ বাগ !
দস্যি ছোঁড়া—দস্যি ছোঁড়া—দস্যি ছোঁড়া—হাই !

(হাই তোলন)

যুবা। দেখ্‌লি দেখ্‌লি টের্‌ত পেলি বোনায়ের শালী বুড়ি !
আমার সঙ্গে লাগ্‌লে অম্নি পড়্‌বি মুখথুবুড়ি !
চল্ রাজসভাতে—রাজসভাতে—রাজসভাতে যাই !

উভয়ে। রাজার কাছে কলহাভিনয় রসাল ক'রে শোনাই !

দ্বৈত গীত।

জঙ্গল-মিশ্র———কাহার্‌বা।

আঁমাদের রাগও যেমন্	ভাবও তেমন্
তেমনি কথার কাটাকাটি,
এই	পড়্‌ছি শুয়ে	ভূমে নু'য়ে—
উঠেই আবার ছুটোপাটি !
এমন্	সুখের্ কালে সুখের্ খেলায়,
প্রাণপণ্ দে সুখের্ মেলায় ;
সুখের্ মালা গলায় নিতে—
কে আস্‌বি আয়,
আমাদের সুখের্ নদী	উথ্‌লে প্রাণে
লহর উঠে তায়,
আমরা হেসেই কুটি কুটি,
আমরা	আনন্দেতে	আপনাপনি
খাচ্ছি লুটোপুটি !

(উভয়ের নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

কঙ্কণ। হাঃ হাঃ—অতি সুন্দর! অত্যতি সুন্দর!! অত্যাতিত্যতি সু-উ-উ-ন্দর !!!

কুম্ভকার। হাঁ বুঝেছি! তি-তি-তি সুন্দর! বাপ্ রে! পণ্ডিতের বালাই নিয়ে মরি! লম্বোদর মশাই! আপনার কি প্রকার সুন্দর?

লম্বোদর। মো-মো-মোটেই সু-সু-সুন্দর ন-য়-য়-য়!

কুম্ভকার। ব-ব-বটেই ত! কুণ্ডজঠর মো'াই, দেখ্ছেন ত? বাড়ীতে গিয়ে সব বল্‌তে পা্রবেন ত?

কুণ্ডজঠর। কেন পারবোনা? আম্যও অমন পারি! এই এমনি ক'য়ে য়েচে য়েঁচে ত? তা খুব পারি!

কুম্ভকার। হাঁ—তা পারো বই কি? ভাল পাগ্‌লার দলে পড়া গেছে! এই দেখ, চমৎকার ব্যাপার আস্‌ছে! আশ্চর্য্য বাক্‌রোধাভিনয় দেখ—সঙ্গে সঙ্গে নটীর গান।

(মূক মিথুনের প্রবেশ ও বাক্‌রোধাভিনয়; অপরদিকে নটীগণের নৃত্যগীত)

ইম্‌নি——জলদ্-একতালা।

ঠাট-ঠমকে—থমকে থমকে রঙ্গে চললো রঙ্গিনি।
হেলা দোলা—প্রাণ-বিভোলা দ্রুপদবালা-সঙ্গিনী।
হোই হোই শুন উঠিছে রোল,
উন্মাদ-তান ছুটে কল্লোল,
ধেয়ে আয় ওলো দলে দলে দলে ফুল্লকুসুম-অঙ্গিনি।
স্বয়ম্বর-সভা—পরাণ-লোভা—
অতি বিচিত্র অনুপ' শোভা,—
তার মাঝে রাজে দ্রৌপদী-আভা পতিব্যাকুলা ভঙ্গিনী;
দেখিব কুমারী কোন বীরের—হ'বেন অৰ্দ্ধ-অঙ্গিনী।

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

কুম্ভকার। বলি, এমন মজা আর সেই জঙ্গলদেশে দেখা আছে কি? কি বল গো অসিত দেবল ঠাকুর রো! তোমাদের কিরূপ সমালোচনা?

অসিত। হোই—দাদার বিবেচনা!

দেবল। তোমার বিশেষ প্ররোচনায়—

কুম্ভকার। আর কঙ্কণাচার্য্য মোশাই! একটু গোরচনা টোরচনা দিয়ে একটা ক'রে ফেলুন রচনা!

কঙ্কণ। হাঁ, সুরচনা হ'লেও, উপস্থিত আলোচনা-তর্কে আমার বিবেচনায় বাচ্য না হওয়াই সুবিবেচনা। কেননা, মহর্ষি উশনা বল্‌ছেন,—

সত্যপ্যবসরে রাজন্! বক্তব্যার্থেঽপি শোভনে।
সংশ্রয়েন্মূকতাং বিদ্বান্ অন্যথা পরিভূয়তে॥

অর্থাৎ—হে রাজন্! বলিবার যথাযোগ্য অবসর হইলেও বক্তব্য বিষয় অদুষ্ট হইলেও বিদ্বান ব্যক্তি মূকভাবাপন্ন হইবে—কিনা অধরোষ্ঠের কবাট খিল দিবেন—সোজা কথা—বোবা হ'য়ে থাকবে—অন্যথা তিনি পরাভূত হইতে পারেন।

কুম্ভকার। দেখ্‌লে বাপু, ভাল ফাঁক যায় না!—ঐ দেখ, আর এক চমৎকার অভিনয় আস্‌ছে! রাজকুমারীর স্বয়ম্বরে কৃষক সম্প্রদায়ের কি আনন্দোৎসব চেয়ে দ্যাখ!

(কৃষকগণের প্রবেশ ও গীত)

মঙ্গল-বিভাষ————আড়াখেম্‌টা।

ঝট্ ক'রে আয় আয়,—
লক্ষ্মীমেয়ে সোণা ছড়িয়ে যায়,
কি গুণ মায়ের জানিনা রে!
পাচ্ছে তত (ও তালুই) যে যত চায়।
হ্যাঁ ক্যাত্তর—চ' ক্যাত্তর।

ক্ষেতের পানে দ্যাখ্‌না চেয়ে,
শীষ-ফসলে গেছে ছেয়ে,
মা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে,
আদর ক'রে গোলা ভরে দ্যায়।
—— হ্যাঁ ক্ষ্যাত্তর—চ' ক্ষ্যাত্তর!
মায়ের আমার স্বয়ম্বরে,
কি আনন্দ ঘরে ঘরে,
কাঙ্গাল কে আর থাক্‌বে পরে?
ঐ দ্যাখ্‌না দলে দলে যায়;—
ও তালুই, ঝট্‌ ক'রে আয় আয়!
—— হ্যাঁ ক্ষ্যাত্তর—চ' ক্ষ্যাত্তর!
(গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(নেপথ্যে ঘোর কোলাহল; ভেরীবাদকগণের সহিত নগরপালের প্রবেশ; তৎপশ্চাৎ অগণ্য রাজ-মধ্যবর্ত্তী দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়গণের প্রবেশ ও প্রস্থান)

নগরপাল। সরে যাও সরে যাও পথ দাও সবে,—
রসনা নিবৃত্ত কর, ছাড় কোলাহল!
আসিছেন ভুবন-সম্রাট—
রাজ-রাজেশ্বর দুর্য্যোধন,
মহামান্য ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর সনে।
সম্ভ্রম প্রশান্ত প্রাণে
অভ্যর্থনা করহে পাঞ্চাল-প্রজাগণ।

সকলে। জয় জয় দুর্য্যোধন ভারত-সম্রাট,—

জয় জয় মহারাজ দ্রুপদের জয়!
জয় দেবী দ্রৌপদীর জয়!

(নগরপাল ও ভেরীবাদকগণের প্রস্থান)

কুম্ভকার। কঙ্কণাচার্য্য মশাই! ভাইগুলিদের নিয়ে ঠিক্ এই স্থানে আমার জন্য কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন। খুব সাবধানে থাক্‌বেন! কোলাহলের মধ্যে মিশিয়ে পড়্‌বেন না! কোন্ কোন্ রাজা এলেন, আমি সংবাদ নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

ভীম। তা যা-যা যা-যাওনা পণ্ডিত!
। একি দুর্দ্দৈব! হা ভগবন!
। কেন অধোমুখে—
মৃতপ্রায় বজ্রাহত-প্রায়?
প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীক-প্রফুল্লনয়নে—
অশ্রুস্রোতঃ অকস্মাৎ কি হেতু প্লাবিত?
নীল-নীলিমায় মাখা
কেন আজি প্রশান্ত বদন?
কেন—পথহারা "কাঙ্গালের রাজা" যুধিষ্ঠির
আচম্বিতে সর্পদষ্ট রাজ-পথিমাঝে,
তা কি আমি বুঝি নাই মনে কর দাদা?
ওই—এসেছে এসেছে—মহাবৈরি,
ওই—এসেছে এসেছে কর্ণ শকুনির সনে,
ওই—শতভ্রাতা একত্রে মিলেছে!
আর আমি গণ্ডমূর্খ ভণ্ড মূক নহি,
এখন পবনসুত কুন্তীর কুমার
আমি সেই ভীমসেন যুধিষ্ঠির-দাস!
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—দাদা!
বড় শুভক্ষণে আজি পেয়েছি পামরে!

যুধিষ্ঠির। চুপ কর চুপ কর ভাই!
এ কি সর্ব্বনাশ!
একেবারে উন্মত্ত হইলে ভীমসেন?
রাখ ভাই আমার মিনতি!
ক্রোধানল কর উপশম!
তুমি বুদ্ধিমান,—
একবার স্থির মনে বোঝ প্রাণাধিক!
উপস্থিত এ বলপ্রকাশ—
সমস্তই হ'বে নিরর্থক!

ভীম। তবে ছেড়ে দেবেনা আমায়?
তবে যাবে? নরকের কীট দুর্য্যোধন
ভারত-সম্রাট হ'য়ে দর্প অহঙ্কারে
তোমার সম্মুখ দিয়ে স্বয়ম্বরে যাবে?
পদাশ্রিত অনুগত থাকিতে জীবিত—
তুমি—পথের ভিখারী হ'য়ে দীন দ্বিজবেশে
সায় দিবে "দুর্য্যোধন-জয়" উচ্চারণে?
এ অপেক্ষা মৃত্যু মোর শতগুণে ভাল।

অর্জ্জুন। কেন আজি উদ্বেলিত চিত্ত মহাবাহো?
অহোরহ যা'রে ওহো দেখি নিশিদিন,
যার মর্ম্মান্তিক কলুষ-কুটীল-ছায়া—
দ্বাদশ বৎসরাবধি
বজ্রাক্ষরে ছেয়ে আছে অন্তরে অন্তরে,
মাত্র এক নিমেষ দর্শনে
যে জন মনের বলে বলী,—তার ভাবান্তর
সাজে কি এখন এ সময়ে?
হে বীরশ্রেষ্ঠ লোকপাল!
অধুনা ভূপাল পরিবৃত দুর্য্যোধনে
যেতে দাও—যেমন যেতেছে অহঙ্কারে!

তারপর ফিরিবার কালে—
দেখা যাবে—কোন্ মুখে
পলায় সদলে মহাপাপী!

যুধিষ্ঠির। হাঁ ভাই, উত্তম কথা!
অর্জ্জুনের মতে
মতিস্থির কর মতিমান্।
কুম্ভকার উপস্থিত নাই,
চল মোরা এই বেলা করি পলায়ন!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(স্বয়ম্বর-সভা)

মনোহর বরবেশী ভূপালগণ বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত শ্রেণী-বদ্ধ বিমান এবং রত্নাসনে সমাসীন ; পৌরবৃন্দ এবং জানপদগণ পরার্দ্ধ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ; একপার্শ্বে মহামূল্য সিংহাসনে দ্রুপদরাজ পাত্রমিত্র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ; তৎপার্শ্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন ; পুরদ্বার সম্মুখপথে অপূর্ব্ব শয্যোপরি অর্দ্ধপথান্তরালে কৃতস্নানা মনোরম বেশভূষা এবং বিচিত্র কাঞ্চনীমালা পরিহিতা সখীগণ ও পুরমহিলাগণ পরিবৃতা দ্রৌপদী উপবিষ্টা। রাজপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যথোপযুক্ত আসনে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, অন্য দিকে নগণ্য ব্রাহ্মণ মণ্ডলীস্থিত ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ আসীন।

চতুর্দ্দিকে বৈবাহিক বাদ্যধ্বনি এবং কোলাহল—মধ্যস্থলে সুবৃহৎ ধনু এবং জলপাত্র ; শূন্যে সচ্ছিদ্র চক্র ঘূর্ণমান।




নট ও নটীগণের দ্বৈত গীত।

বৃন্দাবনী সারং——ফর্ দোস্ত ও থাম্‌সা।

মৃদঙ্গ ঘন ঘন ঘন ঘোর ঘোষরে,
করতালে দামিনী চকি চকি হাসরে!
বাহু তুলে উতরোলে, কল কল্ল কল্লোলে,
জলধি-ধ্বনি জিনি' একতানে গাওরে;—
মলিনতা-মসী নাশি', আনন্দ হৃদে আসি'
প্রফুল্ল হাসি রাশি উথলিয়ে ব'সরে,—
বৈবাহিক-শুভ-গীতে মাতি এসরে।
জয় জয় দ্রুপদ, অতুলন-সম্পদ,
জয় দ্রৌপদীবালা স্ফুটিত কোকনদ;-
চক্রবর্ত্তী-ভূপ একত্রে সমাসীন—
সবাকার স্তুতিগীত গাওরে মধু-বীণ :—
ওই বসে দ্রৌপদী, মধুময়ী সুধানদী!
লক্ষ্যবিদ্ধ করি', কণ্ঠে রত্ন ধরি'
ভাগ্যবান্ কেবা হ'বে যদি এসরে,—
জয় জয় মহাগান অবিরাম ঘোষরে!

(নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদ;
অন্যান্য বাদ্যধ্বনি নীরব)

সভাপাল ছাড় পথ—ছাড় পথ!
সুবিপুল যদুকুল সনে
আসিছেন কৃষ্ণচন্দ্র—দেব বলরাম।
প্রাণারাম ভুবন-মোহন ছবি হেরি,
কররে সার্থক প্রাণ পাঞ্চালনিবাসী!



সকলে। জয় জয় রামকৃষ্ণ যদুকুলোজ্জ্বল!

(প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া
রামকৃষ্ণের প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় গোবিন্দ অনাথবন্ধু-রাম!

দ্রুপদাদি, (সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া)
পাদপদ্মে সভক্তি প্রণতি যদুপতি!

(প্রণাম)

দ্রুপদ। না জানি রে কত ভাগ্যগুণে
গৃহে বসি পাইলাম শ্রীমধুসূদনে!
ধন্য আমি—ধন্য প্রাণ আমার!
ধন্য মোর স্বয়ম্বর-সভা!
ধন্যা কৃষ্ণা কুমারী আমার—
ধন্য এই পাঞ্চাল প্রদেশ!
এস এস প্রভু বলরাম—
গুণধাম—দয়ার নিদান!
মনস্কাম পূরাও এ অধীনজনার!
এস এস রামকৃষ্ণ এস!
বস বস হীরক-খচিত রত্নাসনে!
শক্তি নাই, দীন—অতি হীন আমি—
কি দিয়ে তুষিব প্রভু?
করুণায় এসেছ যখন,
অনুপম যুগ্মরূপ করিয়া প্রকাশ,
সভার তিমির নাশ কর পীতবাস!
কর সবে জয় উচ্চারণ!
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মোহন!




ভাটগণের গীত।

ভূপাল-পূরিয়া——চৌতাল।

শ্বেতকৃষ্ণে যুগল মাধুরী,
হেররে প্রাণ নয়ন ভরি,
নীলাকাশ যেন উজ্জ্বল করি,
একাসনে রবিশশী হে!
জয় রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ হরি হে!
জয় গিরিধারী মদনমোহন.
জয় হলধারী রেবতীরমণ,
জয় জয় রাম—জয় জয় শ্যাম—
পূরাও দীনের মনের কাম
হৃদয় আসনে আসি' হে,—
জয় রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ হরি হে!

জরাসন্ধ। বলি ওহে শিশুপাল!
এ রহস্য মন্দ নয়;—ভাল ভাল!
একবার চক্ষে দেখ অর্চ্চনার ঘটা।
রামকৃষ্ণ স্তুতিগীত-ছটা—
কর্ণে কি পশিছে এসে?
দেখ—দেখ কপটের কপট আচার?

দন্তবক্র। এত অত্যাচার—
একি সহ্য হয় মগধাধিপতি?
উপেক্ষিয়ে তোমারে, অগণ্য রাজমাঝে,
শল্য রুক্মী শিশুপালে করি প্রত্যাখ্যান,
এত অপমান—
গোপালের ক'রে পূজা?




শিশুপাল। (করতালি দিয়া উচ্চহাস্যে)
আরে না না—বোঝনা—বোঝনা !
দ্রুপদ কি না জেনে না শুনে
এক পাল গোয়ালারে করিছে অর্চ্চনা ?
প্রথমতঃ ধর না, কানাই
শঙ্খবাদ্যে বড়ই নিপুন,—
তারপরে গোচারণে অতি দক্ষ লোক !
উপস্থিত কন্যার বিবাহ-স্বয়ম্বরে
উচ্চমূল্য-বাদক ত চাই ?
তাই এই কৃষ্ণ আরাধনা !

দন্তবক্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বটে বটে !
শিশুপাল ! ঠিক্ কথা বলিয়াছ তুমি !

শিশুপাল। এত গেল প্রথমের কথা ;—
তারপর ধর দ্বিতীয়তঃ—
বলরাম হলধর, কিনা হলধরে ;
তাহার ভাবার্থ এই,
বলরাম হল চালা কৃষিকর্ম্মে আদি—
আজি কালি বড়ই কাজের লোক !
বুঝেছ ? দ্রুপদরাজা ভাল চাষী চান,
বলরামে তাই হাতে আনা, বুঝেছ কি ?
তারপর সাতগোষ্ঠী
অগণিত এ যদুর দল—
বড় বড় কৃষিকর্ম্মে লেগে যাবে সব ?
আর হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—সেই কথা ?
শ্যাম-সুন্দরের সেই বাঁশরীর কথা ?
মাঝে মাঝে অবসর হ'লে,
দ্রুপদের পুরনারী মজে, বুঝেছ কি ?

গোপাল আমার—নেচে নেচে নীলমণি হ'য়ে
বাঁশরী বাজাবে—বাঁশরী বাজাবে !—

(জরাসন্ধ প্রভৃতির উচ্চহাস্য)

ভীষ্ম। কে রে মূর্খ আত্মশ্লাঘী! মোহান্ধ হইয়ে
অগণ্য রাজন্যমাঝে—বিরাট সভায়
আমার কৃষ্ণের নিন্দা করে ?

জরাসন্ধ। আমি আমি জরাসন্ধ! আর এই
মহাপরাক্রান্ত দন্তবক্র শিশুপাল আদি
কৃষ্ণনিন্দা কথা নাহি হয়, কৃষ্ণের চরিত,—
দুর্ব্বৃত্ত কৃষ্ণের আচরণ
সাধুভাবে প্রকাশে সভায়।
বলি হাঁ হে বুড়া !
তুমি না কুরুর পিতামহ—কুরুকুল-চূড়া ?
শুনেছিনু জ্ঞানবান তুমি,
তারি এই পরিচয় নাকি ?
দ্রুপদের কথা ছেড়ে দাও ;—
নিমন্ত্রিত অভ্যাগত জনে
যেবা ইচ্ছা—যে ভাবে করুক আরাধনা।
তুমি কি বোলে রাখালে পূজা কর ?
তোমার কি লজ্জা নাই ?
অথবা উন্মাদ তুমি ?
এই মহা পূজনীয়
শিশুপাল, রুক্মীরাজ, দন্তবক্র আদি
মহা মহা মহীপালগণে উপেক্ষিয়ে
গোপালের পায়েতে লোটাও ?
ছি ছি ছি ছি! ধিক্ ধিক্ !
ক্ষত্রিয়ের হেন অনাচার ?

ভীষ্ম। বাপু এত নাহি জানি,—
এত বুদ্ধি এত জ্ঞান নাহি মোর ঘটে।
যার যাঁর ভাব উপাসনা
সেই তাই ক'রে থাকে।
আমি গোপালে গোপাল ব'লে জানি;
আমার প্রাণের প্রাণ রাখাল-গোপালে,
আমার পালন-ভার দিয়াছি বলিয়া,
গোপাল গোপাল বোলে গোপালের পায়ে
এ পাপ প্রাচীন তনু ক'রেছি বিক্রয়।
জয় শ্যামকৃষ্ণ—জয় শ্যামকৃষ্ণ—জয় শ্যামকৃষ্ণ হরি!

জরাসন্ধ। কি আশ্চর্য্য!
পুনঃ তুমি কর নীচ-জয় উচ্চারণ?

ভীষ্ম। কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ ভাই?
তাই নয়,—প্রাণের পালন মহাপ্রাণ।
কৃষ্ণ যে আমার নারায়ণ,
কৃষ্ণ যে আমার সনাতন,
কৃষ্ণনাম ভুলিলে যে প্রাণ ভুলে যাব?

(জরাসন্ধ ক্রোধান্ধ হওন)

কৃষ্ণনাম এত যদি অসহ্য তোমার,
স্থান করি পরিহার!
স্বয়ম্বর শুভময় কালে,
কেন ভাই? বিতণ্ডার কিবা প্রয়োজন?
যে কার্য্যে এসেছ সবে, তাহে মন দাও!
কৃষ্ণনিন্দা করি,—
কোন্ কার্য্য শুভকর হয় ভাই?
অথবা আমার সঙ্গ যদি মন্দ ভাব,

স্থান ত্যাগ করি অচিরায়,—
তোমাদের হউক মঙ্গল !

(দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হওন)

দ্রুপদ । আজি মোর বহু পুণ্যফলে
লক্ষ রাজা সমাসীন স্বয়ম্বরস্থলে,
আমাপেক্ষা আর কেবা ভাগ্যবান আছে ?
তবে হে মহর্ষিগণ !
ওহে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন !
অনুমতি করুন এ দাসে,
কৃষ্ণারে সভাস্থ করি !

বেদব্যাস । শুভক্ষণ হ'য়েছে সমীপ ;
আর বৃথা বিলম্ব না করি,
কন্যারে সভাস্থ কর রাজা যজ্ঞসেন !

দ্রুপদ । যাও বৎস ধৃষ্টদ্যুম্ন, অন্তঃপুর মাঝে !
যথাবিধি সুসজ্জিতা কন্যা যাজ্ঞসেনী,
সভামাঝে কর আনয়ন,
ভাগ্যের পরীক্ষা তার লব অতঃপর !

(ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রস্থান)

দুঃশাসন । কেমন মাতুল ?
জয়লাভ হ'বে ত মোদের ?
তোমা হ'তে হ'বে ত মৎস্যের চক্ষুভেদ ?

শকুনি । এটা আর বেশী কথা কিরে বাবা ?
চুপ ক'রে দ্যাখনা বসিয়ে !
তবে কথা কি তা জান ?
ভেবেছিনু, জাল ফেলে মৎস্য ধ'রে দেব,
অতদূর যাবে না যদিও,—



তা না হয়—ওই ক্ষ ধনুক ?
তবে যবে ধনুটোর গুণ দেওয়া যাবে,
আমাকে বারেক ধ'রো বাবা !
বাণ ঠিক্ চলে যাবে, তাতে ভয় নাই,
ধনুটো কিঞ্চিৎ বড়—আর কিছু ভারি !
তোমরা ত ব'সে আছ ? হাতাহাতি ক'রে
হাতে মোর তুলে দিও বাবা,—
তা হ'লেই বস্—নিঃসন্দেহ !
দ্রৌপদীরে আমরাই ঘরে নিয়ে যাব,—
এটা তুমি ঠিক্ দিও মনে !

(সখীগণ পরিবৃতা দ্রৌপদীর হস্তধারণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ ও অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি)

গীত।

সিন্দুরা-কাফি————যৎ।

মিশিতে মনের বেগে মহাসাগরের পানে,
চলেছে তটিনী রাণী তরল মৃদুল তানে।
হে দেব অনাথ-নাথ !
করগো নয়নপাত,
যেন এ সুখের পথে বাধা নাহি পড়ে প্রাণে।
সরলা অমলা নদী,
বিধি হে মিলাবে যদি,
দেখো যেন রক্ষা পায় প্রবল তুফান টানে,
পড়িলে কুপথে, তব নাম যেন মন মানে।





(সভাস্থগণের প্রতি প্রণাম করিয়া যথাস্থানে
দ্রৌপদীর উপবেশন ; অলক্ষ্যে
শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি)

বেদব্যাসাদি। এস মা এস মা এস,
বীরনারী বীরমাতা হ'য়ে,
স্বচ্ছন্দে মনের সুখে বঞ্চ এ সংসার!

সকলে। চমৎকার চমৎকার মোহিনী-মূরতি,
অপরূপ অনিন্দ্য-প্রতিমা,
বীরনারী আমারি হইবে প্রিয়তমা!

ধৃষ্টদ্যুম্ন। এস ভগ্নি! চতুর্দ্দিকে কর নিরীক্ষণ!
স্ব স্ব তেজ-ছটা উজলিয়ে,
এসেছেন লক্ষ লক্ষ ভারত-ভূপতি।
ওই দেখ ভারত-সম্রাট—সুবিরাট
রাজ-রাজেশ্বর পরম সুন্দর দুর্য্যোধন—
দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ,
অঙ্গরাজ, সুবলনন্দন,—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আদি
কৌরব-বান্ধবগণ করিয়ে বেষ্টন,
তোমা হেতু স্বয়ম্বরে শুভ সমাসীন।
ওই দেখ মহাজ্ঞানবান্
অলৌকিক শক্তিধর কৃষ্ণ-বলরাম,
প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ,
কৃতবর্ম্মা, অক্রূর, উদ্ধব—
বীরেন্দ্র যাদববৃন্দ মহানন্দ মনে
প্রেম চক্ষে তব প্রতি করে দৃষ্টিপাত!
দেখ দেখ অনুজা আমার!
কান্তিমান শক্তির আধার—

দুর্ব্বার অমিততেজা মগধাধিপতি
পুত্রসনে উপবিষ্ট জরাসন্ধ রাজা!
আর যাঁর নয়ন ইঙ্গিতে—
কম্পিত ত্রিপুর থরথরি,
সেই ধনুর্দ্ধর শিশুপাল—
অগণিত লোকপাল মাঝে
আসীন সূর্য্যের প্রায় সৌরকর-বাসে!
ওই দেখ পত্তনাধিপতি মদ্ররাজ,
তৎপুত্র শল্য সনে সুখে সমাসীন!
দারুণ প্রতাপবান বীর রুক্মাঙ্গদ—
মহারথ রুক্মরথ সনে,
অবহেলে লক্ষ্য-বিন্ধিবারে
তব প্রতি তাঁর লক্ষ্য-স্থির!
ওই দেখ মহাবীর ভূরি, ভূরিশ্রবা,
দৃঢ়ধন্বা বৃহদ্বল, সুদক্ষিণ, শল,
মহাবল জয়দ্রথ সিন্ধুদেশেশ্বর!
পুনঃ হের কোশলাধিপতি,
পাঞ্চালের গর্ব্ব বৃদ্ধি করি'
ক'রেছেন এ সভায় শুভ পদার্পণ!
আর কত পরিচয় করিব কীর্ত্তন?
বহুবিধ ভূরি ভূরি জন-পদেশ্বর,
এসেছেন তব হেতু শুভ-স্বয়ম্বরে!
শুন ভদ্রে কল্যাণি আমার!
লক্ষ্য-বিদ্ধ করিবেন যেই মহাজন,
তাঁরি গলে বরমাল্য করিও প্রদান!
সমাগত হে ভূপেন্দ্রগণ!
অবধান করুন এ অধীনের ভাষে;—
হের এই ধনুর্ব্বাণ, লক্ষ্য শূন্যাকাশে,

যিনি ওই যন্ত্রছিদ্র করি অতিক্রম,
পঞ্চশর করি নিক্ষেপণ
বিন্ধিবেন মীনের নয়ন,
আমার ভগিনী এই দ্রৌপদী কুমারী
সেই কুলশীল রূপ-গুণ-যুত
যতব্রত ধনুর্দ্ধারী-গলে—
পতিভাবে বরমাল্য করিবেন দান,
ইথে আর নাহিক সংশয়।

সকলে। এখনি বিন্ধিব আমি মীনের নয়ন।
দ্রৌপদীরে নিয়ে এস—দ্রৌপদীরে নিয়ে এস,
দ্রৌপদী আমারি—ইথে নাহিক সংশয়।

(কোলাহলের সহিত সকলের বিপর্য্যস্ত হওন)

জরাসন্ধ। শুন সবে ক্ষত্রিয় প্রধান!
বৃথা গণ্ডগোলে আর নাহি প্রয়োজন!
একটি ধনুক আর একটি দ্রৌপদী,
লক্ষে হুলাহুলি করি কি হইবে ফল?
অধুনা নিবৃত্ত হও—স্থির হও সবে।
এই দেখ প্রবল বিক্রমে
তুলিনু বিরাট ধনু!
আরে, একি চমৎকার! গুণ দিতে নারি?
ওহো, একি ভয়ঙ্কর! বাপ্!—

(ধনুকের ভরে উলটিয়া পতন)

দুর্য্যোধন। কি হে জরাসন্ধ বীর!
বারবার লজ্জা পাও—নাহি জ্ঞান হয়?
ভানুমতী স্বয়ম্বর কথা—
মনে কি পড়েনা বীরবর?
সর—সর,

যার কাজ তাহারেই সাজে!
আরে! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!
এত ভয়ঙ্কর গুরুভার?

(জানু পাতিয়া ছুল নোয়াইতে দূরে পতিত হওন)

দুঃশাসন। মাতুল! মাতুল! একি হ'ল!
মহাবীর দুর্য্যোধন ধনুকের ভরে
পড়িল ঠিক্‌রে ওই দূরে!
একি লজ্জা!

শকুনি। সদাই অস্থির ছেলে!
দেখ দেখি, তাড়াতাড়ি উঠে
এখন ও কাজ করে বাবা?
আমরা র'য়েছি তবে কি করিতে হেথা?
দেখ দেখি, ধূলো মেখে লুটোপাটি খেলে?
শুন হে সভাস্থগণ!
দুর্য্যোধন বাবাজীর শিরঃপীড়া আছে,
তাই—তাই—মাথা ঘুরে পড়ে গেছে!
নচেৎ ধনুর ভরে? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—
ও কথা—কথাই নয়!

বিরাট। বটে বটে—বুঝেছি বুঝেছি!
তবে বাবাজীরে—
কি করিতে নিয়ে এলে এই স্বয়ম্বরে?
ঘরে ফিরে নিয়ে যাও—
ঘরে ফিরে নিয়ে যাও।
বাবাজীর শিরঃপীড়া চিকিৎসা করাও!
এখন এস্থান হ'তে—সরে পড় সরে পড়!
এই দেখ চক্ষের নিমেষে—
ধনু তুলে গুণ টেনে লক্ষ্য-বিদ্ধ করি!

(বেগে গমন—ধনুক তুলিতে অক্ষম হওন)

সুশর্ম্মা। আরে বুড়া, কন্যা দেখে ক্ষেপে গেলে নাকি ?
ছি ছি ছি ছি ! বৃদ্ধ গালে সমাজ হাসা'ও ?
ধনুটারে তুলিবার হেন শক্তি নাই,
কোন্ মুখে লক্ষ্য-বিদ্ধ কথা তবে বল ?
ওই হাতে রাজত্ব শাসন কর—
ওই মুখে রাজভোগ খাও !!

কীচক। (বেগে গাত্রোত্থানানন্তর)
এত স্পর্দ্ধা ! আমার রাজারে কটুবাণী ?
সর সর—বাহুবল দর্পে বোঝা গেছে !
যে কাজে বিরাটরাজা হ'লেন অক্ষম,
কোন্ মুখে তুমি মূর্খ ! হও আগুয়ান ?
এই দেখ—অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করি',
এখনি কৃষ্ণায় করি কীচকের রাণী !

(বেগে ধনু উত্তোলন, পায়ে চাপিয়া গুণ দিতে গিয়া দূরে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত)

সুশর্ম্মা। কি হে বীরবর—বিরাট-শ্যালক !
হাতে হাতে দর্পান্ধতা-ফল পেয়ে গেলে ?
ঘন ঘন ঘন ঘন নিশ্বাস কেনহে ?
দেখি দেখি, একবার বুকে হাত দিয়ে,
প্রাণটা আছে ত বুকে ?

শিশুপাল। কি আশ্চর্য্য ! একটা সামান্য শরাসনে
এত ভয় ধনুর্দ্ধরগণে ?
নির্গুণ-ধনুর ছি ছি এতই কি গুণ ?
কেহ তুলিতে অক্ষম—কেহ জ্যা দিতে অক্ষম ?
এই দেখ শিশুপাল কত শক্তি ধরে !
আজি মোর অপূর্ব্ব প্রতাপ দেখে—
শিহরিবে রাজন্য-সমাজ !

কীচক। শুধু শিহরিবে ?
চমকিবে—চক্ষুস্থির হইবে সকলে।
দেখনা, বিক্রম কত ?

(ধনু নোয়াইতে গিয়া ধনুহুল চিবুকে লাগিয়া শিশুপাল রক্তাক্তমুখে পতিত হওন)

সুপর্ণা। আহা, গেল গো—গেল গো শিশুপাল!
মুখে জল দাও—মুখে জল দাও !!
ধড় ছেড়ে—প্রাণপাখী বুঝি
উড়ে গিয়ে ডালে বসে গো—
ওই উড়ে গিয়ে ডালে বসে !

(ভগদত্তের উত্থান)

কীচক। ও বাবা ! আবার তুমি কেন ?
ব'সে পড়—ব'সে পড় ! ও বুড়ো ও বুড়ো !
কে বাবা বুড়োরে মেরে খুন-দায়ে পড়ে ?
ওই দেখ, জামাতা তোমার দুর্য্যোধন—
এখনো অজ্ঞান,—শিরোরোগ কিনা ?
এ বয়সে তোমার আবার একি রোগ ?

(ধনু উত্তোলন করিতে ভগদত্তের চীৎপাত হইয়া পতন)

দুঃশাসন। সখা—সখা ! অঙ্গরাজ !
কীচকের টিট্‌কারী সহিতে না পারি !
একবার ধনুর্বিদ্যা-অমোঘ প্রভাব
দেখাও—দেখাও বীর, হীনবীর্য্যগণে !

কর্ণ। দুঃশাসন ! আরো স্থির রহ কিছুক্ষণ !
এখনো বিস্তর বীর বসি সভামাঝে,
দেখনা, কি করি শেষে !

(শল্যের উত্থান)

কীচক। 'হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া বলে কত জল!'
বলি ওগো বৈমাত্রেয় কৌরব-মাতুল!
তুমি আর জ্বালিওনা বাবা!
ওই দেখ, এক মামা প্রিয় ভাগিনার
মাথা টিপে সেবা করে।
তুমিও এ ধারে বসে যাও,—
উত্তম, সাজিবে ভাল;
এ পথে এসনা বাবা, বড় ব্যথা পাবে।

শল্য। ব্যাঘ্র-বীর্য্য ধরি বাহুদ্বয়ে!
আরে মূঢ়! হীনবল ভাব মদ্ররাজে?
লজ্জা নাই—তাই হেন বাণী!

(বেগে ধনু উত্তোলন এবং জ্যারোপণ করিয়া টঙ্কার দিতে উলটিয়া পতন)

সকলে। (উচ্চহাস্যে) বেশ বেশ!

(এইরূপ ক্রমাগত রাজগণের একে একে উত্থান এবং অকৃতকার্য্য হওন)

সুশর্ম্মা। বলি শুন পাঞ্চাল-কুমার!
তোমার এ অজেয়-ধনুক!
এত গুরুভার দিয়ে নির্ম্মাইতে হয়?
কাজ নাই, লক্ষ্য-বিদ্ধ-পণ ছেড়ে দাও,
এ বড় বিষম-কর্ম্ম বাপু!
দ্রৌপদীরে সভামাঝে করহ জিজ্ঞাসা,—
যাঁর প্রতি আছে তাঁর মন,
বর বলি' বরমাল্য দিন্ গলে তুলে,
গণ্ডগোল সব মিটে যাক্!

। শুন শুন ক্ষত্রিয় প্রধান রাজগণ!

শরাসনে করি জ্যারোপণ,
যেই জন বিন্ধিবেন মৎস্যের নয়ন—
যন্ত্রছিদ্র করি অতিক্রম,
আমার ভগিনী এই কৃষ্ণা-সুকুমারী,
তাঁরি গলে বরমাল্য করিবেন দান!

বলরাম। অধোমুখে কেন বসে ভাই?
হে প্রাণ-কানাই!
অক্ষম হইল দেখি রাজন্য-সমাজ,
বড় লাজ উপজয় প্রাণে।
ওই শুন হে দ্বারকাপতি!
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন করে আবাহন,
তুমি কেন তাহে নাহি হও আগুয়ান?
অথবা আমারে ভাই, না কর ইঙ্গিত?

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি কাজ সুপূজ্য অগ্রজ, আগুয়ানে;
যে কাজে অকৃতকাজ হ'ব জানি জ্ঞানে,
তাহে স্থির নীরব উত্তম!
অকারণে অপমান,
কেন হ'ব বুদ্ধিমান্?
আমাদের সাধ্যাতীত ইহা সুনিশ্চিত!

বলরাম। একি কথা কহ যদুপতি!
আমাদের সাধ্যাতীত—লক্ষ্যের অতীত,
এই অতি ছার লক্ষ্য?
তবে তুমি কিসের বলের বল ভাই?
বলা'য়ের বাহুবল হ'য়ে তুমি—
আচম্বিতে একি কথা শুনি তব মুখে?
অথবা পরীক্ষা কর লোকবল বুঝি?
এ ত্রিলোকে, লোকের জ্ঞানের প্রভামাঝে
অহঙ্কার-দর্প-অন্ধকার মিশে যায়,

এইরূপ হীনবল হয় বটে সেই ;
কিন্তু ভাই,
আমারেও ফেলিলে কি সেই সম্প্রদায়ে ?

শ্রীকৃষ্ণ। জান কি ধনুর গুণ ওহে গুণবান্ ?
নির্গুণ হরের ওই গুণহীন ধনু !
কে আছে ভুবনে হেন সগুণ-পুরুষ—
গুণ দিয়ে ধনুকেতে সায়ক-সংযোজে ?—

বলরাম। অপমান করিবারে তবে কি দ্রুপদরাজ
নিমন্ত্রিত করিয়াছে রাজন্যসমাজ ?
তবে কি কৃষ্ণার স্বয়ম্বর
উপহাসে হ'বে পরিণত ?
তবে কি দ্রৌপদী র'বে আচিরকুমারী ?

শ্রীকৃষ্ণ। তাকি কভু সম্ভবে হে যাদব-প্রধান ?
কভু কি রহিতে পারে রাজার নন্দিনী
একাকিনী আজীবন অনূঢ়া হইয়ে ?
দ্রৌপদীর বর এই বসুন্ধরা মাঝে
অবশ্যই আছে একজন !
সেই মহা ধনুর্দ্ধর বীরবর বিনা
কার সাধ্য লক্ষ্যভেদ করে ?
স্বয়ং বাসব যদি হ'ন অগ্রসর,
ধনুঃশর সুনিশ্চয় হইবে নিষ্ফল,
আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

বলরাম। জানিনা, কি বল ভাই ?
তুমি নরোত্তম,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সংসার মাঝে,
তোমা হ'তে উচ্চগুণ ধরে হেন কেবা ?
একি চমৎকার কথা !
এই অনুপমা—অযোনী-সম্ভবা

লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বরনারী, হবে তাঁর নারী,
জানিনা হে এ সংসারে কেবা ভাগ্যধর!
আমা হ'তে শক্তিধর আছে—
সম্ভবে কি এ ভবের মাঝে?

শ্রীকৃষ্ণ। আছে দাদা, আছে একজন।
মনে পড়ে পাণ্ডুসুত পাণ্ডবের কথা?
শোননি কি মাতা-প্রমুখাৎ
বীর্য্যবান্ পাণ্ডবের সুচরিত গাথা?

বলরাম। বিশেষ শুনেছি সে কাহিনী;
কিন্তু যদুমণি!
কৌরব-কৌশল জালে হ'য়ে নিপতিত,
অকালে বারণাবতে গৃহদগ্ধ হ'য়ে—
পাণ্ডবত পরলোকে ক'রেছে গমন?
এখন সে কথা কেন বৃথা আন্দোলন?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা নয়, মিথ্যা নয়, শুন হলপাণি!
অচিরে পাণ্ডব-রবি মধ্যাহ্ন-প্রভায়
ভাতিবে এ স্বয়ম্বর-স্থলে!
শুন দাদা, মনোযোগ কর মোর ভাষে,
মোর সনে লক্ষ্যস্থির কর।
ওই যে ওদিকে হের—
অগণ্য নগন্য-ভিক্ষু-ব্রাহ্মণ সমাজে
প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন মার্ত্তণ্ডের প্রায়
আত্মহারা উপবিষ্ট হ'য়ে লুক্কায়িত,
উঁহারা পাণ্ডব বিনা আর কেহ ন'ন!!!
কে বলে পাণ্ডব পরলোকে?
মূর্খ লোকে করুক প্রত্যয়,
তুমি আমি ভুলিব শঠের মিথ্যাভাষে?
পাণ্ডব অবধ্য এ সংসারে।

অচিরে দেখিবে মহাশয় !
মহাবীর তৃতীয়পাণ্ডব ধনঞ্জয়
অবহেলে লক্ষ্যভেদ করি',
বিজয় নিশান তুলি'
দ্রৌপদীরে কণ্ঠে ধরি ল'য়ে চলে যাবে !

বলরাম। বল কি রাখাল-রাজ ! পাণ্ডব জীবিত !!
পিতৃস্বসা কুন্তী দেবী আছেন জীবনে ?
এ কথা শুনিয়া—
পরম আনন্দ লাভ হইল আমার !
কিন্তু কহ প্রিয়ম্বদ,
কিরূপে পাইল রক্ষা পাণ্ডবসন্মতি ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কথা কহিব অন্যকালে !
অধুনা অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি, যদুকুল-
ধুরন্ধর, যেখানে যেভাবে সমাসীন,
লক্ষ্য-বিন্ধিবারে
আগুসার হইওনা কেহ।
চল দাদা, সিংহাসন ছাড়ি
বসি গিয়ে সভাস্থলে ধনুকের ভাগে,
প্রাণ ভরি' নিরখিব ছদ্মবেশ ছবি !

(সভাস্থলে উভয়ের উপবেশন)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। অবধান ক্ষত্রিয়-প্রধান রাজগণ !
লক্ষ্য-বিদ্ধ করি—
লভ মোর কুমারী ভগিনী।

দুঃশাসন। ওই বসে পিতামহ কুরুকুলপতি ;
হে নরপতি—রাজ-চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন !
লক্ষ্য-বিন্ধিবারে
কেন না আদেশ দান করেন উঁহারে ?

শকুনি। কি জান বাবাজী।
হাজার হউক উনি বুদ্ধিমান লোক,
বয়সে আঁবার পিতামহ।
ভাবেন, বুঝিলে বাবা! এক মন হ'য়ে
ভাব্ছেন, কত দূর কি হয় পশ্চাতে!

(দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে ভীষ্মের গাত্রোত্থান ; চতুর্দ্দিকে "কে উঠিল—কে উঠিল !!" কলরব)

কীচক। চুপ কর চুপ কর—স্থির হও সবে,
উঠিলেন কুরুবৃদ্ধ কুরু-পিতামহ—
দুর্ব্বিষহ ধনুর্দ্ধর ভীষ্ম মহামতি!
এইবার জয় জয়কার—
হাতছাড়া হ'লরে দ্রৌপদী।
বিধি হে! তোমারি কার্য্য সব!

ভীষ্ম। শুন শুন রাজন্য-সমাজ!
জান সবে, আজীবন দারত্যাগী আমি,
কঠোর কৌমার্য্যব্রত করি অনুষ্ঠান।
লক্ষ্য-বিন্ধিবারে যদি হইহে সক্ষম,
কন্যারত্ন করিব প্রদান
আমার শ্রীমান্ পৌত্র দুর্য্যোধন-করে।

কীচক। আগে ত বিন্ধুন লক্ষ্য,
তারপর যারে ইচ্ছা করিবেন দান,
বুক পেতে ল'বে সেই মহা ভাগ্যবান্!

(ভীষ্মের ধনু উত্তোলন, জ্যারোপণ এবং পুনঃ পুনঃ টঙ্কার প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণ। একি ভাই শিখণ্ডী-কুমার!
তোমার ভগ্নীর স্বয়ম্বর ;

এমন গোপনে থাকা তোমার কি সাজে ?
ভয় কি ? সম্মুখে স'রে এস।

(সম্মুখভাগে শিখণ্ডীর উপবেশন)

শকুনি। এই দেখ, হ'লনা বাবাজী ?
ব্যস্ত হ'য়ে পড় কেন এত ?
দ্রৌপদী এলনা ঘরে ? তা—তা—
আমিই নৈ' আসি—আর কেউ নিয়ে আসে।

(ভীষ্মদেব ধনুতে বাণ যোজনা করত পুনঃ পুনঃ অতি ঘোর বজ্রনাদে টঙ্কার দিয়া, জলপাত্র নিকটে আগমন পূর্ব্বক সহসা সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখিয়া)

ভীষ্ম। নারায়ণ—নারায়ণ !
ছি ছি ! ঘোর অমঙ্গল সম্মুখে আমার !

(ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ)

শকুনি। কি হ'ল কি হ'ল ওকি ?
ভীষ্মদেব ধনুঃশর করিলেন ত্যাগ ?
ওঃ শিখণ্ডীরে দেখে ! নপুংসক কিনা ?
তাই ত্যজিলেন ধনু ভীষ্ম মহামনা !
"ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে নাছাড়ে ধনুঃশর ॥"
বস্—বস্—আর কি ? দ্রৌপদী ঘরে গেল ?

দুঃশাসন। দেখ দেখি অন্যায় মাতুল ?
অলক্ষণ হেনকালে কোথা থেকে এল ?
হ'য়েও হ'লনা মামা ? যা থাকে কপালে !
তুমি একবার—
চেষ্টা ক'রে দেখ বীরবর।

কীচক। হাঁ—হাঁ—তুমি আর বাকী থাক কেন?

শকুনি। তা কি আর পারিনারে বাবা?
তবে কথাটা কি জান?
কাল সেই রাত্রিকালে,
অর্থাৎ শয়ন-কালে, বাপ্‌রে আমার!
গৃহের কবাটে এই খিল দিতে গিয়ে—
হাতের খিল্‌টে ন'ড়ে গেছে।
তা না হ'লে আমি আর পারিনা বাবাজী?

কীচক। বেশ বেশ! এমনই বীর বটে তুমি!

শকুনি। কেন হে কীচক বীর? পরিহাস কেন?
তুমিও রাজার যাই—আমিও ত তাই?
তোমারও যেমন গতি, আমারও তেমতি?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাই ত! কি করি পিতৃদেব?
ভীষ্মদেব(ও) হ'লেন বিমুখ?
ক্ষত্রিয়-সমাজে আর কেবা আছে বীর?
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর তবে কি হ'বেনা?
তবে কি নিস্ফল হ'ল এত আয়োজন?

দ্রুপদ। তবে কি হইবে প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন?
লক্ষ লক্ষ ভারত-ভূপেশ—
এ সভায় সমাবিষ্ট মম ভাগ্যফলে।
অবশিষ্ট ধনুর্দ্ধর দলে,
নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে আছেন বসিয়ে,
আর কেহ উঠিতে না চান;
বল ভগবান্,
অতঃপর কি করা উচিত?

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ভয় নাই ভয় নাই শুন যজ্ঞসেন!
অবশ্য পা'বেন পতি কন্যা যাজ্ঞসেনী
লক্ষ্য-বিদ্ধ-পণ বিনিময়ে!

শুন যুবরাজ !
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি
সমবেত এ সভায় দেব-কৃপা-বলে।
সবাকারে কর আবাহন,
অবশ্যই কার্য্যোদ্ধার হ'বে !

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ভো-ভো সভাস্থমণ্ডলি !
অবধান কর মোর ভাষে ;—
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র যেই জাতি হও,
যে বিন্ধিবে মৎস্য-চক্ষু ছিদ্র অতিক্রমি,
আমার ভগিনী এই কৃষ্ণা-সুকুমারী,
তখনি তাহারি গলে কৈ'বে মাল্যদান !

(দ্রোণাচার্য্যের গাত্রোত্থান)

শকুনি। তবে না কি হ'বেনা বাবাজী ?
দ্রৌপদী না হাতছাড়া হয় ?
যে দিকেই হোক্,—
শুন দুর্য্যোধন বাবা !
তোমারি কপালে লেগে যাবে !
ভীষ্মের ভীরুকুটী এত নয়,
গুণে গুণে পা বাড়িয়ে যান,—
কখন কি হ'বে অমঙ্গল
খসে যাবে হাতের ধনুক হাত হ'তে ?
এবার দ্রোণের বল,—
মনে ঠিক্ দিয়ে রেখো—কৃষ্ণা এল ব'লে !

কীচক। বৃদ্ধ হ'লে—শক্তি-হীন হ'লে
এতই কি কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হ'তে হয় ?
বলি দ্রোণ মহাশয় !
আর কেন ? চুপচাপ বসুন না চেপে,

এত ক্ষ্যেপে যাওয়া এত সুলক্ষণ নয় ?
অমন সোণার পদ্মটিরে
ব্রাহ্মণী করিবে বাবা, একি প্রাণে সয় ?

দ্রোণাচার্য্য। কন্যারত্নে কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন,
শুন সভাস্থ-সজ্জন!
মহারাজ যজ্ঞসেন বাল্যবন্ধু মম,
কৃষ্ণায় কন্যাত্ব ভাব সর্ব্বদা আমার!
আমা হ'তে যদি এবে লক্ষ্য-বিদ্ধ হয়,
আমার প্রতিপালক রাজা দুর্য্যোধনে,
কন্যাধনে করিব অর্পণ।
ইথে সবে অনুমতি করুন আমায়।

সকলে। তথাস্তু—তথাস্তু—যাহা তব অভিরুচি!

শ্রীকৃষ্ণ। (বিষ্ণু-ভাবাবেশে)
সৃষ্টির প্রারম্ভে কভু প্রলয় সম্ভবে ?
বিধাতার অকাট্য বিধান—
কার সাধ্য কেবা করে আন ?
ঘটনার এই ত অমোঘ-সূত্রপাত!
দৃষ্টিপাত কর দিব্য-আঁখি,
দেখ দেখ সুদূর ঘটনাচক্র ঘোরে!
মেরুদণ্ড তুমি সীমন্তিনী;
কার্য্যক্ষেত্রে মহাবীজ-স্বরূপিণী হ'য়ে
অন্তরাল শোভে কি তোমার প্রাণসখি ?
প্রেমময়ী লক্ষ্মী-অংশীভূতা মহাদেবি!
আর কতক্ষণ র'বে আঁধারে একাকী ?
শ্রীহীন-কাঙ্গালগণে দাওলো বিভূতি।
লক্ষ্মীশ্রী হইয়ে প্রিয়তমে!
কাঙ্গালের বামে ব'সে বিশ্ব আলো কর!
যাও যাও চক্র-সুদর্শন!

আবরণ অদর্শন কর মীন-আঁখি,
দ্রোণের দারুণ বাণ কর পরাভব।

দ্রোণাচার্য্য। মহামতি ভীষ্মের প্রদত্ত ধনুর্গুণ,
বাম করে তুলি ধনু করিনু নিগুণ।

(জ্যারোপণ করত অতি ঘোর শব্দে টঙ্কার দিয়া হেঁটমুণ্ডে জলছায়া দর্শনে শরত্যাগ, চতুর্দ্দিকে কোলাহল, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি)

শকুনি। চলে গেছে—চলে গেছে বাণ চলে গেছে!
কি ভয় কি ভয়—লক্ষ্য বিঁধেছে বিঁধেছে!
জয় আচার্য্যের জয়—জয় কৌরবের জয়!
চলে এস চলে এস—কোথা হে দ্রৌপদি!
পাটরাণী হবে যদি, বাবাজীর গলে—
মালা দাও—বরমালা দাও!

শিশুপাল। অত কেন লম্ফ ঝম্ফ বাপু!
কোথায় বিঁধেছে লক্ষ্য?
এই ত পড়িল বাণ মহাচক্র ঠেকি?

শকুনি। এঁ্যা—এঁ্যা—তাইত! তাইত!

(অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সভাস্থলে পুনরাসীন; সক্রোধে অশ্বত্থামার উত্থান)

অশ্বত্থামা। দৈবাৎ—

শকুনি। এইবার কি হয়—কে রাখে শিশুপাল?
উঠিল বাপের বেটা, বীর অশ্বত্থামা!
কোন্‌দিকে যা'বে বাবা? যেইদিকে চা'বে,
বাবাজীর জয় জয়কার!
দেখা যাক্ এবার কি হয়!

অশ্বত্থামা। দৈবাৎ পিতার বাণ হইল অক্ষম!
কিন্তু মোর হাতে আর নাহি অব্যাহতি!
মিল আঁখি জগতের লোক!
এখনি বিন্ধিয়া লক্ষ্য মৎস্যের নয়ন,
দুর্য্যোধনে কন্যাধনে করিব অর্পণ।

(কথিত উপায়ে আকর্ণ পূরিয়া লক্ষ্যপ্রতি শরসন্ধান, ঘূর্ণমান চক্রে ঠেকিয়া বাণ খান খান হইয়া ভূমিতলে পতন)

কীচক। দেখেছ, বীরের বেটা বীর!
হাজার হউক, পিতার সুপুত্র কিনা!!
দ্বিগুণ দেহের বল পেয়ে
খান খান হয়ে গেল বাণ!

কর্ণ। (সক্রোধে)
বার বার কীচকের মর্ম্মভেদী বাণী
আর নাহি সহ্য হয় প্রাণে!
আরে আরে একি লজ্জাকর!
দ্রোণাচার্য্য আদি
মহা মহা অগ্রগণ্য বীরেন্দ্রসমাজ
আজ এ সামান্য লক্ষ্য-ভেদে
এতই অক্ষম? ছি ছি! ধিক্ ধিক্ প্রাণে!
কিছু মাত্র লজ্জা নাই?
এখনও বসে আছ এই সভাতলে?
আরে রে নির্লজ্জগণ! যমুনার জলে
ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মর গিয়ে,
কোন্ মুখে লোকালয়ে পশিবে আবার?

শকুনি। বলত বলত বাবা! খুব হেঁকে বল!
সব যাক্—মরুক যমুনা-জলে ডুবে,

কেবল আমরা বেঁচে থাকি!
বিঁধে ফেল বাবা, মাছটারে বিঁধে ফেল, বাবা!
বউমারে দুর্য্যোধন বামে বসাইয়ে,
ঘরে নিয়ে যাই বাবা গোল মিটে যাক্!

(দম্ভের সহিত লক্ষ্য বিদ্ধকরণোদ্যোগ; ধৃষ্টদ্যুম্নের কর্ণে দ্রৌপদীর কোন কথা প্রকাশ করণ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। রহ রহ ক্ষান্ত হও দুর্য্যোধন-সখা!
দ্রৌপদীর ইচ্ছা নাই সূতের নন্দনে
বরণ করিতে পতি রূপে,
অতএব ক্ষান্ত হও লক্ষ্য-বিন্ধিবারে।

কর্ণ। জাতিভেদে—বর্ণভেদে
হীন মনে যদি ভাব হেন,
বীরত্ব পরীক্ষা করি',
হেন স্বয়ম্বর আড়ম্বর আয়োজনে
ছিল কিবা প্রয়োজন—
অথবা শূদ্রের আবাহন?
উচ্চবর্ণ উচ্চ অহঙ্কার
পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত আজি এ সভায়।
হীন জাতি সূত-সুত বোধে—তব ভগিনীর
এতই অবজ্ঞা যদি বীরত্বের প্রতি,
তবে আমি সূত্রধর্ হ'য়ে,
জীবন-নাটকে নান্দী সূত্রধার প্রায়
বৈবাহিক-যবনিকা করি উত্তোলন!
অথবা কি সূত্র হতে আমি সূত-সুত,
জানেন সূত্রের সূত্র প্রভু দিবাকর!
ধৃষ্টদ্যুম্ন! শুন মোর কথা;

তোমার সুন্দরী ভগিনীরে
আমার তিলেক মাত্র নাহি প্রয়োজন!
হাস্যময়ী পতিপ্রাণা পত্নী আছে ঘরে,
পদ্মাবতী নাম তাঁর—
কেনা জানে এই ধরাধামে?
কে ভাই উভয় মাঝে—
উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে
কপটে কাটাতে চায় কাল?
পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্য্যোধন-বান্ধবের মত
আমারও ওই মত,
দ্রৌপদীরে জয় ক'রে দিব মিত্র-করে!

শ্রীকৃষ্ণ। (বিষ্ণু-ভাবাবেশে)
দাম্ভিকের সুন্দর বিন্যাস!
অন্যায় অথবা ন্যায়—সত্য কোন্ দিক?
সত্যে যদি ঘটে বিপর্য্যয়,
সহস্র সত্যের চেয়ে এক মিথ্যা ভাল!
যদি কভু সত্যের বিকাশে
বিরাজে সমাজে কভু বিপ্লবের ছবি,
মানুষ দানব হয়ে যায়,
সে সত্য আঁধারাবাসে থাক্ লুকাইত।
মরি মরি সত্য মিথ্যা একত্রে মিশ্রণ!
এক চ'খে হাসি হাসে!
অন্য চ'খে অশ্রুভাসে!
রহো রহো সুদর্শন,
আবরণ করে থাক মৎস্যের নয়ন!
বৈকর্ত্তন—ব্যর্থ-বাণ কর অবহেলে!

দুর্য্যোধন। লক্ষ্য-বিদ্ধ কর মহাবীর,
আর হেন অপমান সহ্য নাহি হয়!

(জলছায়া দর্শনে কর্ণের আকর্ণ পূরিয়া শরত্যাগ
এবং চক্রে ঠেকিয়া ভগ্ন বাণ
সভাতলে পতন)

সুশর্ম্মা। তবে আর স্বয়ম্বরে বৃথা অধিষ্ঠান;
স্বস্থানে প্রস্থান কর, উঠ রাজগণ!
শেষ আশাটুকু গেল বাতাসে মিশিয়ে!
মহারাজ! ভাগ্যে নাই জামাতা তোমার
হয় ছাড় লক্ষ্য-বিদ্ধপণ,
সোজাসুজী কর স্বয়ম্বর,
নয় ওই ধনুটোর লোহার গলায়
মালা দান করুন পাঞ্চাল-বালা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি আশ্চর্য্য! নির্ব্বীর্য্যা কি
বীরভোগ্যা বীরপ্রসূ এই বসুন্ধরা?
দ্বিজ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র আদি—আচণ্ডাল—
যে যথায় ব'সে আছ এই সভাতলে,
উঠ উঠ কর গাত্রোত্থান!
থেক'না নীরব আর কেবা আছ বীর!
তীর বিদ্ধ করি লক্ষ্য লক্ষ-পূজ্য হ'য়ে,
পাঞ্চালীরে পত্নী ব'লে করহ গ্রহণ!

(চতুর্দ্দিকে কোলাহল, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি;—শ্রীকৃষ্ণের
ঘন ঘন পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ)

অর্জ্জুন। "উঠ—উঠ" কে আমায় বলে?
সুগম্ভীর শঙ্খনাদ মাঝে,
মৃদুল-মূর্চ্ছনা-মধু বাঁশরীর তানে
উৎসাহ বীরত্ব তেজ সোহাগ আদরে,
কে আমার প্রাণে এসে "উঠ—উঠ" বলে?



আহা, কে তুমি ? মোহন-মূর্ত্তি ধ'রে
প্রেমানন্দে নৃত্য কর অন্তরে আমার ?
মরি মরি ! প্রাণ ভরে গেল।
হে আর্য্য ! অগ্রজ পূজ্যপাদ !
আশীর্ব্বাদ অনুমতি হয় যদি দাসে,
তবে কি করিব গাত্রোত্থান ?

যুধিষ্ঠির। কেমন, কি বল ভাই ভীম ?
এইত সম্মুখে—সুসময় শুভক্ষণ !

ভীম। তার আর কথা আছে দাদা ?

(যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে অর্জ্জুনের গাত্রোত্থান)

১ম ব্রাহ্মণ। আরে আরে,—তুমি কোথা যাও ?
ব'সে যাও—ব'সে যাও !
এখনো বিস্তর বীর ব'সে আছে হেথা !
এ'রি মধ্যে স্বয়ম্বর দেখা—শেষ নাকি ?

২য় ব্রাহ্মণ। সত্যই কি রাজবালা র'বেন অনূঢ়া ?
আজ যাহা হয় শেষ হ'বে !
অবশ্য কেহ না কেহ লক্ষ্যভেদ করি'
দ্রৌপদীরে নিয়ে চ'লে যাবে !
তার—প—রে দানারম্ভ হ'বে।
এখন এ'মধ্যে তুমি ঘরে যাও কি হে ?

অর্জ্জুন। ওই শুনিছনা কাণে পাঞ্চাল-তনয়
সবাকারে করে আবাহন ?
লক্ষ্য-বিদ্ধ হেতু আমি করিহে গমন ;
আশীর্ব্বাদ কর দ্বিজগণ !
মনস্কাম পূর্ণ যেন হয়।

৩য় ব্রাহ্মণ। ও বাবা ! সাহস মন্দ নয় !
চেপে ব'স—চেপে ব'স কর কি বাতুল !




এখনি প্রতুল হ'বে,
একথা এন'না মুখে আর !

৪র্থ ব্রাহ্মণ। এঁ্যা—এঁ্যা—বলে কি হে ?
লক্ষ্য-বিন্ধিবারে চায় নাকি ?
হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা
কোথাকার লোক তুমি বাপু ?

১ম ব্রাহ্মণ। কি কথায় কি উত্তর কর ?
আরে না না, কেহই বোঝনা,
ভিক্ষুক নিরাশ হ'য়ে ঘরে ফিরে যায়।
আরে, আর কিছুক্ষণ চেপে ব'স না হে !
দেখনা কি হয় শেষে,—
মুক্তহস্ত কেহই হ'বেনা,
হাতেতে কিছু না কিছু নিশ্চয় পাইবে।

অর্জ্জুন। দান গ্রহণের মোর নাহি অভিলাষ,
আমি যাই লক্ষ্য-বিদ্ধ হেতু।

১ম ব্রাহ্মণ। দান নিতে আসা নয়,
তবে কি করিতে এসেছ হেথায় বাপু ?
তোমার ও ছিন্ন-কন্থাখানি
পাঞ্চালের অধীশ্বরে দিয়ে যাবে নাকি ?
কোথাকার নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ তুমি—এঁ্যা !!

৪র্থ ব্রাহ্মণ। আরে, তারপরে—
ও কি বলে শুনিছনা দাদা ?
ও চায় বিন্ধিতে লক্ষ্য মৎস্যের নয়ন !
কতরূপ র'য়েছে পাগল—কে—বা জানে ?

অর্জ্জুন। নহি আমি বাতুল উন্মাদ,
বাদ বিসম্বাদ কেন কর দ্বিজগণ ?
স্থির-চক্ষে কর নিরীক্ষণ,
এখনি বিন্ধিয়া লক্ষ্য কন্যা জয় করি !




১ম ব্রাহ্মণ। না বাপু, বিস্তর আমি দেখেছি পাগল;
তোমার মতন কিন্তু নির্লজ্জ উন্মাদ,
আমার প্রথম দেখা এই!
বলি হাঁ হে, খেয়েছ কি চক্ষু দুটো' মাথা?
মহাবীর ধুরন্ধর—
দ্রোণের প্রমুখ ওই কৌরবমণ্ডলী,
জরাসন্ধ শিশুপাল আদি
লক্ষ লক্ষ রাজা যাহে হইল অক্ষম,
তুমি ক্ষুদ্র, পথধূলি,
পথের কাঙ্গাল, অতি দীন হীন হ'য়ে
বিন্ধিবারে হও অগ্রসর?
এতেও বলিব আমি তুমি ঠিকে আছ?

৪র্থ ব্রাহ্মণ। বলি, তোমার কি আর কেহ নাই?
এমন উন্মাদ জনে একা ছেড়ে দেয়?

২য় ব্রাহ্মণ। আহা, ওরে—
বসাওনা টেনে জোর করে!
শেষে কি সকল দিক্ হারাইবে নাকি?

যুধিষ্ঠির। অপ্রসন্ন দ্বিজ প্রতি কেন দ্বিজগণ?
শক্তি অনুসারে সবে কার্য্য ক'রে থাকে,—
বাধা দানে তাহে কিবা ফল?

১ম ব্রাহ্মণ। বলি,—
তুমিও কি একদেশে বাস কর নাকি?
ভাগাভাগী ক'রে—
আসিয়াছ ভিক্ষা লভিবারে?
এসব ব্যাপার কি হে?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। নর মাত্রে যে জাতিই হও,
এস, যে আছ সভায়,

শরাঘাতে লক্ষ্যভেদ করি
লাভ কর দ্রুপদ-দুহিতা।

(পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি)

অর্জ্জুন। অতি সুমধুর দূর-বাঁশরীর তানে,
ওই দাদা, ওই ওই ডাকে কে আমারে!
কে আমার প্রাণের মাঝারে এসে
বুক দিয়ে ঠেলে তুলে দেয়,
স্থির হ'য়ে নীরবে বসিতে
আমার যে শক্তি নাহি আর?

ভীম। যে যা বলে বলুক, শুননা ধনঞ্জয়!
বীরবলে হও আগুয়ান,
আমি আছি পশ্চাতে তোমার,
যাও—গিয়ে লক্ষ্যভেদ কর!

যুধিষ্ঠির। জননীর পাদপদ্ম স্মরি,
যাও প্রাণাধিক!
অধিক কি কব ভাই,
ধর্ম্মের প্রসাদে—
অবশ্যই হ'বে তুমি সিদ্ধ মনোরথ!

(অর্জ্জুনের পুনঃ গাত্রোত্থান)

১ম ব্রাহ্মণ। নাঃ, এক পাগল হ'তে
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি আজ!
কোথাকার আপদ জুটিলে তুমি বাপু?
বহু দূর হ'তে—বহু আশা ক'রে
বিস্তর ভিক্ষুক দীন—বিস্তর ব্রাহ্মণ
আসিয়াছে কল্পতরু রাজার সভায়,
তুমি একা, সব দিকে মাথা খেয়ে দিলে?
অবশেষে তোমা হ'তে অপমান হ'য়ে,

ম্লানমুখে মুক্তহস্তে ঘরে ফিরে যা'বে ?
যদি ভাল চাও—
এখনো সভায় ব'সে পড় ; নহে—
ঘাড় ধ'রে দূর ক'রে দিব হেথা হ'তে !

৫ম ব্রাহ্মণ। তুমিই বা কেন এত রাগারাগী কর ?
পাগল ছাগল যাই হ'ক্,
ইও- একা হাস্যাস্পদ হ'বে !
যাক্‌না—যেথানে যায় ! রাজার সম্মুখে
পাবে কি নিস্তার আর ?
শূলে যাক্—কারাগারে যাক্—
অথবা যমের বাড়ী যাক্—
যাহা হয়—একটা ত' হ'বে ?
দেখইনা ব'সে ব'সে !

ধৃষ্টদ্যুম্ন। প্রতিহারী, ওদিকে কিসের গণ্ডগোল ?

প্রতিহারী। যুবরাজ ! করি নিবেদন ;—
এক অতি অবাধ্য ভিক্ষুক
উন্মাদ কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ—
লক্ষ্য বিন্ধিবারে চায় !
অন্য অন্য সজ্জন-ব্রাহ্মণ
পুনঃ পুনঃ করে নিবারণ ;
কিন্তু তবু নাহি মানা শুনে,—
যুবরাজ ! দেখুন অদূরে ওই আসে।

(ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের লক্ষ্যস্থলে আগমন)

সভাস্থ সকলে। (হোঃ হোঃ রবে উচ্চহাস্য)

সুশর্ম্মা। কে হে তুমি ?
এ পথে কোথায় যাও বাপু ?
কোন্ দেশী সভ্যতা তোমার ?

দেখিতেছি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বেশী তুমি ;
মহামান্য নিমন্ত্রিত রাজগণ কাছে—
এই কি সময় বাপু ভিক্ষা লইবার ?

অর্জ্জুন। ভিক্ষা হেতু আগমন নহে মহাশয় !
আসিতেছি লক্ষ্য-বিন্ধিবারে !

সুশর্ম্মা। ও বাবা ! কথার ছন্দ তেজ দম্ভ দেখ !
এঁ্যা—এঁ্যা—বল কি হে বাপু ?
কিরূপ বাতুল তুমি ?
অবাক্—অবাক্ বাবা !

কীচক। কি কি কি কি—কি বলে ব্রাহ্মণ ?

সুশর্ম্মা। আরে, লক্ষ্য-বিন্ধিবারে চায় ?

কীচক। বটে বটে ! মস্ত বীর তবে ত' ভিক্ষুক ?
ও বাপু ! ধনুকটারে দেখেছে ত' চোখে ?
ওটা, ফলাহার-পাত্র কিম্বা দধিভাণ্ড নয়,
এ বড় বিষম ঠাঁই !

শল্য। বাক্যব্যয় কার সনে করহে তোমরা ?
ওটা নিতান্ত উন্মাদ !
কি আশ্চর্য্য !
এ দেশের ভিক্ষুকের এত স্পর্দ্ধা তেজ ?
এই সম্ভ্রান্ত-সমাজে—
এখনো সাহস ভরে আছে দাঁড়াইয়ে ?

শকুনি। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ মিলে গেছে !
বাহবা—বাহবা—
ও বাবাজী দুঃশাসন !
এই এতক্ষণে তেড়ে রঙ্গ চড়ে গেল !
যে কর্ম্ম যেমন,
প্রতিফল তাহারি তেমন ;
দ্রুপদের তা না হ'লে মান বাড়ে কিসে ?

বুঝেছ ? সভার কোন বুদ্ধিমান রাজা,
তোমাদের মুখোজ্জ্বল দেখে,
একটা পাগল ছেড়ে দে'ছে !
ও বাবাজী দুর্য্যোধন !
তুমিও এমনি তার প্রত্যুত্তর দাও !
তোমার নিকৃষ্ট কোন অধম বাহকে,
ওই পাগলের পাশে দাও ছেড়ে দাও !
সেটাও অম্‌নি ক'রে বলুক দাঁড়িয়ে,—
"আসিতেছি লক্ষ্য-বিন্ধিবারে।"
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বড় মজা হ'বে,
আরো খুব রঙ্গ বেঁধে যাবে!

জনৈক ব্রাহ্মণ। উন্মাদে উন্মাদ ভাবে—
বধিরে বধির ভাবে প্রকৃতি-নিয়ম।
তা না হ'লে একি কথা কহ নৃপগণ ?
মহা মহা ধনুর্দ্ধর বীরেন্দ্র-নিকর
যে কাজে লজ্জিত পরাজিত,
সে কাজে জনৈক হীন নগণ্য ভিক্ষুক
উৎসাহে ধাবিত হয়,
তাহে সবে কেন দাও নীচ-নিরুৎসাহ ?
উচ্চতার চিহ্ন এত নয়,—
এই কিহে মহতের মহত্ত্ব-বিকাশ ?
বিশেষতঃ এই—
পীনস্কন্ধ আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু—
প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি গজেন্দ্র-বিক্রম
অনুপম মহাধনুর্দ্ধর—
মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের তপনের প্রায়
জটাজূটধারী সুব্রাহ্মণে,
উন্মাদ বাতুল ব'লে জ্ঞান কর সবে ?



ছি ছি ছি ছি!
হা ধিক্—হা ধিক্—বীরগণ!
লজ্জা নাই? তাহে পুনঃ কর পরিহাস?
আচণ্ডাল এ সভায় যেথানে যে আছে,
সকলেই অধুনা সাদরে নিমন্ত্রিত—
যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন কাছে!
'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যেবা হ'ক্,
যে বিন্ধিবে মহালক্ষ্য এই,
সেই হ'বে রাজকন্যা-পতি,'
এই যদি নৃপতির পণ,
তবে আত্ম-অহঙ্কারে স্ফীত হ'য়ে
ব্রাহ্মণেরে কেন উপহাস?
এ কর্ম্ম কি বাতুলের সাজে?
বীর্য্যবান ব্রাহ্মণের হেরি অধ্যবসা',
স্পষ্টই হ'তেছে জ্ঞান, হইতেছে আশা,
যারে সবে হীন দীন উন্মাদ ভাব,
সেই নগণ্য ভিক্ষুক দ্বিজ লক্ষ্যভেদ করি
লক্ষ লক্ষ রাজগণ মাঝে—
রাজকন্যা দ্রৌপদীরে করিবে অর্জ্জন।

মহর্ষিগণ। সাধু—সাধু—সাধু!—

ব্রাহ্মণগণ। যাও যাও দ্বিজবর! কর লক্ষ্যভেদ,
তোমা হ'তে ব্রাহ্মণের বাড়ুক সম্মান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। হে ব্রাহ্মণ! হও তবে আগুয়ান্;
হের এই ধনুর্ব্বাণ, আর জলাধার!
ঊর্দ্ধেতে দ্বি-অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত—
মধ্যছিদ্র মহাচক্র বেগে বিঘূর্ণিত;
তদুপরি দ্বি-অর্দ্ধক্রোশের উচ্চভাগে
মৎস্য-চক্ষু হ'তেছে লক্ষিত,—



নেহার পতিত-ছায়া জলাধার-জলে।
শক্তি থাকে যদি,
বিদ্ধ করি এই মীন-আঁখি,
দ্রৌপদীরে পত্নী ব'লে করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। অনুকূল হও প্রভু দেব-দিগম্বর!
দেহ বল এ দাসের ক্ষুদ্র দেহমাঝে,
ভক্তেরে সঙ্কটে রাখ সঙ্কট-নিবারি!
লক্ষ্য-বিদ্ধ হয় যেন তব করুণায়।

(এই বলিতে বলিতে তিনবার ধনুক প্রদক্ষিণ করিয়া কর্ণদত্ত গুণ খসাইয়া—অনায়াসে গুণ প্রদানান্তর ঘোর শব্দে অর্জ্জুনের পুনঃ পুনঃ টঙ্কার প্রদান। চতুর্দ্দিকে বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি; শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ)

কি করি—কি করি!
পূজ্যপাদ গুরুদেব—
দ্রোণাচার্য্য সভাতলে বসি;
গুরু-পাদপদ্ম দুইখানি—
বাণযোগে না করিয়ে পূজা,
কেমনে ধরিব ধনুর্ব্বাণ?
এত রীতি নয়?
শিক্ষাদান কালে
আদেশিলা মম গুরুবর,
রহিলে সম্মুখে আমি,
বাণযোগে পাদপূজা না করি আমার—
ধনুর্ব্বাণ ক'র'না ধারণ!
তা হইলে কোন কার্য্য হ'বেনা পূরণ।"

এই অতি নিদারুণ অর্থকষ্ট-স্থলে,
কেমনে প্রকাশ করি ছদ্ম-পরিচয় ?
এদিকে অপূর্ণ হয় মম মনোরথ !
উভয়-সঙ্কট মোর—কোন্ দিকে যাই ?
হা গুরুদেব ! ইষ্টদেব তুমি এ সংসারে !
মম শুভাশুভ ভার,
তব প্রতি সদাই অর্পিত !
এ কিঙ্কর পাদপদ্ম করিছে বন্দনা,
যেবা হয় তুমি ক'রো,—
কিছুই জানিনা আমি, তুমি ইচ্ছাময় !

(অলক্ষ্যে বাণযোগে দ্রোণাচার্য্যের
পাদবন্দনা,—শিহরিয়া—

দ্রোণাচার্য্য। স্বগত) কে রে !
আমার যুগল পদে—
অপূর্ব্ব শিক্ষার বলে করে বাণপূজা ?
এ পূজার অদ্ভুত পদ্ধতি
প্রাণ সম প্রিয়শিষ্য ধনঞ্জয় বিনা
ধরাধামে কেহ ত জানেনা ?
জয় জয় জনার্দ্দন—জয় ভগবন !
চিনেছি চিনেছি তোরে ওরে ছদ্মবেশি !
দ্রোণের প্রাণের প্রাণ ওরে প্রিয়তম !
অর্জ্জুন কি তুই বাবা ?
ও বাবা ! জীবিত আছ তুমি ?
পুণ্যময়ী মা জননী কুন্তীদেবী সনে
আর ভ্রাতৃ চতুষ্টয় ল'য়ে—
সেই পাপ গৃহদাহ হ'তে
প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছ বাপ্ ?

প্রাণ ভরি' করি আশীর্ব্বাদ!
অনায়াসে লক্ষ্য-ভেদ করি
রাজ্যেশ্বরী করি দ্রৌপদীরে,
রাজ-রাজেশ্বর হও এ সংসার মাঝে!
দেখ দেখ কুরুপিতামহ!
একবার চেয়ে দেখ ওহে ভীষ্মদেব!
এই স্বয়ম্বর-স্থলে অর্জ্জুন এসেছে!
ওই দেখ নীলকান্তি, নীলমণি জিনি'—
সেই বিশ্বআলোকরারূপ ভস্মে চাপা দিয়ে—
দাঁড়িয়েছে ধনুর্ব্বাণ ধ'রে!
ধনঞ্জয় সে রূপ লুকায়ে—
যোগী সেজে আমারে কি ভুলাইতে পারে?

ভীষ্ম। আহা, কি বল হে আচার্য্য-প্রবীণ!
বৃথা বিনয়-প্রবোধে
আর কি ভোলে হে এই সন্তপ্ত হৃদয়?
ধরাধামে আছে ধনঞ্জয়,
এ কথা কি হয় হে প্রত্যয়?
আর কি সে পাণ্ডবের চন্দ্রানন চুমি'
প্রেমানন্দে ভোর র'ব আত্মহারা হ'য়ে?
রাজলক্ষ্মী বধূমাতা কুন্তিভোজসুতা
এ সংসারে আছেন জীবিতা?

দ্রোণাচার্য্য। শোক ত্যজ মহামতি!
আমি সুনিশ্চয় কহি, ওই সে অর্জ্জুন!
আর মোর নাহিক সন্তাপ।
দেখিবেন, অচিরে ফাল্গুনী
এই মহালক্ষ্য বিদ্ধ করি'
লভিবে দ্রুপদ-নন্দিনীরে।

ভীষ্ম। তব বাক্য হউক সফল মহাত্মন্!

যদি এই জটাধারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
ছদ্মবেশী হয় ধনঞ্জয়,—
তবে সুনিশ্চয়—
অচিরে হইবে জয়বান,
ইথে আর নাহিক সংশয়।
ঘটনার চরম বিকাশ,—
মিলনের অত্যদ্ভুত খেলা!
জয় সত্য—অবিনাশ জ্যোতিঃ!
নির্ম্মল পবিত্র ভাতি
স্তূপ স্তূপ মহা অন্ধকারে
চাপা দিয়ে রাখা যায় কভু?
অন্তর্দ্ধান কর সুদর্শন!
পরিষ্কার করি' গম্যপথ
লক্ষ্য-বিদ্ধ দেখ দেখ লোকসাক্ষী হ'য়ে!

সুশর্ম্মা। বলি ও ব্রাহ্মণ!
এতক্ষণে ভয় হ'ল নাকি?
এখন দেখিলে বাপু! একি ছেলেখেলা?

অর্জ্জুন। জয় ধর্ম্ম! জয় মা জননি!

(জলপাত্র-ছায়া দর্শনে হেঁটমুখে অতি ঘোরশব্দে তীরত্যাগ, মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধকরণ; চতুর্দ্দিকে ঘোর কোলাহল এবং পুরাভ্যন্তরে ঘন ঘন শঙ্খনাদ, আকাশ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি পতন, শ্রীকৃষ্ণের ঘন ঘন পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ ইত্যাদি)

সকলে। বিধেছে বিধেছে লক্ষ্য বিঁধেছে বিঁধেছে!
জয় দ্বিজরাজ! জয় হে দ্রুপদরাজ!
এস এস বালা যাজ্ঞসেনি!
মালা দাও—মালা দাও—ভিখারীর গলে!

(ধীরে ধীরে দ্রৌপদীর আগমন এবং অর্জ্জুনের গলে মাল্য প্রদানোদ্যোগ; জরাসন্ধের ইঙ্গিতে নিরস্ত হওন)

ব্রাহ্মণগণ। কি হ'ল কি হ'ল ওকি!
কি হেতু নিরস্ত কন্যা মাল্য প্রদানিতে!
জরাসন্ধ। রহ রহ দ্রুপদ-কুমারি!
অগ্রসর হইওনা আর।
কোথায় বিঁধেছে লক্ষ্য—কি প্রমাণ তার?
হীনবল নির্ব্বোধ-ব্রাহ্মণ,
সাধ্য কি দুর্গম-লক্ষ্যে করে লক্ষ্যস্থির?
পুরুষত্ব বাহুবল কাছে—
মন্ত্র কি কুহক-বল তিষ্ঠে কতক্ষণ?
পঞ্চক্রোশ মহাশূন্যে লক্ষ্য অবস্থিত,
কেমনে নির্ণয় কর সে লক্ষ্য বিঁধেছে?
কোথা মৎস্য—কোথায় আমরা;—
কহ কহ বুদ্ধিমান নৃপতি-সমাজ!
ইহারে কি লক্ষ্য-বিদ্ধ বলে?
সকলে। কথন না—কথন না—হ'তেই পারেনা!
ও কথা—কথাই নয়!
লক্ষ্য-বিদ্ধ নয়, নয়, কথনই নয়।
শকুনি। বলিলেই হ'ল কিনা—বড় সোজা কথা!
বিরাট। কেন বৃথা কহ নৃপগণ?
প্রত্যক্ষ দেখিলে সবে, গভীর গর্জ্জনে
উধাও ধাইল বাণ ছিদ্র-পথযোগে!
এই দেখ স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে জলে,
এস কৃষ্ণা, মালা দাও ভিক্ষুকের গলে!
শিশুপাল। সাবধান—সাবধান!

একপদ আগুয়ান হইওনা রমে !
কি প্রমাণ ওহে বৃদ্ধ ! লক্ষ্য যে বিঁধেছে ?

বিরাট । এই দেখ জলপাত্রে পূর্ণ প্রতিভাতে !

দুর্য্যোধন । অসম্ভব—অসম্ভব কথা !
কোথা ছায়া ? কিছুমাত্র নাহিক প্রমাণ !
দূর ক'রে দাও ভিক্ষুকেরে !
এত স্পর্দ্ধা ! এখনো দাঁড়িয়ে আছে হেথা ?
ধৃষ্টদ্যুম্ন ! ল'য়ে যাও তব ভগিনীরে
যথাস্থানে, পুনঃ কর আবাহন !

শিশুপাল । অথবা আবার যদি জ্যারোপণ করি
বিন্ধিবারে পারে ও ভিক্ষুক,
সত্য মিথ্যা তা হ'লে তখন বোঝা যাবে !

জরাসন্ধ । অতি সার সদ্‌যুক্তি তব শিশুপাল !
আবার বিন্ধুক দেখি—কত বড় বীর ?
এখনি কুহকমন্ত্র সব বোঝা যাবে !

অর্জ্জুন । কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর—
ওহে সত্যসন্ধ নৃপতি-নিকর ?
প্রত্যক্ষ প্রমাণ চিহ্নে কেন মিথ্যা ভাষ ?
মিথ্যার প্রশ্রয় কোথা—কোথা হয় জয় ?
একবিন্দু সত্যের স্ফুলিঙ্গমাত্রে যদি
মিথ্যার পর্ব্বত দিয়ে কর আবরণ,
অচিরাৎ ভস্মসাৎ হয় সে পর্ব্বত,
আগ্নেয় গিরির মহা অগ্ন্যুদ্গাম প্রায় !
কিম্বা যদি মিথ্যার নিকৃষ্টবৃত্তি হ'য়ে
মহাসত্যে কর হেন নীচ অনাদর,
স্বার্থ হেতু ধর্ম্মে যদি কর পদাঘাত,
এখনি সত্যের বল দেখ পুনঃ সবে !
লক্ষবার জ্যারোপণ করি'

লক্ষবার বিন্ধিবারে পারি মীন-আঁখি,
বারেকের কথা কিবা বল ?
কিন্তু তাহে নাহি প্রয়োজন,—
পুনঃ পুনঃ লক্ষ্যের বিন্ধন
ক্ষত্রিয়ের সত্যপণ নহে ;
অথবা তা'তেই কেবা করিবে প্রত্যয় ?
যতবার আমা হ'তে লক্ষ্য-বিদ্ধ হবে,
ততবার মিথ্যা ব'লে করিবে প্রচার !
দেখ দেখ ভূপতি সকল !
অবহেলে মীনসহ মীনের নয়ন,
কাটিয়া পাড়িব সভাতলে ;—
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি'
সত্য মিথ্যা এখনি পাইবে সুপ্রমাণ।

(কথিত উপায়ে ঘোর গর্জ্জনে শরত্যাগ, অবিলম্বে মৎস্য কাটিয়া ভূমিতলে নিপাতন ; চতুর্দ্দিকে ঘোর কোলাহল, বাদ্যধ্বনি, শঙ্খনাদ, শূন্য হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি)

অন্যান্য সকলে। জয় জয় দ্বিজরাজ !
প্রমাণ প্রত্যক্ষে পরিণত !
এই দেখ—এই দেখ,
বাণ-বিদ্ধ মীন-আঁখি ভূতলে পতিত !
জরাসন্ধ। একি একি অত্যদ্ভুত অলৌকিক-বল !
সত্য কি ? অথবা স্বপ্ন দেখি !!
পথের ভিখারী হ'য়ে
লক্ষের বক্ষের রত্ন কাড়িল অনা'সে ?
ওহে মহারাজ যজ্ঞসেন !

হ'ল ভাল—হ'ল ভাল,—
জামাতা হইল ভ্রান্ত পথের কাঙ্গাল!

কীচক। যাক্—সব ভেসে গেল! আর কি—নিরাশা!
আর কোন বাধা নাই—এসলো সুন্দরি!
বরমাল্য দাও তুলে ভিখারীর গলে!

দ্রুপদ। কি হ'ল—কি হ'ল!
অবশেষে এই ছিল কৃষ্ণার কপালে,
সামান্য দরিদ্র ভিক্ষু হইল জামাতা?
হা হতবিধে!

ধৃষ্টদ্যুম্ন। হ'ল হ'ল সব হ'ল!
স্বয়ম্বর ফুরাইল!!
ভিক্ষুকের পত্নী হ'ল রাজার নন্দিনী!

শিশুপাল। আর বৃথা কাঁদিলে কি হ'বে?
ঠিক্ পেলে—কার্য্যের মতন প্রতিফল!
ওগো কন্যে! আর কেন আছ দাঁড়াইয়ে?
এখন ত মালা দান কর;
তারপর ভিখারিণী সেজো—
আর পথে পথে কেঁদো!—

দ্রৌপদী। ঈশ্বর! সহায় হও!

(অর্জ্জুনের গলে মাল্য প্রদানোদ্যোগ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইঙ্গিতে নিবৃত্ত হওন)

শকুনি। এই বাবা! পথে এসো চাঁদ!
ও বাবাজী—ও বাবাজী!
শীঘ্র এক কাজ কর—
এখনো উপায় আছে—পেলেও পেতেও পার!
ব্রাহ্মণ করিল মানা—বরমালা দিতে।
তার অর্থ বোঝনি কি বাবা?

ওটা পথের কাঙ্গাল,
রাজকন্যা নিয়ে ওর কোন্ কাজ হ'বে ?
কিছু বেশী অর্থ পেলে,
এখনি বেচিতে পারে !
হেথায় অগণ্য রাজা র'য়েছে বসিয়ে,
উহার মনের ভাব কেহই বোঝেনি।
তুমিই প্রথমে হাঁক কিছু বেশী পণে,
ঠিক্ তালে লেগে যাবে বাবা !

দুর্য্যোধন। তুমিই যা হয় কর,
বিঘূর্ণিত মস্তক আমার !

শকুনি। ওরে শোন্ শোন্ দূত !
শীঘ্র এই কথাগুলি
চুপি চুপি ব্রাহ্মণের কর্ণে গিয়া বল্ !

(কাণে কাণে প্রকাশ)

বুঝিলি ত—বুঝিলি ত ?

দূত। সমস্ত বুঝেছি প্রভো !

(অর্জ্জুনের নিকটে দূতের আগমন)

অবধান ব্রাহ্মণ-কুমার !
চক্রবর্ত্তী-সম্রাট ধনেন্দ্র দুর্য্যোধন
পাঠালেন তব কাছে অতি প্রয়োজনে;
কায়মনে পাল তাঁর অমূল্য আদেশ।
এই নব-জিতা কন্যা দ্রুপদ-বালারে
কি মূল্যে ছাড়িতে পার রাজ্যেশ্বর-পদে ?
বুঝে দেখ, পরম সৌভাগ্য আজি তব !
যদি ইচ্ছা কর, তাঁর সভামাঝে
হ'তে পার প্রধান সুমান্য পারিষদ,
নানা ধন রত্ন সনে রাজ্য বহুতর,

অথবা শতেক চাও সুবেশা সুন্দরী ?
কোন্ পণে বেচিতে পারহ দ্রৌপদীরে ?
আরেরে নিকৃষ্ট অনুচর !
কি কহিব, দূত তুই—অবধ্য আমার !
নহে এক পদাঘাতে
এখনি চূর্ণিত হ'ত ওই পাপমুখ !
যারে মূঢ় ! বল্ গিয়ে—
মহাপাপী নরকের কীট দুর্য্যোধনে,
কোন্ মূল্য পে'লে, মম পদে
সে তার আপন পত্নী এনে দিতে পারে ?
কি দিলে সে শঠ নরাধম,
অমাত্য বান্ধব শত সহোদর সনে
আমার কিঙ্কর হ'য়ে পদসেবা করে !!
ছলনায় রাজ্য লভি' এত অহঙ্কার ?
দূর হ'রে পাপসঙ্গী পাপ-অনুচর !
আরো তবে শুন শুন সভাস্থ-নিকর !
এই জিনিলাম আমি দ্রুপদ-নন্দিনী—
বাহুবলে লক্ষ্য-বিদ্ধ করি' !
যার যেবা আছে মনে সাধ' বিধিমতে,
চলিলাম নিজ স্থানে।

(দ্রৌপদীকে লইয়া সদম্ভে প্রস্থান)

কর্ণ। কি কি—এত স্পর্দ্ধা নীচ ভিক্ষুকের ?
মহারাজ দুর্য্যোধনে হেন কটুবাণী ?
চল সখা, চল চল কুরুবীরগণ !
অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণে
সমুচিত শাস্তি দিয়ে—কন্যা কাড়ি লই !

শকুনি। এইবার এতক্ষণে গড়াল' বাবাজী !

কোন্‌দিকে যাবে বাবা?
যেমন ক'রেই হোক্—দ্রুপদ-তনয়া
দ্রৌপদী, যাবেই যাবে তোমারি ভবনে।

কুরুপক্ষীয়গণ। জয় জয় মহারাজ দুর্য্যোধন-জয়!
বধ' বধ' দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণে!

(হুহুঙ্কার করিতে করিতে কুরুপক্ষীয়গণের সহিত কতিপয় রাজার প্রস্থান।)

জরাসন্ধ। বামনের হেন অহঙ্কার—
সহ্য নাহি হয় আর!
আরে মর্! শশধরে ধরিতে কামনা?
এস বীরগণ!
সদলে দ্রুপদপুরী করি আক্রমণ।
এ সকলি দ্রুপদের দোষ!
ভারতের রাজগণে মান হরিবারে,
অবশ্যই পূর্ব্বাবধি ছিল অভিপ্রায়।
দু'দলে বিভক্ত হও হে বীরেন্দ্রদল!
একদল দ্রুপদে সবংশে বিনাশিয়ে,
অন্যদল ব্রাহ্মণের সনে দ্রৌপদীরে
খণ্ড খণ্ড করি'—
রাজ্যদেশ করি' ছারখার,
ফিরে চল স্বধামে সকলে।
এস এস মুহূর্ত্ত না করি অতিপাত,
কোটী বজ্রাঘাত হানি দ্রৌপদীর বুকে!
অপমানে প্রাণহানি নীতিশাস্ত্রবাণী!

বহুকণ্ঠে। বধ' বধ' দ্রুপদের আত্মীয় স্বজনে,
অন্তঃপুর পোড়াও অনলে,
ছারখার কর রাজ্যপুরী!




ধৃষ্টদ্যুম্ন। পিতা—পিতা—
সসৈন্য প্রস্তুত হ'ন ত্বরা,
শীঘ্র যা'ন অন্তঃপুরে!
পুরীরক্ষা করুন সবলে,—
সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ হ'ল উপস্থিত!

দ্রুপদ। সাজ' সাজ' সৈন্যগণ—সাজ' সেনাপতি!
অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত নৃপতি দস্যুগণে—
সমুচিত শাস্তি দাও—রক্ষ' রাজপুরী!

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম! শীঘ্র যাও,
দ্রুপদের কর সহায়তা প্রাণপণে!
মোরা যাই অর্জ্জুনে রক্ষণে!
যাও—যাও—বিলম্ব না কর আর।

(মার মার শব্দে ভীমের উত্থান, রাজগণের সহিত ঘোরযুদ্ধ;
চতুর্দ্দিকে হাহাকার, আর্ত্তনাদ, কোলাহল;
রাজসভা ছিন্নভিন্ন হওন)

বলরাম। কহ কৃষ্ণ, কি হ'বে উপায়?
কেমনে বা ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর সনে—
রক্ষা পাবে এ ঘোর সমরে?
লক্ষ রাজা একত্রে মিশিল,
একেশ্বর কেমনে যুঝিবে ধনঞ্জয়?
এদিকে যে দ্রুপদের মহা সর্ব্বনাশ!

শ্রীকৃষ্ণ। কিছুমাত্র নাহি ভয়,
পাণ্ডবের অলৌকিক বল!
কার সাধ্য অর্জ্জুনেরে করে পরাঙ্মুখ?
ভীমার্জ্জুন নিমেষে লক্ষেরে বিনাশিবে।
এস দাদা, অলক্ষ্যে নেহারি মহারণ!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(অন্তঃপুরের সম্মুখ)

বেগে দ্রুপদ, সেনাপতি ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

দ্রুপদ। হা বীরেন্দ্র সত্যজিৎ!
সর্ব্বনাশ হ'ল উপস্থিত!
কে জানিত প্রলয় ঘটিবে—
দ্রৌপদীর শুভ স্বয়ম্বরে!
কি হ'বে—কি হ'বে—দ্রৌপদী আমার
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে!
ওরে, ভিখারীর গলে
পড়িল প্রাণের যাজ্ঞসেনী!
কি হ'লরে—কি হ'বে উপায়!
ওই দেখ সেনাপতি! আসে শিশুপাল—
জরাসন্ধ আদি মূর্খ নৃপতির পাল!
সাবধান! অন্তঃপুর কর রক্ষা সবে!

(জরাসন্ধ প্রভৃতি অগণ্য রাজার প্রবেশ)

জরাসন্ধ। আক্রম' হে শিশুপাল! সসৈন্য দ্রুপদে!
দুরাত্মারে সবংশেতে করিয়ে নিধন,
রাজরাণী আর আর পুরনারীগণে
কেশপাশে করিয়ে বন্ধন,
চল সবে ল'য়ে যাই নিজ নিজ ধামে।
চাহিনায়ে দ্রৌপদীরে—চাহি তার জননীরে!
কার্য্যের মতন তারে দেহ প্রতিফল!

সত্যজিৎ। এত স্পর্দ্ধা! নীচ মুখে হেন উচ্চভাষ!
যে মুখেতে হেন বাণী কৈলি উচ্চারণ,—
শতবার সেই মুখে করি পদাঘাত!
আরে মূর্খগণ!
এই কিরে ক্ষাত্রধর্ম্ম—বীরত্ব-বিধান!
সভামাঝে হ'য়ে অপমান,
এসেছিস্ বীরত্ব দেখাতে—
কুলাঙ্গনা ললনা-সমাজে?

শিশুপাল। চুপ্ কর্—পাপ-সহচর!
নীতিজ্ঞান হ'বেনা শেখাতে মো'সবারে;
যেমন রাজার তার তেম্নি সচিব!
কেন বৃথা কালব্যাজ কর বীরগণ?
একেবারে জ্বলন্ত উলুকা সম বেগে—
চল পড়ি পাপিষ্ঠের সৈন্যদল মাঝে!

(ঘোর হুহুঙ্কারে সৈন্যগণের উপরে পতন; উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ;—অবশেষে অত্যন্ত আহত হইয়া—)

সত্যজিৎ। প্রাণ যায় মহারাজ! আর রক্ষা নাই!
গেল গেল সব ছারেখারে!

(আহত হইয়া প্রস্থান ও সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দেওন)

জরাসন্ধ। এইবার কি হয়—কে রাখেরে দ্রুপদ?

(উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রুপদ পরাস্থ হওন)

কেমন, হ'ল ত পূর্ণ স্বয়ম্বর-সাধ?
এখনো হ'য়েছে কিরে!
হস্তপদ-বন্ধন দশায়—
থাক্ এই স্থানে ব'সে!
অচিরে দেখিবি মহাপাপী!

তোর রাণী, আর আর পুরনারীগণে
কেশে ধরি করিয়ে প্রহার—
তোর মুখ উজ্জ্বল করিয়ে
তোরই সম্মুখ দিয়ে বেঁধে ল'য়ে যাব!

(প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে সুশর্ম্মার প্রবেশ)

সুশর্ম্মা। ওদিকে শুনেছ কিছু জরাসন্ধ বীর!
উঠিতেছে অনিবার হাহাকার ধ্বনি
দ্রুপদের প্রজাদের প্রতি ঘরে ঘরে!
নগর সম্পূর্ণরূপে হ'য়েছে লুণ্ঠিত!
লক্ষ্য-বিদ্ধকারী সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ,
এতক্ষণে বোধ হয় হ'য়েছে পতিত
মহাবীর কর্ণের সমরে।
এই যে দ্রুপদরাজে ক'রেছ বন্ধন!
তবে আর কি হেতু বিলম্ব কর?
অন্তঃপুরে পশি'
নারীগণে চল বেঁধে আনি।
তারপর দ্রুপদের সমস্ত প্রাসাদ—
অগ্নি দানে করি ভস্মীভূত,
ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রৌপদী শিখণ্ডীসনে
দ্রুপদেরে পোড়া'ব অনলে!

সকলে। চল চল, অন্তঃপুর করি আক্রমণ।

(বেগে অন্তঃপুর মধ্যে রাজগণের প্রবেশ; নেপথ্যে বামাকণ্ঠে ঘোরতর হাহাকার; দ্রুপদ অস্থির হইয়া—)

দ্রুপদ। কি হ'ল—কি হ'ল ওরে!
হরিষেতে হলাহল সমুৎপন্ন হ'ল?
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এই লাভ হ'ল?




হা হরি ! বিপদহারী শ্রীমধুসূদন !
রক্ষা কর—রক্ষা কর দীন-দ্রুপদেরে,—
সবংশে নির্ব্বংশ হই আজ !

(প্রকাণ্ড বৃক্ষ স্কন্ধে করিয়া অতি ভীমমূর্ত্তি বেগে ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম । কোথা হ'তে উঠে আর্ত্তনাদ ?
এ কি ! মহাত্মা দ্রুপদরাজা বন্ধন দশায় ?
হেথা কি দস্যুর দল ক'রেছে প্রবেশ ?

দ্রুপদ । কে তুমি হে বীরেন্দ্র-পুরুষ !
রক্ষা কর আহত দ্রুপদে ।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র আদি
বহু বহু মহাবীর একত্রে মিশিয়া
এ অবস্থা ক'রেছে আমার ;
সেনাপতি সত্যজিৎ বিকলাঙ্গ হ'য়ে
অগণিত সৈন্যসনে ভঙ্গ দে'ছে রণে !
আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই ;
বর্ব্বর দস্যুর দল—
অন্তঃপুরে ক'রেছে প্রবেশ !
ওই শুন ঘন ঘোর ওঠে হাহাকার !
সাধ্য থাকে যদি,
বামাগণে করিয়ে উদ্ধার
সতীধর্ম্ম রক্ষা কর দেব !

(ইত্যবসরে দ্রুপদকে মুক্ত করিয়া)

ভীম । ভয় নাই—ভয় নাই—উঠ মহারাজ !
বীরবলে এস পশি অন্তঃপুর মাঝে ;
ব্রাহ্মণের হের ব্রহ্মবল !
নেহার এ নিস্পত্র প্রকাণ্ড তরুবর,

শমনের মৃত্যুদণ্ড প্রায়
দেখাইবে অচিরে যমের মৃত্যুদ্বার !
কি ভয় ? ধর্ম্মের জয় হেরিবে অচিরে !

(বেগে অন্তঃপুর মধ্যে উভয়ের প্রবেশ)

নেপথ্যে ভীম। (বজ্রকণ্ঠে)
আরে নরকের কীট মহাপাপিগণ !
ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম্ম ইহা ?
অন্তঃপুর-আবদ্ধা-মহিলাকুল মাঝে
এসেছিস্ বীরত্ব দেখাতে কোন্ মুখে ?
আরে পশু ! আরে চোর ! আরেরে লম্পট !
সতীধর্ম্মে কর হস্তক্ষেপ ?
দূর হ'রে দুরাত্মারা !
আজি দুর্দ্দম শমন—
মূর্ত্তিমান ত' সবার কাছে !

(দন্তবক্র প্রভৃতির অন্তঃপুর হইতে বেগে বহিরাগমন ;
মহামার করিতে করিতে ভীমের পশ্চাদ্ধাবন)

শিশুপাল। পলাও পলাও সবে ! কালমূর্ত্তি ধ'রে—
আসিয়াছে আপনি শমন ;
রক্ষা নাই আর,
ছারখার করিল পলকে।

ভীম। কর্ম্মের উচিত প্রতিফল—
লভ' ওরে দুরাশয়দল !
তোদের পাপের ভারে
ধরাসতী সদাই পীড়িতা।
আরে পাপ ! সবারে সমূলে ধ্বংস করি
ধরার বিষম ব্যথা ঘোচাব অচিরে !

সকলে। আমি নই—আমি নই—ছেড়ে দাও মোরে,

প্রাণ ল'য়ে ঘরে ফিরে যাই ;—
এ পথে কখন আসিব না,
দোহাই ধরম্-বাপ্ !

(ভীমের প্রচণ্ড আঘাতে সকলের হাহাকার করিতে করিতে প্রস্থান। নেপথ্য হইতে আতঙ্ক মিশ্রিত বামাকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঘোর আর্ত্তনাদ ইত্যাদি)

ভীম। পুনঃ কেন বামাকণ্ঠে উঠে আর্ত্তনাদ ?
ওরে ওরে ওকি সর্ব্বনাশ !
অকস্মাৎ বজ্রদগ্ধপ্রায়—
কেন জ্বলে দ্রুপদের বিস্তৃত প্রাসাদ ?
হায় হায়,
প্রাণাধিকা তনয়ার শুভ স্বয়ম্বরে,
পাইল দ্রুপদরাজ শেষে এই ফল ?
অবশেষে গৃহদগ্ধ হ'য়ে
আহাহা ! সপরিবারে পুড়িবে দ্রুপদ !!
এখন একাকী আমি কোন্ দিক্ রাখি ?
অর্জ্জুন কেমনে আছে ? তার কিবা হ'ল ?
কে দেয় আমারে এনে প্রকৃত সংবাদ ?
যা থাকে কপালে—
পুনঃ পশি অন্তঃপুর-স্থলে !
মহারাজ ! মহারাজ ! হও সাবধান !
রক্ষ' প্রাণ—সমস্ত সংসার !
(জ্বলন্ত অনল মধ্যে প্রবেশোদ্যম)
ওহো, মনে পড়ে জতুগৃহ-দাহ !
এই জলন্ত-জলন মাঝে




হুতাশন রূপ ধ'রে,
বুক দিয়ে চার ভা'য়ে আর জননীরে,
রক্ষেছিনু পিতৃদেব পবন সহায়ে!
আজি পুনঃ অগ্নির বিপদে
রক্ষ' রক্ষ' কোথা মা জননি!
আজি দ্রুপদ-নন্দিনী সনে
প্রাণের অর্জ্জুনে যেন
নিয়ে যেতে পারি তোমার চরণ পাশে!
জয় ধর্ম্ম—জয় মা জননী!—

(প্রস্থান, ক্ষণপরে অনল ভেদ করিয়া ভীম ও দ্রুপদ সুশর্ম্মার হস্তাকর্ষণ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

ভীম। আরে পাপী, তোর এই কাজ?
চুপি চুপি চুরী করি' অন্তঃপুরে পশি'
নিজ হাতে অগ্নি দিলি সজ্জিত প্রাসাদে?
ধিক্ তোর জীবনে—জনমে!
এবারো আমার হাতে রক্ষা পেয়ে গেলি!
বধিলে—তোর মতন নরকের কীটে,
হস্ত মোর হ'বে কলঙ্কিত!
এই নে'—উচিত মত শাস্তি পেয়ে যা'!—

(এক পদাঘাত; রক্ত-বমন করিতে করিতে গড়াইতে গড়াইতে সুশর্ম্মার রক্তাক্তদেহে প্রস্থান)

বিলম্ব না কর মহারাজ!
শীঘ্র যাও—অন্তঃপুর রক্ষা কর আগে!

দ্রুপদ। কে তুমি হে ছদ্মবেশী!
পরিচয় দেহ এ বিপন্ন জনে,—
এত দয়া দয়াময় অধীনের প্রতি?



কি দিয়ে পূজিব পা দুখানি ?

ভীম। সে কথা এখন নয়, দিন পাই যদি,
অবশ্যই পেতে পার সত্য পরিচয় !
এখন যে প্রাসাদ অনলে ভস্ম হয় ;
যাও—যাও—যেরূপেতে পার,
নিবাও জ্বলন্ত অগ্নি—রক্ষ রাজপুরী !

(দ্রুপদের প্রস্থান ; বেগে নকুলের প্রবেশ)

নকুল। দাদা, দাদা, শীঘ্র এস,
বীর অর্জ্জুনের আজি বিষম বিপদ !
কৌরবীয় বীরবৃন্দ সবে সমবেতে
বহ্নিবৃষ্টি করে বাণমুখে !
একা তিনি, তাহে পুনঃ পশ্চাতে দ্রৌপদী !
ঘোরতর বিভীষণ রোষে—
উন্মত্তের প্রায় যেন সৃষ্টি নাশিবারে,
সব্যসাচী দুই করে বাণ বরিষয়,
তথাপি না টলে বৈরীচয় !
লক্ষবীর একত্রে মিশেছে,
এস দাদা, শীঘ্র এস অর্জ্জুন-সহায়ে !

ভীম। বটে বটে—অর্জ্জুনের এহেন শঙ্কট ?
চল্ রে নকুল শীঘ্র চল !
পূজ্যপাদ যুধিষ্ঠিরে আর সহদেবে ল'য়ে
অন্তরালে থাক্ লুকাইয়ে ;
দেখ আজ মূঢ়গণে কি দুর্দ্দশা করি !
লক্ষ মাথা এককালে ঠোকাঠুকি করি'
চূর্ণ ক'রে ফেলে দিব যমুনার জলে !
মার্ মার্ ভীরু ফেরুপালে !

(বেগে প্রস্থান)



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রণস্থলের এক পার্শ্ব)

তরুতলে ভয়-ব্যাকুলা দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার—
বাণে বাণে আচ্ছন্ন চৌদিক!
একি বিপরীত,—
মধ্যাহ্নে স্তীমিত দিনদেব!
ওহো, ঘোর বাণের গর্জ্জন!!
শ্রবণ বধির হ'ল—
কোথা যাই—কোথা রক্ষা পাই?
কই প্রভু, কোথা তুমি গেলে—
আর যে তোমারে আমি দেখিতে না পাই?
শরাচ্ছন্ন অন্ধকার মাঝে—
তুমি যে অদৃশ্য হ'লে?
পুনঃ একি লক্ষ বজ্রাঘাত!!
একবার বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা মত
পলকে ঝলসি' দিক্‌দেশ—
একি এ প্রদীপ্ত বাণ অমোঘ সন্ধান!
ধন্য পতি! ধন্য শিক্ষা তব!
যেন কি কুহকবলে—মহা মন্ত্রবলে—
কোটী খণ্ডে কাটিলে—অনন্ত শরজাল!
প্রভু—প্রভু! আর ভয় নাই,
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি দিব্যকান্তি তব।
সুনিবিড় জটাজাল জলে জ্বল্ জ্বল্;
শৌর্য্য বীর্য্য জ্বলন্ত-অনলে




ওই যে জ্বলিছে সর্ব্বদেহ!
অবিরাম ক্ষিপ্রহস্তে বাণের গর্জ্জনে,
নবঘনাবৃত গিরিপৃষ্ঠদেশে,
দোদুল্য সর্পের মত—
ওই যে প্রভুর পৃষ্ঠভাগে
দোলে শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত!

ধন্য ধন্য অস্ত্রশিক্ষা ধন্য বীরপতি!
ওকি ওকি সমুদ্র-কল্লোল!
অগণিত বীরেন্দ্র নৃপতি ধনুর্দ্ধর
পুনঃ যে ধাইল হুহুঙ্কারি!
কি করি—কি করি! এবার কেমনে
আত্মরক্ষা করিবেন পতি?
ওহো—ওহো—চক্ষে আর দেখিতে না পারি!
কোটী কোটী—কোটী কোটী—উল্কাসম শর
আমারে বিধবা করিবারে
আকাশ ছাইয়া আসে মম স্বামী পানে,—
এবার নিশ্চয় রক্ষা নাই!
যাইরে আমিও যাই—পাশেতে দাঁড়াই,
বুক পেতে বজ্র লই,
যাক্ যাক্ পাপদেহ ভস্ম হ'য়ে যাক্!
প্রভু—প্রভু! দাঁড়াও—দাঁড়াও!
দুইজনে একসঙ্গে পুড়ি শরানলে!

(প্রস্থান ও বেগে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ভয় নাই—ভয় নাই—শুনহ ভগিনি!
অলক্ষ্যে তোমারে রক্ষা করিতেছি আমি।
মহাবীর লক্ষ্য-বিদ্ধকারী দ্বিজবর,
উড়াইবে শরজাল চক্ষের পলকে!




ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ হুতাশন—
অথবা স্বয়ং শূলধারী ত্রিলোচন!
কে তুমি হে অবতীর্ণ ছদ্মরূপ ধরি?
মরি মরি! এ হেন বীরত্ব অলৌকিক
নরলোকে কে দেখেছে কবে?
একেশ্বর যুঝিতেছে লক্ষ ভূপসনে,
লক্ষরাজা জর জর মহা অস্ত্রাঘাতে!
ওহো! ওকে ওকে?
মদোন্মত্ত মাতঙ্গের প্রায়
নলবন পদাঘাতে দলনের ন্যায়
ধ্বংস বিপর্য্যস্ত করে লক্ষরাজ-প্রাণ?
ওরে—ওরে, ভয়ঙ্কর কি ঘোর মূরতি!
নিষ্পত্র প্রকাণ্ড শালতরু—
মহাবেগে চতুর্দ্দিকে করিছে ঘূর্ণন,
ক্ষুদ্র শশকের প্রায় হীনবীর্য্যগণ
দলে দলে হ'তেছে পতিত!
অহো! কিবা হুঙ্কার নির্ঘোষ,—
লক্ষ লক্ষ যেন বজ্রাঘাত!
কেবা এল রুদ্রবেশে সাক্ষাৎ শমন?
কার পক্ষ হ'য়ে ওকে এল ছদ্মবেশী?

নেপথ্যে অর্জ্জুন। ভয় নাই—ভয় নাই—দ্রুপদ-ঝীয়ারি!
স্থির হ'য়ে বামপাশে লহসে' আশ্রয়।
দেখ আজি দুর্ব্বিনীত দুষ্ট দস্যুদলে,
কি দুর্দ্দশা করি অবহেলে!

(কেশিনীর প্রবেশ)

কেশিনী। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল যুবরাজ!
অন্তঃপুর গেল ছারেখারে!






রাণীমাতা আর আর পুরনারীগণে
পেয়েছেন প্রাণ বটে অতীব সঙ্কটে ;
কিন্তু হায় যুবরাজ !
আর বুঝি রক্ষা নাহি হয়,
দুষ্টরাজগণে প্রাসাদে আগুণ দে'ছে ;
মহারাজা বড়ই অস্থির,—
কি হ'বে,—কি হ'বে যুবরাজ ?

ধৃষ্টদ্যুম্ন । যাই হ'ক্—যা হ'বার হ'বে !
পিতারে বলহ গিয়ে,
কোনমতে রাজপুরী রক্ষা করিবারে ।
দ্রৌপদীরে কেমনে ত্যজিয়ে যাব ?
সাধ্যমত আমি তারে রক্ষা করিতেছি,
ওই দেখ সভয়ে কাঁপিছে যাজ্ঞসেনী !
লক্ষ্য-বিদ্ধকারী
সমরে দুর্জ্জয় দ্বিজবর,
ওই দেখ দ্রৌপদীরে স্থাপি' বামদেশে—
পশুপতি সম মহাবীর্য্য করিয়ে প্রকাশ,
লক্ষরাজে বিধ্বস্ত করিছে একেশ্বর !
ভয় নাই—ভয় নাই—কহ মহারাজে,
দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এখনো জীবিত !
পুরীরক্ষা করুন সর্ব্বতোভাবে আগে !!

কেশিনী । রক্ষা কর কোথা মহেশ্বর !
একি সর্ব্বনাশ হ'ল কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে ?

(কেশিনীর প্রস্থান ও কীচকের প্রবেশ)

কীচক । আরে আরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ-সন্তান !
এই স্থানে পলাইয়ে রক্ষা কর প্রাণ ?







আয় নরাধম!

অপমান শোধ লই তোর প্রাণ বধি!

(উভয়ের ঘোর যুদ্ধ ; অবশেষে কীচকের গদাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া কাতরে—)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—কোথা রক্ষা পাই?
যাই যাই ব্রাহ্মণের লই কৃপাশ্রয়!

কীচক। কোথা যাবি শমনে এড়ায়ে!—

(প্রস্থান ; হাহাকার করিতে করিতে সুশর্ম্মা প্রভৃতি কতিপয় রাজার প্রবেশ)

সুশর্ম্মা। ও বাবা—ও বাবা—কোথা যাব!
ওদিকে জ্বলন্ত বাণ—
এদিকে প্রকাণ্ড গাছ!
ওরে!
ধূলো উড়ে গেল রে—ধূলো উড়ে গেল!
চুল ধরে—আর গাছ তুলে মারে!
ওরে বাবা! একি মহামার!
গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে দিলে রে—
গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে দিলে!
ও বাবা! আবার এ'স্থ হেথা?
কুম্ভকার চাকার মতন
বন্ বন্ ক'রে ঘুরে মরি!
ওয়াক্—ওয়াক্!—

(রক্ত বমন)

ও বাবারে! যত রক্ত ছিল
মুখ দিয়ে সব উঠে গেল!
এইবার—ওয়াক্ ওয়াক্—




প্রাণটাও বমী ক'রে ফেলি !
যাক্—যাক্—বমনেই যাক্ !
গাছ খেয়ে মরা চেয়ে আপনই যাক্ !

নেপথ্য ভীম। মার্—মার্ !
চূর্ণ কর্—হাড় চূর্ণ কর্!
পিষে ফেল্ !
দে' উড়ায়ে তুলার মতন !

সুশর্ম্মা। ও বাবা! আবার সেই গাছ !
আবার যে এদিকেই আসে !
ওদিকে বাণের টান্—
এদিকে গাছের আছ্ড়ান্ !
স্বয়ম্বরে সেজেগুজে
বিবাহ করিতে এসে,
অবশেষে এই হ'ল বাবা !
বিঘোরে প্রাণটা গেল ?

(মহামার করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। মার্ মার্—কর্ ছার্খার্ !
হুম্ হুম্—হুম্ হুম্
ছাড়্‌রে বিকট হুহুঙ্কার !
উনপঞ্চাশ মূরতি ধ'রে—
সন্ সন্ সন্ সন্—
হোই—হোই প্রলয়ের গভীর নিনাদে
উড়ারে তুলার মত যে যেখানে আছে !
দে দে দে দে—নরকের শত দ্বার খুলে !
হৈ হৈ হৈ হৈ—
গুম্ গুম্ হুম্ হুম্—

দে হাঁকার—দে হুঙ্কার!
মার্—মার্—কর্ ছারখার্!!—

(মহামার করিতে করিতে রাজগণকে তাড়না করণ ও সকলের প্রস্থান; শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। দেখ কৃষ্ণ, প্রলয় ঘটিল স্বয়ম্বরে!
পূর্ব্বেইত ব'লেছিনু ভাই,
আজিকার স্বয়ম্বরে
পাণ্ডবের বড়ই বিপদ?
ওই দেখ লক্ষরাজা একত্র হইয়া
মহাবেগে ভীমার্জ্জুনে কৈল আক্রমণ।
জরাসন্ধ রাজগণসনে করিছে মন্ত্রণা,—
যে কোন উপায়ে পারে মারিয়া অর্জ্জুনে,
মহারাজ দুর্য্যোধন-করে
দ্রৌপদীরে করিবে অর্পণ!
ওই দেখ অঙ্গরাজ দুর্য্যোধন-সখা
পুনঃ আসি বেড়িল অর্জ্জুনে!
এই মহাসমরের মহাসিন্ধু মাঝে
কেমনে পাইবে কূল দরিদ্র পাণ্ডব?
হা যাদব! কি উপায় বল্?
শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের সদুপায় নাহি স্থির করি,
আমি কি সুস্থির হ'তে পারি পূজ্যপাদ?
সত্য বটে লক্ষের তাড়না
একের অসহ্য অতি;
কিন্তু ওহে রেবতীর পতি!
মহারথী অর্জ্জুনে কি ভাব একজন?

সে কথায় নাহি প্রয়োজন!
পৃথিবীর বীরত্ব মন্থিয়া
সৃজিত হ'য়েছে ভীমার্জ্জুন!
কার সাধ্য ইহাদের পারে টলাইতে!
তার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ হের দাদা!
সেই—এক স্থলে—মহাবীর্য্যবলে
ধনঞ্জয় আছে দাঁড়াইয়া
সুকোমলা দ্রৌপদীরে ল'য়ে বামভাগে।
অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্ব নিরখ,
কার সাধ্য ধনঞ্জয়ে সমরে বিমুখে?
পুনঃ দেখ দূরে,
অতি ভীম ভীমসেন মহা বলবান—
মহামার করে রণস্থলে!

বলরাম। যা বলিলে, তাইত রে ভাই?
একি এ প্রচণ্ড বল!
ব্যোমস্পর্শি প্রকাণ্ড পাদপ
অবলীলাক্রমে—
চতুর্দ্দিকে করিছে ঘূর্ণন!
বাতাসে সহস্ররাজা পড়ে ভূমিতলে!
ওই দেখ, বায়েকের প্রচণ্ড আঘাতে,
অতি ভীরু ফেরুপাল সম,
দলে দলে পালাবার পথ নাহি পায়!
পুনঃ ওকি অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার!
সুনীল বিমল নভস্থল
অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বেগে কেন ঝলসিল?
ওঃ—বুঝেছি—বুঝেছি বজ্রধর? দেবরাজ?
পুত্রের সাহায্য হেতু অলক্ষ্যে আসিয়ে
মহা মহা শরপূর্ণ অক্ষয় তূনীর—

বৈজয়ন্তী-বিজয়-অম্লান-মালা
পুত্রগলে দিলে পরাইয়ে ?
তবে আর রক্ষা নাই ভীরুরাজগণে !
একা ফাল্গুনীরে রক্ষা নাই,
তাহে পুনঃ সহায় দুর্জ্জয় ভীমসেন,
তদুপরি মিশিল দেবেন্দ্র মহাতেজ !
এইবার দুর্য্যোধন আদি
মহা মহা ধনুর্দ্ধর কুরুবীরগণে
সদলে মানিবে পরাজয়।

শ্রীকৃষ্ণ। জয় জয় ধনঞ্জয় জয় ভীমসেন !
এস দাদা, অন্তরালে থাকি,
নিরখি ভীষণ মহারণ,—
ভীমার্জ্জুন সমরে দুর্জ্জয় !
জয় জয় পাণ্ডুসুত বীরেন্দ্র পাণ্ডব !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রণস্থল)

বৈজয়ন্তী-মালাধারী অর্জ্জুন ও তৎ বামভাগে ভয়-ব্যাকুলা দ্রৌপদী; কর্ণ প্রভৃতি অগণ্য রাজার সহিত অতি ঘোর যুদ্ধ।

অর্জ্জুন। আরে মূঢ়! বারবার মানি পরাজয়—
কি সাহসে আসিলি আবার দুরাশয়?
এই বলে এত অহঙ্কার?
ওরে দুরাচার!
এই দ্যাখ্ ইন্দ্রঅস্ত্র মূর্ত্তিমান কাল!—
জ্বলিছে আমার শরমুখে!
দেখি তোরে, এবার কে রক্ষা করে পাপী!

(ঘোরতর যুদ্ধ; কর্ণ পরাস্থ হইয়া)

কর্ণ। একি একি একি শিক্ষা চমৎকার!
মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম-তেজাকার দ্বিজরাজ!
চতুর্দ্দিকে সংবর্ত্তক কাল অগ্নি জ্বলে!
জ্বলে—জ্বলে প্রাণ্ আমার!
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সর্পের আকার
শর ক্ষুরধার গর্জ্জি হুহুঙ্কার—
ছেয়ে গেল দিঙ্মণ্ডল!
এসেছ কি আখণ্ডল ছদ্মবেশ ধ'রে?
কিম্বা বিরূপাক্ষ ব্যোমচূড় পিনাকী স্বয়ং—
ভিখারী কাঙ্গালবেশে এসেছ ছলিতে?
কে তুমি কহ হে ছদ্মবেশি!

নরলোকে কেবা আছে হেন—
সম্মুখ-সমরে
কর্ণবীরে করে পরাভব?
কৃপ, দ্রোণ, দেবব্রত—
আর সেই স্বর্গগত তৃতীয়পাণ্ডব
মহাবীর ধনঞ্জয় বিনা
কার সাধ্য কর্ণরণে হয় আগুয়ান?
সত্যভাষে কহ সত্যশীল হে ব্রাহ্মণ!
হেরিয়ে জ্বলন্ত-জ্যোতিঃ—
অমোঘ প্রতাপ তব, জ্ঞান হয় মম,
ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান হ'য়ে
এসেছ এ ঘোর রণস্থলে!

অর্জ্জুন। এমনিই ভ্রান্ত বটে তুমি!
শৌর্য্যবীর্য্য বোঝা গেছে তব অঙ্গরাজ!
এখন কোথায় সেই বান্ধব তোমার—
কপটের চূড়ামণি রাজা দুর্য্যোধন?
যদি এত ভয় বীর!
হস্তিনায় যাও—ব'সে রাজভোগ খাও—
সাজিবে তোমার ভাল!

(সসৈন্য বেগে দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া)

দুর্য্যোধন। কি কি—এত স্পর্দ্ধা দুর্ম্মতি দ্বিজের,
আমারে এমন কটুবাণী?
যে যেখানে আছ হেথা,
এককালে পাপিষ্ঠেরে করি আক্রমণ,
কৃষ্ণা সনে বেঁধে আন মম পদযুগে,
সমুচিত প্রতিফল দেহ ভিক্ষুকেরে!

(পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ)

নেপথ্যে বহুকণ্ঠ। পালাও—পালাও সবে!
সাক্ষাৎ এসেছে কাল ভীম দণ্ডপাণি
বৃক্ষরূপ মহাদণ্ড ধ'রে!

(চীৎকার করিতে করিতে কীচক, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির প্রবেশ)

কীচক। ও বাবারে! গে'ছি গে'ছি মাথা ফেটে গেল!
হুম্ হুম্ ক'রে ধরে—
আর দমাদম বৃক্ষ দিয়ে মারে!
কোথা যাব—ওরে কোথা যাব!
যেদিকেই চাই—সেই গাছ,
আর—এদিকেতে—
সেই ব্যাটা প্রচণ্ড ভিক্ষুক!
একবার পথ পেলে বাঁচি!
এক লম্ফে সটান্ রথেতে গিয়ে উঠি!
ঘাট বাবা—কোটী কোটী ঘাট!
দূর তোর্ স্বয়ম্বর!
দ্রৌপদী মাথায় থাক্ বাবা!
চাও যদি—ঘর থেকে এনে
হাজার হাজার রাণী দে'ব!
দোহাই তোমার—
একবার পথ ছেড়ে দাও!
প্রাণ পে'লে—
বাপের সুনাম রেখে বাঁচি!

(সুশর্ম্মার প্রবেশ)

সুশর্ম্মা। কি বল কীচক বীর! ওয়াক্—ওয়াক্!
আর কি—জুড়িয়ে যাই।

আমার আত্মীয় আর কেউ নাই হেথা,
কে কোথায় সব পালিয়েছে!
গৃহে গিয়ে ব'লো ভাই, ওয়াক্—ওয়াক্!

কীচক। তুমিও ওয়াক্—আমিও অবাক্ দাদা!
কোথা দিয়ে পলায়ন করি বল দেখি?
আমার ত আর শক্তি নাই—যুদ্ধ করি!
ওই রে—ও বাবা! সেই হুমো!!
হুম্ হুম্ ক'রে ওই আসে!

(বেগে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। হোই—হোই—হোই—হোই—
হুম্ হুম্—হুম্ হুম্—
ছাড়্ রে বিকট হুহুঙ্কার!
ধর্—ধর্—কর্ মহামার!

(রাজগণে প্রবলবেগে আক্রমণ ও সকলের রণে ভঙ্গ দেওন, ভীমের মার্ মার্ শব্দে পশ্চাদ্ধাবন; অর্জ্জুন ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্য লক্ষ্য-বিদ্ধকারী দ্বিজবর!
হেন বীর তুমি,
লক্ষরাজে একেশ্বর করিলে তাড়না?
বর্ণনা না যায় তব বীরত্ব-মহিমা!
আর হেথা অবস্থানে নাহি প্রয়োজন,
কন্যা ল'য়ে নিজধামে করহ গমন।
কিন্তু মনে রেখো দ্বিজোত্তম!
আমরা তোমার সঙ্গ না ছাড়িব কভু,
যথা যাবে ছায়া সম র'ব পাছে পাছে।

অর্জ্জুন। কোথা যাবে আমার সহিত দ্বিজগণ?
আমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ;



কোথা গৃহ—কোথা স্থান মম ?
কি সাধ্য আমার—
তোমাদের করিছে সাদর আবাহন ?

২য় ব্রাহ্মণ। আর কি লুকাতে পার বীর ?
তুমি যদি দীন,
তবে ধরাধামে মহৎ কে আছে ?
আর কি ছলনা সাজে দেব ?
অবশ্য তুমিহে ছদ্মবেশী !
হেন অতুলন বীরত্ব প্রকাশ
এ সংসারে কে ক'রেছে কবে ?
যাই বল, যেরূপেই বোঝাও মোদের,
কিছুতেই প্রত্যয় না মানিবে হৃদয় !

অর্জ্জুন। (স্বগত) এ বড় বিষম গোলযোগ !
আপনারে কেমনে লুকাই ?
বিষম কুপিত হ'য়ে দেব যুধিষ্ঠির
তিরস্কার করিবেন মোরে !
বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন,
শরে শরে দিঙ্মণ্ডল করি আচ্ছাদন,
মধ্য-অবকাশে
প্রচ্ছন্ন করিয়ে দ্রৌপদীরে,
সত্বর এস্থান হ'তে করি পলায়ন !

(তথাকরণ ও দ্রৌপদীকে লইয়া সত্বর অন্তর্দ্ধান)

১ম ব্রাহ্মণ। একি একি কোথা গেল বীর ?
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বীর্য্য অতি অলৌকিক !
শরজালে অন্ধকার করি দশদিশ,
কোথা দিয়ে কৈল অন্তর্দ্ধান ?
একি এ ? কৃষ্ণাও নাই ?



নিশ্চয় ব্রাহ্মণ স্বর্গেশ্বর!
ছদ্মবেশ ধ'রে
ছলনায় দ্রৌপদীরে হ'রে ল'য়ে গেল।
চল চল, কোন্ পথে গেল সে ব্রাহ্মণ?
এস সবে করি অন্বেষণ।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(রণস্থলের এক পার্শ্ব)

তরুতলে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব।

যুধিষ্ঠির। হা নকুল!
অকূল সমর-সিন্ধুমাঝে,
সমাকুল ভীমার্জ্জুনে রাখি অসহায়
কেন ফিরে এলি মোর কাছে?
ওরে সেথা কর্ণ আছে কৌরবের সনে!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আছে!
কেমনে বাঁচিবে প্রাণে প্রাণের ফাল্গুনী?
তাহে পুনঃ বামভাগে দ্রুপদ-নন্দিনী!
একা একা ধনঞ্জয়!
লক্ষরাজা বেড়েছে তাহায়!
যারে ভাই! যারে সহদেব!
একবার দেখে আয়,
ভীমার্জ্জুন কতদূরে আসে!

সহদেব। ভেব'না বিষাদ পূজ্যপাদ!
কার সাধ্য আঁটে মহাবীর ভীমার্জ্জুনে!
যেন মহামদে মত্ত হ'য়ে মাতঙ্গ দুর্জ্জয়
দলিতেছে অতি ভীরু লক্ষ ফেরুপালে!
হুহুঙ্কারে—বৃক্ষের বাতাসে—
অতি ত্রাসে শত শত রাজা
পড়িছে কে কার 'পরে!

নকুল। হরি হরি! আর ভয় নাই,
কাণ্ডারী দেছেন কূল বিপদ সাগরে!
জয়লক্ষ্মী যত্নে বক্ষে ধরি',
ওই যে আসেন ভীমার্জ্জুন।
হে আর্য্য! কুচিন্তা করি ত্যাগ,
ওই যে নেহার পথভাগ করিয়ে উজ্জ্বল,
আসিছেন পার্থবীর দ্রৌপদীরে ল'য়ে!
দেখ দাদা, ভীমের প্রচণ্ড রুদ্রবেশ!
শান্ত হ'তে বহু চেষ্টা করিছেন বীর,
কিন্তু নিশ্বাস-প্রাবল্য হেতু
বক্ষের কবাট স্ফীত, যেন তরঙ্গিত!
সঙ্গে কারা? অগণ্য ব্রাহ্মণ!
ভীমার্জ্জুন সঙ্গ নিতে করেন নিষেধ,
কিন্তু তবু না মানে বারণ দ্বিজগণ!
তাই ত! কি হবে দাদা?

যুধিষ্ঠির। দ্বিজগণে আশু প্রত্যাখ্যান
অবশ্য উচিত সর্ব্বরূপে!
নচেৎ এ ছদ্মবেশ—
কেমনে লুকাবে ধনঞ্জয়?
বিপদের উত্তাল তরঙ্গ সহ্য করি'—
রে নকুল! কেমনে পাইব কূল বল?

আঃ—রক্ষা পাই!
পরম হিতৈষী ধৌম্য পাণ্ডব-ভরসা
ওই যে বোঝান্ দ্বিজগণে;
তবে আর ভয় নাই।
ধৌম্যের অকাট্য যুক্তিবলে,
অবশ্য নির্ভয় হ'ব আজি!
এস সবে অন্তরালে থাকি'
দৃষ্টি রাখি—বিপন্ন অর্জ্জুন ভীমসেনে!

(অন্তরালে গমন; দ্রৌপদী ও ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ। কেন হেন অপ্রিয়-বচন
কহ দ্বিজ বীরমণি?
বিক্ষোভিত রাজন্য-সমাজ
দলে দলে ভ্রমে বনপথে!
তোমরা দুজন মাত্র;
নিশাকালে নিদ্রিত হইলে,
ক্রূর দস্যু বর্ব্বরের দল—
আক্রমণ ক'রে যদি পুনঃ,
কেমনে রক্ষিবে দোঁহে দ্রুপদ-নন্দিনী?
যদবধি এ অনল নাহি হয় নির্ব্বাপিত,
রক্ষিব তোমারে প্রাণপণে!
ইথে কেন অন্যমন কর নরর্ষভ?

অর্জ্জুন। ধন্যবাদ! কৃতার্থ এ দাস,
অপার সহানুভূতি শিরোধার্য্য মম!
আজি সবে নিজ স্থানে করহ গমন,
কালি পুনঃ শ্রীচরণ করিব দর্শন,—

আশীর্ব্বাদ ল'ব শিরোপরি !
আজ মোরে করুন মার্জ্জনা দ্বিজগণ !
হাঁ হাঁ, সেই ভাল কথা !
কালি পুনঃ আসা যা'বে—দেখা শুনা হ'বে !
ভয় কি ? কিসের ভয় ?
আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইব !
মার খেয়ে যে যার ঘরেতে চ'লে গেছে,
কে আর আসিবে নিশীযোগে ?
আর যদি কেউ আসে ?
জানিও সকলে বিধিমতে—
আমাদের অরণ্যেতে বাস,
বড় বড় প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আছে !
কিছু নয়, ভয় ভাব কেন ?
হাঁ—হাঁ—সেই ভাল কথা !
আমরা বড়ই ক্লান্ত ক্ষুধিত পিপাসু !

ধৌম্য। হে মহাত্মাগণ !
শুনুন আমার সুবচন ;—
আর বৃথা অগ্রসরে নাহি প্রয়োজন !
ইহাদের বোঝনা কি কিবা মনোভাব ?
সাধারণ ভেব'না দু'জনে !
কি জাতি, কি নাম ধরে—কোথায় বসতি করে,—
ছদ্মবেশী—দেব কি মানব—
গন্ধর্ব্ব কি প্রচণ্ড দানব,
এ সব না জেনে শুনে—
কি ব'লে হ'তেছ আগুয়ান ?
এই মহাবীর ছদ্মবেশীদ্বয়
যে অতুল প্রকাশিল অলৌকিক বল,
নরলোকে দেখেছ কি কভু ?

ইহাদের ভৌতিক বীরত্ব নিরখিয়ে—
আমার'ও নিশ্চয় বিশ্বাস,
ইহলোকবাসী কভু নয়!
তাই বলি, আর নাহি অগ্রসর হ'য়ে,
স্ব স্ব গৃহে এস সবে করি পলায়ন!
পর-চর্চ্চা করি পরিহার,
এস সবে নিজ নিজ চর্চ্চা স্থির রাখি!

১ম ব্রাহ্মণ। ঠিক্ কথা মহাশয়!
ও বাবারে! ব্রহ্মদৈত্য এরা সুনিশ্চয়!
পলাও—পলাও সবে!
নহে এখনি বিঘোরে প্রাণ যাবে।
ও বাবারে গাছ নেড়ে—
এখনি আসিবে তেড়ে!

(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)

ধৌম্য। আর বৃথা কালক্ষেপ নাহি করি পথে,
নিজ পথে করহ প্রয়াণ,
সঙ্গীর প্রমাণ পা'বে কিছুদূর আগে!
কার্য্যকালে পুনঃ দেখা দিব।

(একদিক দিয়া ধৌম্যের প্রস্থান এবং অপর দিকে অর্জ্জুন ও দ্রৌপদীর প্রস্থান। নেপথ্যে ঘোর বামাকণ্ঠের হাহাকার; ক্রন্দন-ব্যাকুলা রাণী ও পুরনারীগণের সহিত দ্রুপদ, মন্ত্রী প্রভৃতি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের অতি ব্যস্ততা সহকারে প্রবেশ)

রাণী। যায়—ওই যায়—
ভাঙ্গা বুক থেকে ওই প্রাণ ছেড়ে যায়!

বুকপোরা ধন—আমার সোণার মেয়ে
সজল-নয়নে চেয়ে চেয়ে—
ওই যায়—ওই চলে যায়!
একবার আঁন'—
একবার মুখখানি দেখি,
একবার বুক দিয়ে ঢাকি,
একবার জন্মশোধ মত
চাঁদমুখে চুম' খেয়ে দি' চির-বিদায়!

দ্রুপদ। হায় হায়,
ছারখার করি রাজ্যপুরী,
রাজলক্ষ্মী প্রাণের অধিক যাজ্ঞসেনী—
ওরে, কোন্ কাঙ্গালের সনে চ'লে গেল!
যারে যারে ধৃষ্টদ্যুম্ন!
এখনো নয়ন-পথ করে নাই অতিক্রম!
অলক্ষিতে গোপনে গোপনে—
যারে যা—সন্ধান নে রে! কৃষ্ণারে আমার
দুরন্ত ভিক্ষুক দ্বিজ
কোন্‌দেশে নিয়ে চ'লে গেল!

রাণী। ধৃষ্টদ্যুম্ন! চল্ চল্ শীঘ্র চ'লে চল্—
আমারেও সঙ্গে নিয়ে চল্;
আমি না থাকিলে,
কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে যা'বে!
সে যেখানে—আমিও সেখানে,
মান প্রাণ ধন সব দ্রৌপদী আমার!
মায়ে পোয়ে চল্ ছুটে যাই!

দ্রুপদ। তুমি কোথা যাবে মহারাণি?
কোন্ দেশে ভিক্ষুক কৃষ্ণারে ল'য়ে যাবে,
তুমি কোথা পথে পথে পাগলিনী হ'য়ে




করিবে ভ্রমণ রাজরাণি ?
ধৃষ্টদ্যুম্ন। আর বৃথা বিলম্ব ক'রোনা !
যাও যাও—ত্বরা হও অগ্রসর,
পশ্চাতে প্রেরণ করি
দেহরক্ষী অনুচরগণে !

(ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রস্থান)

এস এস, মহারাণি, বনপথ হ'তে,
চল চল পুরনারীগণ !
কেঁদোনা—ফেলনা চক্ষু-জল।
ধৃষ্টদ্যুম্ন এখনি সংবাদ এনে দিবে ;
তারপর বিধিমতে
ঐশ্বর্য্য ভূষণ দিয়ে
ভূষিব দরিদ্র দ্বিজবরে !
জামাতা কাঙ্গাল হ'ল হ'ল,
তাহে চিন্তার বিষয় কিবা বল ?
অর্দ্ধরাজ্য দিয়ে
কৃষ্ণারে করিব রাজ্যেশ্বরী !
কেঁদনা মহিষি, আর,—
চল চল গৃহমাঝে চল,
এখনি পাইবে সুসংবাদ !
প্রকাশ্য এ বনপথ হ'তে
চল সবে রাজপুরে যাই !
রাণী। শূন্য ঘর, ছারখার সংসার আমার,—
প্রাণের প্রতিমাটিরে বিসর্জ্জন দিয়ে
কোন্ মুখে সে শ্মশানে
বল ফিরে যাব ?
ওরে কৃষ্ণা ! এই তোর কপালেতে ছিল,

পথের ভিক্ষুক এসে কেড়ে নিলে তোরে ?
ওরে, রাজকন্যা হ'য়ে—অট্টালিকা হ'তে
কোন্ ভাঙ্গা কুটীরেতে গেলি ?
ওহো হো, আমার বাছা কোথা গেল ?
চল চল, আমারে তথায় ল'য়ে চল !
সে রত্ন ভাসিয়ে দিয়ে—
আর কোথা যাব গো বলনা ?
ঘরে আর যাবনা—যাবনা,—
মহারাজ ! দুটি পায়ে ধরি,
আমারে সেথানে নিয়ে চল !
মান প্রাণ সব যাক্—সব ভেসে যাক্,—
একবার তার সেই
শুখান' উপোসী মুখখানি চ'খে দেখে,
একবার ধ'রে ভাঙ্গা বুকে
অকাতরে প্রাণ দিব তাহার সম্মুখে !

মন্ত্রী। হায় মা, অস্থির হ'য়ে আর কিবা হ'বে ?
ওমা মহারাণি !
দিওনা অন্তরে স্থান কুচিন্তার রাশি !
কোন ভয় নাই,
দেখো মা, সকল ভাল হ'বে !
লক্ষ্য-বিদ্ধকারী সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণে—
সামান্য মা ভেব'না কথন,
অবশ্যই তিনি কোন
রাজেন্দ্র পুরুষ ছদ্মবেশী ;
আর সেই সহকারী তাঁহারি আত্মীয় !
হেন শক্তি সম্ভবে কি সামান্য ভিক্ষুর ?
ওমা, স্থির হও ;
লক্ষ লক্ষ ছিল তথা ভিখারী ব্রাহ্মণ,

লক্ষ্যভেদে হ'য়েছিল কেবা আগুয়ান?
একবার ভাবনা মা,
পথের কাঙ্গাল কভু লক্ষ লক্ষ রাজে
একেশ্বর পারে পরাজিতে?
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি চল মা প্রাসাদে,
সব দিকে হইবে মঙ্গল!
যুবরাজ গিয়াছেন একাকী তথায়;
উপযুক্ত দেহরক্ষী অনুচরগণে
এখনি পাঠাতে হ'বে;
কালক্ষেপ নাহিক বিধেয়।

দ্রুপদ। চল, আর ভাবিলে কি হ'বে?

সকলে। ওমা দুর্গে! রক্ষা কর এ বিপদ হ'তে!

শ্রীমহাভারত—নাট্য-কাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত স্বয়ম্বরপর্ব্বাধ্যায়ে
"দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১ম ভাগ)" সমাপ্ত।
